সাপ্তাহিক জন্মভূমি

প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ

www.jonmobhumi.com

Vol. 23 No. 45, Thursday 26 January 2023 Weekly Janmobhumi New York Free in USA

২৩তম বর্ষ ৪৫তম সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ২৬ জানুয়ারী ২০২৩ / ১২ মাঘ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ মুল্যছাড়া-ফ্রি

অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন

খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন ২০ মার্চ

ঢাকা ডেস্কঃ দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি দুর্নীতি মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াসহ ১০ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের

বাকি অংশ ১৫ পৃষ্ঠায়

ক্ষমতা দখলের অবৈধ চেষ্টা চলছে : প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা ডেস্কঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, অবৈধভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা এখনো চলছে। যদিও মাঠপর্যায়ে প্রশাসনের বলিষ্ঠ ভূমিকায়

বাকি অংশ ১৫ পৃষ্ঠায়

৪৮ ঘণ্টার ব্যবধানে পরপর বন্দুক হামলা,২৩ দিনে ৩৬ হামলায় ৫৯ জনের মৃত্যু

ভয়াবহ বন্দুক হামলায় উদ্বিগ্ন মার্কিন প্রশাসন

ওয়াশিংটন ডেস্কঃ যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুক হামলা থামাতে আইনপ্রণেতাগণ মরিয়া হয়ে উঠলেও কোন ভাবেই তা থামানো যাচ্ছে না। প্রায় প্রতিদিনেই কোথাও না কোথাও ঘটছে বন্দুক হামলার ঘটনা। চলতি বছরের প্রথম ২৩ দিনেই ৩৬ বন্দুক হামলার ঘটনায় ৫৯ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটেছে। আহত হয়েছে অনেক। এ ঘটনায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন ম্ররকিন প্রশাসন। ক্যালিফোর্নিয়ায় এক বৃদ্ধের এলোপাতাড়ি গুলিতে ১০ জন নিহত হওয়ার প্রাক্কালে এই তথ্য জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের গান ভায়োলেন্স আর্কাইভ। যুক্তরাষ্ট্রের গান ভায়োলেন্স আর্কাইভের বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছেন, ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ৬৯১টি বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটে। এতে প্রাণ যায় অন্তত ৭০৬ জনের। আহত হন ১১৫ জন। ২০২২ সালে ৬৪৮টি বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটে। এসব হামলায় ৬৭৩ জন নিহত এবং কয়েক শ আহত হয়েছেন। গত বছরের ১৪ মে নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের বাফেলো শহরের একটি সুপারশপে ভয়াবহ হামলায় নিহত হন অন্তত ১০ জন। একই মাসে টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের ইউভালদে শহরের একটি স্কুলে আরেকটি বড় হামলার ঘটনা ঘটে। এতে

বাকি অংশ ১৪ পৃষ্ঠায়

ইউক্রেনে আধুনিক ট্যাংক দেবে আমেরিকা ও জার্মানি

কোরআন পোড়ানো: সুইডেনকে ছাড়াই তারা ন্যাটোর সদস্য হতে চায় ফিনল্যান্ড?

ওয়াশিংটন ডিসিঃ কোরআন পোড়ানোর প্রতিবাদে সুইডেনের বিরোধিতায় তুরস্ক। তাদের ছাড়াই ন্যাটোতে যোগ দেওয়ার ইঙ্গিত ফিনল্যান্ডের। খবর ডয়চে ভেলের। দুই প্রতিবেশী দেশ সুইডেন ও ফিনল্যান্ড এতোদিন একযোগে ন্যাটোতে যোগ দেওয়ার প্রয়াস চালাচ্ছিল। কিন্তু

বাকি অংশ ১৭ পৃষ্ঠায়

ভারত-পাকিস্তান ২০১৯ সালে পারমাণবিক হামলার প্রস্তুতি নিয়েছিল: মাইক পম্পেও

ওয়াশিংটন ডিসিঃ সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও দাবি করেছেন, ২০১৯ সালে পাকিস্তানের বালাকোটে ভারতের বিমান হামলার পর ভারত ও পাকিস্তান পারমাণবিক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে এই যুদ্ধ রোধ করা সম্ভব হয়েছে।

বার্তা সংস্থা এএফপি ও পিটিআইর বরাত দিয়ে

বাকি অংশ ১৬ পৃষ্ঠায়

বিশ্বজুড়ে কমছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব

ওয়াশিংটন ডিসিঃ বিশ্ব মঞ্চে দিন দিন কমছে বিশ্ব শাসন করা যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব। দেশটির বয়োজ্যষ্ঠ গোষ্ঠীর ৪৭ শতাংশই এটি মনে করছেন। পিউ রিসার্চ সেন্টারের সাম্প্রতিক এক জরিপে এমন তথ্যই উঠে এসেছে। তবে সমীক্ষায় দেখা যায়, প্রাপ্তবয়স্কদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ প্রায় ৩২ শতাংশ মনে করছেন বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব আগের মতোই আছে। ১৯ শতাংশ মনে

বাকি অংশ ১৬ পৃষ্ঠায়

এ সপ্তাহের শীর্ষ খবর

লাল ফিতার খড়গ জমি কেনাবেচায় বাড়ছে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা

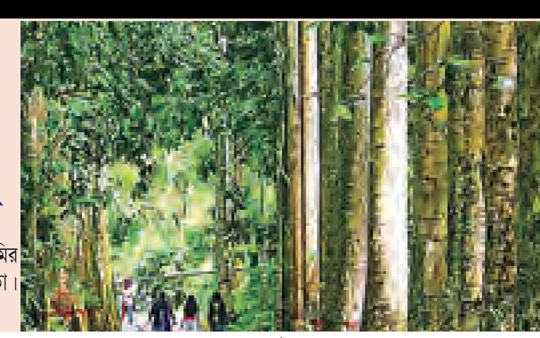

আবুল কালাম,ঢাকা থেকেঃ লাল ফিতার নতুন প্যাঁচে পড়েছে জমি কেনাবেচা। জমির নামজারিতে জেলা প্রশাসকের অনুমতি নেওয়ার নতুন বিজ্ঞপ্তিতে তৈরি হয়েছে জটিলতা। এতে ফাইলের স্তূপে বাড়ছে ভোগান্তি। রেজিস্ট্রি কমে

বাকি অংশ ১৫ পৃষ্ঠায়

'যেসব কথা বলে বাংলাদেশে মার খেয়েছি, সেসব এখন মানা হচ্ছে'

ঢাকা ডেস্কঃ বাংলাদেশ থেকে নির্বাসিত হয়ে ভারতে থাকা লেখিকা তসলিমা নাসরিন বলেছেন, ৩০-৪০ বছর আগে যেসব কথার জন্য বাংলাদেশে

বাকি অংশ ১৪ পৃষ্ঠায়

কাদের সিদ্দিকীর অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় নেতা, অস্বস্তিতে জেলা আ.লীগ

ঢাকা ডেস্কঃ মুক্তিযুদ্ধকালে কাদেরিয়া বাহিনীর বঙ্গবন্ধুর কাছে অস্ত্র জমা দেওয়ার ঘটনার ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে গতকাল মঙ্গলবার মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক ও কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সম্পাদক মৃণাল কান্তি দাস যোগ দেন। এ নিয়ে অস্বস্তিতে পড়েছেন টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগের নেতারা।অনুষ্ঠানে এসে মুক্তিযুদ্ধে কাদের সিদ্দিকীর বিশেষ অবদানের জন্য ভূয়সী প্রশংসা করলেন মন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় নেতা। ভবিষ্যতে তাঁকে নিয়ে জোট করার ইঙ্গিত ছিল তাঁদের বক্তব্যে। এদিকে তাঁদের উপস্থিতিতে কাদের সিদ্দিকী তাঁর বক্তৃতায় জেলা আওয়ামী লীগের

বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

এশিয়াজুড়ে বিস্তৃত চীনের অবৈধ নৌবহর

নয়াদিল্লি ডেস্কঃ বিশ্বজুড়ে চীনের প্রায় ২ হাজার ৭০০টি জাহাজ অবৈধভাবে মাছ ধরার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। নিজ দেশের সমুদ্রসীমা ছাড়িয়ে অন্য

বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

বাংলা একাডেমি পুরস্কার পাচ্ছেন যারা

ঢাকা ডেস্কঃ বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন ১৫ জন। বুধবার একাডেমি ২০২২ সালের পুরস্কারের জন্য তাদের নাম ঘোষণা করে। বাংলা একাডেমির জনসংযোগ বিভাগ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা প্রকাশ করে।

বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

সুইডেন-ফিনল্যান্ডের ন্যাটোতে যোগদান অনিশ্চিত

লন্ডন ডেস্কঃ ফিনল্যান্ড ও সুইডেনের ন্যাটো সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে ত্রিপক্ষীয় আলোচনা অনির্দিষ্টকালের জন্য বাতিল করা হয়েছে। মঙ্গলবার তুরস্কের

বাকি অংশ ১৭ পৃষ্ঠায়

ইমিগ্রেশন , ট্যাক্স সার্ভিস

2168 WESTCHESTER AVE, BRONX, NY 10462

o-(313)-341-9000,c-(516)-566-3444

বিস্তারিত তথ্য দেখুন ভেতরে ২২ পাতার পূর্ণ বিজ্ঞাপনে

আমরা ফরক্লোজ থেকে আপনার বাড়ী রক্ষা করতে সহায়তা করি

Moinul Islam

(Licensed Real Estate Agent)

917-535-4131

Office: 718-392-5635

Email: MOINUL4@GMAIL COM

Mega Homes Realty

32-11 35 Ave. Astoria, NY 11106

REBNY

Commercial and Residential Real Estate Firm

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

কল করুনঃ

৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮

Eastern Investment

150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021

nurulazim67@gmail.com

Nurul Azim

BISMILLAH

HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET

এক যুগ ধরে বাংলাদেশী কমিউনিটির সেবায়

phone:718-205-7200

ফ্রি ডেলিভারী EBT Accepted

37-15 -55 Street Woodsid New York-11377

BANGLA TRAVEL

7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

917-396-4140, 917-592-7828

MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

Main Children's Dental

CHIRANJIB DUTTA. D.D.S

Main Children's Dental

Pediatric Dentistry (By Appointment Only)

137-01 Northern Blvd, Flushing, NY 11354

Tel: 718-539-8762

Conveniently located near bus and subway

MHC

MARKS HOME CARE

প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার আত্মীয়স্বজন/প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উর্পাজন করুন

আমাদের এজেন্সীতে কি কি সেবা পেতে পারেন?

- আমাদের হোম কেয়ার এজেন্সী কোন HHA সার্টিফিকেট ছাড়াই আপনার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব অথবা প্রতিবেশীকে স্বাস্থ্য সেবা দেয়ার সুযোগ করে দিতে পারে।
- HHA সার্টিফিকেট থাকলে আপনি যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিতে পারবেন।
- আপনার মেডিকেইড নেই? আমাদের বিশেষজ্ঞ কর্মীরা এব্যাপারে আপনাকে সহায়তা করবে।
- আপনি ঘরে বসে, আপনার বাবা-মা/শ্বশুর-শাশুড়ীকে সেবা প্রদান করে অর্থ উর্পাজন করতে পারবেন।
- আমাদের রয়েছে হোম কেয়ারের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা।
- মনে রাখবেন, আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।
- আমরা CDPAP এর আওতায় কোন প্রকার সার্টিফিকেট ছাড়াই অর্থ উপার্জনের সুযোগ করে দিয়ে থাকি।

Office Hour
Mon-Sunday
9am-7pm

আয় করুন, আপনি প্রতি সপ্তাহে বেতন পেতে পারেন।

For details information please contact:

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

MARKS HOME CARE

148-37 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435 | Phone: 718-647-5555, 646-591-6782 | Fax: 917-810-7600
167-09 Hillside Ave. 2nd Fl. Jamaica, NY 11432 | Phone: 718-505-8500, 646-591-6782 | Fax: 917-810-7600
1208 Liberty Ave, Brooklyn, NY 11208 | Phone: 718-971-6666, 646-591-6782 | Fax: 917-810-7600
217 Bethpage Rd. Store #11, Hicksville, NY 11801 | Phone: 516-464-1515, 646-591-6782 | Fax: 917-810-7600
2451 E Tremont AveThe Bronx, NY 10461 | Phone: 718-505-8500, 646-591-6782 | Fax: 917-810-7600

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেতে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চলছে : প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা, মহান মুক্তিযুদ্ধে সংগঠিত গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য মার্কিন কংগ্রেসম্যানদের উত্থাপিত প্রস্তাবটি প্রতিনিধি পরিষদের পররাষ্ট্রবিষয়ক কমিটিতে রয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

তিনি বলেন, প্রস্তাবটি যাতে বিবেচিত হয় সেজন্য বাংলাদেশ কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বুধবার জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের সদস্য এ. কে. এম. রহমতুল্লাহর এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা জানান।

স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী সভাপতিত্বে প্রধানমন্ত্রীর জন্য নির্ধারিত এ প্রশ্নোত্তরে পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

মুক্তিযুদ্ধে সংগঠিত নৃশংসতা যে কোনো যুদ্ধকে ছাড়িয়ে গেছে মন্তব্য করে শেখ হাসিনা বলেন, ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখের বেশি মানুষের আত্মত্যাগ ও লক্ষাধিক মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি। যুদ্ধের সময় মুক্তিকামী সাধারণ মানুষের উপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দোসরদের নৃশংসতা বিশ্বের অন্য যে কোনো যুদ্ধে সংগঠিত নৃশংসতাকে ছাড়িয়ে গেছে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অত্যাচার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নাৎসি নৃশংসতাসহ ইতিহাসের সকল কালো অধ্যায়কে হার মানিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে এত বেশিসংখ্যক মানুষকে হত্যা, নির্যাতন ও ধর্ষণের চিত্র ইতিহাসে আর একটিও পাওয়া যাবে না। এই ইতিহাসকে স্মরণ রেখে বিশ্বের যে কোন প্রান্তি সংগঠিত গণহত্যার বিরুদ্ধে আমরা আন্তর্জাতিক মঞ্চে জোরাল প্রতিবাদ জানিয়ে আসছি।

এরপর প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা সরকার গঠনের পর থেকেই মহান মুক্তিযুদ্ধে সংগঠিত গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে কূটনৈতিক পর্যায়ে নানান পদক্ষেপ চালিয়েছি। এরই ফলশ্রুতিতে, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে চালানো হত্যাযজ্ঞকে গণহত্যা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য গত বছরের ১৪ অক্টোবর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদে (হাউস অব রিপ্রেজেন্টিভস) একটি প্রস্তাব আনা হয়। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছেন ওহিও অঙ্গরাজ্যের কংগ্রেসম্যান স্টিভ চ্যাট এবং ক্যালিফোর্নিয়ার কংগ্রেসম্যান রো খান্না। পরবর্তীতে কো-স্পন্সর হিসেবে যোগ দিয়েছেন ক্যালিফোর্নিয়ার ক্যাটি পোর্টার এবং নিউজার্সির ট ম্যালিনোস্কি।

প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, কংগ্রেসম্যানদের উত্থাপিত প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য প্রতিনিধি পরিষদের পররাষ্ট্রবিষয়ক কমিটির কাছে পাঠিয়েছে। প্রস্তাবটি যাতে বিবেচিত হয় সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ ঐকান্তিক কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মার্কিন আইনপ্রণেতাদের উত্থাপিত এই প্রস্তাবটি বর্তমান সরকারের কূটনৈতিক সফলতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ প্রস্তাবের মাধ্যমে শুধু বাংলাদেশ রাষ্ট্রকেই নয় বরং স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অগণিত মানুষের আত্মত্যাগ বিশেষত মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের ও বীরঙ্গনা মা-বোনদের সম্মানিত করা হয়েছে।

শিশুদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিটি শিক্ষার্থীকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে স্কাউট আন্দোলন জোরদার করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেছেন, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও 'স্মার্ট দেশের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য শিশুদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

তিনি বলেন, 'আমি প্রতিটি শিশুকে দেশের একজন যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। স্কাউটদের নৈতিক ও জীবনমুখী শিক্ষা দিয়ে, সেবা দেয়ার মানসিকতা সম্পন্ন করে দেশপ্রেমিক ও সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি চাই আমাদের দেশটা আরো চমৎকারভাবে গড়ে উঠুক যেখানে মাদক, সন্ত্রাস ও উগ্রবাদের কোনো স্থান হবে না। দেশ সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাসমুক্ত থাকবে। কাজেই বাংলাদেশে যে শিশুরা বড় হবে তারা উদার মন নিয়ে বড় হবে, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে এবং দেশকে সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা কাজ করবে। গাজীপুরের মৌচাকের জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৩২তম এশিয়া-প্যাসিফিক এবং ১১তম জাতীয় স্কাউট জাম্বুরী ২০২৩-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এ কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্কাউটিং নতুন প্রজন্মকে নৈতিক ও জীবনধর্মী প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এর মাধ্যমে তরুণদের মাঝে আধুনিক, প্রগতিশীল ও সৃজনশীল গুণাবলী বিকশিত হয়। ফলে স্কাউট সদস্যরা সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত হচ্ছে এবং সচেতন দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তুলছে।

সাগরদাঁড়িতে সপ্তাহব্যাপী 'মধুমেলা' শুরু

ঢাকা, ২৫ জানুয়ারি বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ১৯৯তম জন্মবার্ষিকী। এ উপলক্ষে কবির জন্মস্থান যশোরের কেশবপুরের সাগরদাঁড়িতে বর্ণাঢ্য আয়োজনে আজ থেকে শুরু হচ্ছে 'মধুমেলা'। সাতদিনের এ মেলা চলবে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত।

সাংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ মেলা উদ্বোধন করবেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কেএম খালিদ। প্রতিবছর এ মেলার আয়োজন হয়ে থাকলেও করোনার কারণে গত দুই বছর ছন্দপতন ঘটেছিল। ফলে এবারের মেলা নিয়ে যশোর ও আশপাশের এলাকার মানুষের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে।

মধুকবির জন্মভিটা, মেলা প্রাঙ্গণ ও আশপাশের এলাকা বর্ণিল সাজে সাজানো হয়েছে। মেলায় গ্রামীণ হাজারো পণ্যের সমাহারের পাশাপাশি থাকছে সার্কাস, যাদু প্রদর্শনী, নাগরদোলা, কৃষিমেলা। এছাড়া প্রতিদিনই মেলা প্রাঙ্গণে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন ও সৃষ্টি নিয়ে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

মধুপল্লীর কাস্টডিয়ান মো. হাসানুজ্জামান বলেন, মেলা উপলক্ষে মধুপল্লী সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। মেলায় ঘোরাঘুরির পাশাপাশি দর্শনার্থীরা কবির ভাস্কর্য, পুসৃতিস্থল, কাছারিবাড়ি, কবি পরিবারের আসবাবপত্র দেখতে পারবেন।

কেশবপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মধুমেলা উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব এমএম আরাফাত হোসেন বলেন, মধুমেলা আয়োজনে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। সাতদিনের অনুষ্ঠানমালায় যশোর ও কেশবপুরের লেখক, কবি, সাহিত্যিক ছাড়াও দেশবরেণ্য কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীরা অংশ নেবেন।

২০২৩ সাল হবে গুজব-অপপ্রচারের বছর : মোস্তফা জব্বার

ঢাকা, ২৫ জানুয়ারি : ২০২৩ সাল হবে গুজব-অপপ্রচারের বছর বলে মন্তব্য করেছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার। তিনি বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন- দেশে গুজব ও অপপ্রচার বেড়েছে। আমরাও আশঙ্কা করছি এ বছর সবচেয়ে বেশি গুজব হবে। এ অবস্থায় আমাদের সবাইকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে।'

বুধবার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত জেলা প্রশাসক (ডিসি) সম্মেলনে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, 'গুজব রোধে আমাদের সবচেয়ে বেশি নজর দিতে হবে। আমরা যেন গুজবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারি, জেলা প্রশাসকদের সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে। আপনারা সোশ্যাল মিডিয়ায় গুজব দেখেন, বিটিআরসিতে জানালেই আমরা ব্যবস্থা নিতে পারি।'

অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

'আজরাইলের' গল্প দিয়ে আ.লীগের সময় শেষ হওয়ার কথা বললেন ফখরুল

ঢাকা,ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের সময় শেষ হয়ে এসেছে বলে দাবি করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তাঁর দৃষ্টিতে কীভাবে সময় শেষ হয়েছে, তা বোঝাতে দলীয় নেতা-কর্মীদের ধর্মে উল্লিখিত ফেরেশতা 'আজরাইলকে' ঘিরে একটি গল্প শোনালেন তিনি।

আজ বুধবার নয়াপল্টনে দলীয় সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মির্জা ফখরুল ইসলাম এই গল্প বলেন। তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি আত্মহত্যা করার জন্য নদীতে ঝাঁপ দিতে যান। হঠাৎ পেছন থেকে আজরাইল তাকে টেনে ধরে। এ সময় ওই ব্যক্তি আজরাইলের কাছে জানতে চান, কেন তাকে বাঁচানো হলো। আজরাইল তাঁকে বলেন, তোমার সময় তো শেষ হয়নি। ওই ব্যক্তি বললেন, আমি বাঁচতে চাই না, আমার অনেক অভাব। এ কথা শুনে আজরাইল তাঁকে গ্রামে গিয়ে ডাক্তারি করার পরামর্শ দেন। সেই ব্যক্তি অবাক হয়ে বললেন, আমি তো ডাক্তারি করতে জানি না। উত্তরে আজরাইল তাঁকে একটি বুদ্ধি শিখিয়ে দিলেন।

'আজরাইল ওই ব্যক্তিকে বললেন, তোমার কাছে কোনো রোগী এলে আমি যদি তাঁর পায়ের কাছে দাঁড়াই, তাহলে তুমি বুঝবে যে সে আরও অনেক দিন বাঁচবে। এটা দেখে তাকে যেকোনো ওষুধ দিলেও সে ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু যদি রোগীর মাথার কাছে দাঁড়াই, তাহলে বুঝবে যে ওই রোগীর সময় শেষ, সে আর বাঁচবে না। তখন তুমিও বলে দেবে যে রোগী বেশি দিন বাঁচবে না। এই পরামর্শ পেয়ে ওই ব্যক্তি গ্রামে চলে যান। এরপর সেখানে ডাক্তারি করে অনেক অর্থসম্পদ উপার্জন করেন। এরপর একদিন দুপুরে খাওয়ার পর ওই ব্যক্তি শুয়ে ছিলেন। এমন সময় আজরাইল তাঁর মাথার কাছে এসে দাঁড়ায়। এতে সে ভয় পেয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে শুয়ে পড়ে যেন আজরাইল তাঁর পায়ের কাছে থাকে। এ রকম তিন-চারবার করার পরে আজরাইল তার কাছে জানতে চান, সে এমন করছে কেন? এটা শুনে সে বলে, আমি তো সুস্থ, তুমি এখানে কেন এসেছ? জবাবে আজরাইল তাঁকে বলে, তুমি যতই সুস্থ থাকো আর ঘুরে শুয়ে থাক, এতে কোনো লাভ হবে না। কারণ, তোমার সময় শেষ হয়ে এসেছে।'

২০০৮ সালের নবম সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে আওয়ামী লীগ। এবার টানা তৃতীয় মেয়াদে সরকার পরিচালনা করছে দলটি। চলতি বছরের শেষ দিকে বা আগামী বছরের প্রথমেই জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। গত এক যুগের বেশি সময়ে কয়েক দফায় সরকার পতনের আন্দোলনে নেমেও সফলতা পায়নি বিএনপি। এবারও দলটি নির্দলীয় সরকারের অধীনে ছাড়া নির্বাচনে না যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে।

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের দাবিতে ধারাবাহিক কর্মসূচি পালন করে আসছে বিএনপি। তাদের আন্দোলন নিয়ে নানা ধরনের ব্যঙ্গবিদ্রূপ করছেন আওয়ামী লীগের নেতারা। দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের আজও দলীয় এক কর্মসূচিতে বলেছেন, বিএনপির ১০ দফা দাবি ভুয়া। এই দাবি বাংলাদেশের মানুষ মানে না। তিনি বলেছেন, এখন বিএনপির আন্দোলনে গতি নেই, নেতা বাড়ছে, কর্মীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে, আন্দোলনে জনসাধারণ নেই।

জনসাধারণ ছাড়া গণ-আন্দোলনের মতো অবাস্তব বিষয় উচ্চারণ করে লাভ নেই বলে মন্তব্য করেন সড়ক পরিবহনমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

তবে সরকার পতনের দাবিতে আন্দোলনে অবিচল বিএনপি আজকের সমাবেশ থেকেও নতুন কর্মসূচি দিয়েছে। ক্ষমতাসীনেরা বিরোধী দলের পাল্টা কর্মসূচি দেওয়ার প্রতিবাদে আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি দেশের বিভাগীয় শহরে বিক্ষোভ-সমাবেশের ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি।

মির্জা ফখরুল ইসলাম বলেন, 'আমরা যখন কর্মসূচি দিই, তখন আওয়ামী লীগ পাল্টা কর্মসূচি দেয়। এদের এত ভয়, নিজেদের ওপর এত আস্থার অভাব, এই ভয়ে তারা কর্মসূচি দেয়। নিজেদের ওপর কোনো আস্থা নেই তাদের।'

পৃথিবীতে কোনো স্বৈরচারী সরকার এমনি এমনি যায়নি উল্লেখ করে বিএনপির মহাসচিব বলেন, 'এরা এমনি এমনি যায় না। আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সরাতে হবে। আমাদের আন্দোলন চলতেই থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আওয়ামী লীগ সরকার সরছে।'

www.jonmobhumi.com

দেশের সর্বশেষ খবর

অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

রুপেরা রুপদেশ

সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে রোহিঙ্গা

ঢাকা, ২৩ জানুয়ারি : রোহিঙ্গা সংকট ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে। একদিকে মিয়ানমার তাদের নাগরিকদের ফিরিয়ে নিতে গড়িমসি করছে। অন্যদিকে ক্যাম্প থেকে পালিয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে রোহিঙ্গারা। চলতি মাসেই সাড়ে সাত শর বেশি রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে পালিয়ে অন্যত্র যাওয়ার পথে ও জালিয়াতি করে পাসপোর্ট বানাতে গিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আটক হয়। খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি, মাদক ব্যবসাসহ নানা অপরাধ কর্মকান্ডেও জড়িয়ে পড়ছে মিয়ানমারের এই নাগরিকরা। আর টাকার বিনিময়ে রোহিঙ্গাদের জাল পাসপোর্ট, জাতীয় পরিচয়পত্র ও জন্মনিবন্ধন সনদ তৈরি করে পালাতে সহায়তা করছে কিছু অসাধু বাংলাদেশি।

গত ১৮ জানুয়ারি কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফের বিভিন্ন আশ্রয়শিবির থেকে পালিয়ে বের হয়ে টঙ্গীতে বিশ্ব ইজতেমায় যাওয়ার পথে ৭৫৯ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আটক করে পুলিশ। কক্সবাজার শহরের জেল গেট এলাকা থেকে গাড়িবহরটি আটক করা হয়। আটক রোহিঙ্গাদের বড় অংশই আর ক্যাম্পে ফিরত না বলে ধারণা করছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। পরদিন ১৯ জানুয়ারি নোয়াখালীর হাতিয়ার ভাসানচর আশ্রয়ণ প্রকল্প এলাকা থেকে পালিয়ে এসে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চরএলাহী ইউনিয়নে স্থানীয়দের হাতে আটক হয় তিন রোহিঙ্গা। একই দিনে জালিয়াতি করে জন্মসনদ বানিয়ে পাসপোর্ট করতে গিয়ে কুড়িগ্রাম পাসপোর্ট অফিসে আটক হয় দুই রোহিঙ্গা তরুণী। মানবিক দিক বিবেচনা করে সাময়িক সময়ের জন্য বাংলাদেশ সরকার প্রায় সাড়ে ১১ লাখ রোহিঙ্গাকে নির্দিষ্ট এলাকায় আশ্রয় দিলেও তারা এখন জনবহুল দেশটির জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্যাম্প থেকে পালিয়ে মিশে যেতে চাইছে দেশের মূল জনস্রোতে। ২০২২ সালেও অসংখ্য রোহিঙ্গা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আটক হয়। গত বছরের ১৮ ডিসেম্বর মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে এনা পরিবহনের বাস থেকে ১৬ রোহিঙ্গা আটক হয়। ১৪ ডিসেম্বর মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে আটক হয় ৮ রোহিঙ্গা। ২৪ নভেম্বর কক্সবাজারের উখিয়ার থানা গেট এলাকা থেকে দুটি বাসসহ ৯১ রোহিঙ্গাকে আটক করে পুলিশ। ভাসানচর আশ্রয়ণ প্রকল্প থেকে পালিয়ে আসা সাত রোহিঙ্গাকে দুই দালালসহ নোয়াখালীর সুবর্ণচরের মোহাম্মদপুর ইউনিয়ন থেকে ৩১ অক্টোবর রাতে আটক করে স্থানীয়রা। ২৪ অক্টোবর কক্সবাজারের ঈদগাঁওয়ের করিম সিকদার ফিলিং স্টেশনের সামনে থেকে জাল জন্মসনদ ও পাসপোর্টসহ এক রোহিঙ্গা আটক হয়। ১৮ সেপ্টেম্বর ভুয়া পরিচয় ব্যবহার করে পাসপোর্ট করতে গিয়ে মানিকগঞ্জ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে ধরা পড়ে দুই রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ। স্থানীয় এক দালালের সঙ্গে ১ লাখ টাকার চুক্তিতে পাসপোর্ট করতে যান বলে জানান রোহিঙ্গা তরুণী। ২৩ আগস্ট বিকালে বিমানযোগে ঢাকায় যাওয়ার সময় কক্সবাজার বিমানবন্দরে ১১ রোহিঙ্গা আটক হয়। ২ আগস্ট রাত পৌনে ১টায় ভাসানচর থেকে পালিয়ে আসা নারী-শিশুসহ সাত রোহিঙ্গা নোয়াখালীর সুবর্ণচরে আটক হয়। ২০ জুলাই রাতে নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চরএলাহী ইউনিয়নে একটি খালপাড় থেকে ১৯ রোহিঙ্গাকে আটক করে স্থানীয়রা। ২৩ মে বাংলাদেশের নাগরিক সেজে চট্টগ্রামের মনসুরাবাদ পাসপোর্ট অফিসে পাসপোর্ট করতে গিয়ে আটক হন এক রোহিঙ্গা তরুণী। ৩ ফেব্রুয়ারি মনসুরাবাদ পাসপোর্ট অফিসে পাসপোর্ট করতে গিয়ে আটক হন আরমান নামে এক রোহিঙ্গা যুবক। তার কাছে ভেরিফায়েড জন্মনিবন্ধন সনদ পাওয়া যায়। গত পাঁচ বছর ধরেই দেশের বিভিন্ন এলাকায় রোহিঙ্গা আটকের খবর পাওয়া যাচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কথাবার্তা ও চলাফেরায় সন্দেহ হওয়ায় আটক হয়েছে এসব রোহিঙ্গা। এ নিয়ে জানতে চাইলে ক্যাম্প থেকে রোহিঙ্গাদের পালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, রোহিঙ্গারা ছড়িয়ে পড়লে বাংলাদেশের জন্যই বিপদ। কিন্তু অনেক বাঙালিই রোহিঙ্গাদের চাকরি দিচ্ছে। রোহিঙ্গাদের নির্ধারিত এলাকার মধ্যে রাখতে তারকাঁটা দিয়ে ঘেরা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অনেক স্থানে তারকাঁটার বেড়া কেটে ফেলেছে। ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন কিছু না। চেহারা, রং ও ভাষায় মিল থাকায় তাদের চিহ্নিত করাও সহজ না। নানাভাবে পুলিশের চেকপোস্ট ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে আসছে। আমরা চেকপোস্টগুলোতে নজরদারি বাড়ানোর জন্য সবসময় তাগিদ দিচ্ছি। কক্সবাজারে কাজ করা বিভিন্ন এনজিও কর্মকর্তা ও স্থানীয়দের মতে, অনেক রোহিঙ্গা পুরোপুরি শুদ্ধ বাংলায় কথা বলতে পারে। তারা সহজেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। গত চার বছরে ক্যাম্প থেকে অসংখ্য রোহিঙ্গা পালিয়ে গেছে। ফের শুমারি করলে সংখ্যাটি পরিষ্কার হবে। ভাষাগত মিল থাকায় পালানো রোহিঙ্গাদের বড় একটি অংশ চট্টগ্রাম অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে পারে। কেউ আবার সমুদ্রপথে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে। পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে ক্যাম্পে ফেরত এসেছে অনেকে। জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থার (ইউএনএইচসিআর) হিসাবে, শুধু ২০২২ সালেই সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি রোহিঙ্গা পালিয়ে সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। প্রসঙ্গত, মিয়ানমারে নির্যাতনের শিকার হয়ে ২০১৭ সালের ২৫ আগস্টের পর ৭ লাখ ৭৩ হাজার ৯৭২ জন রোহিঙ্গা পালিয়ে বাংলাদেশে আসে। ২০১৬ সালের অক্টোবরে আসে প্রায় ৮৭ হাজার। এর আগে থেকে বাংলাদেশে নিবন্ধিত-অনিবন্ধিত মিলিয়ে প্রায় আড়াই লাখ রোহিঙ্গা ছিল। তিন বছর আগেই বাংলাদেশে আসা ১১ লাখ ২০ হাজার রোহিঙ্গার বায়োমেট্রিক ও তথ্য সংগ্রহ করেছে নির্বাচন কমিশন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হিসাবে প্রতি বছর গড়ে ৩০ হাজার রোহিঙ্গা শিশু জন্ম গ্রহণ করছে। সেই হিসাবে এখন রোহিঙ্গার সংখ্যা সাড়ে ১২ লাখ ছাড়িয়ে যাওয়ার কথা।

পবিত্র শবে মেরাজ ১৮ ফেব্রুয়ারি

ঢাকা, বাংলাদেশের আকাশে রজব মাসের চাঁদ দেখা গেছে। গতকাল সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা যাওয়ায় আজ মঙ্গলবার থেকে ১৪৪৪ হিজরি সালের রজব মাস গণনা শুরু হবে। পবিত্র শবেমেরাজ পালিত হবে আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি (২৬ রজব) শনিবার দিনগত রাতে। গতকাল সন্ধ্যায় বায়তুল মোকাররমে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. মুনিম হাসান। 'শবেমেরাজ' অর্থ ঊর্ধ্ব গমনের রাত। ২৬ রজব দিনগত রাতে ঊর্ধ্বাকাশে ভ্রমণ করে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহতায়ালার সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন। তাই শবেমেরাজ মুসলমানদের কাছে বিশেষ মর্যাদার। ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা নফল ইবাদত-বন্দেগির মধ্য দিয়ে এ মূল্যবান রাত কাটান। শবেমেরাজের দিন বাংলাদেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। তবে সরকারি প্রতিষ্ঠানে এ দিন ঐচ্ছিক ছুটি।

দিল্লিতে জি-২০ সম্মেলনে 'গেস্ট কান্ট্রি' বাংলাদেশ

ঢাকা, শিল্পোন্নত দেশগুলোর জি-২০ জোটে বাংলাদেশ সদস্য নয়। তবে শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজক দেশ ভারত সদস্য দেশগুলোর বাইরেও বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের নয়টি দেশকে 'গেস্ট কান্ট্রি' হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এসব দেশের প্রতিনিধিরা জি-২০ সম্মেলনের বিভিন্ন বৈঠকে অংশ নিচ্ছেন। সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠেয় সম্মেলনে যোগ দেবেন ওই সব দেশের শীর্ষ নেতা। দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে 'গেস্ট কান্ট্রি'র মর্যাদা পেয়েছে বাংলাদেশ। ফলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের লক্ষ্যে সেপ্টেম্বরে ভারত সফরে যেতে পারেন। এতে করে দ্বিপক্ষীয় আলোচনারও সুযোগ সৃষ্টি হবে। জি-২০ সম্মেলনের সমন্বয়কারী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা বলেছেন, জি-২০ প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া বাংলাদেশের জন্য বৈশ্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার অংশ হওয়ার এক অনন্য সুযোগ।

ভারত ১ ডিসেম্বর ২০২২ থেকে ৩০ নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত জি-২০ সভাপতির দায়িত্ব পালন করবে। ইন্দোনেশিয়ার কাছ থেকে এক বছরের জন্য এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছে ভারত। জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন নিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি খুবই উচ্চাশা পোষণ করেন। তিনি একতাবদ্ধতার প্রতি জোর দিয়েছেন। এ কারণে জি-২০ সামিটের স্লোগান করা হয়েছে, 'এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ'।

'ডান্ডা মারা তো শুরুই হয় নাই'

আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য মৃণাল কান্তি দাস বলেছেন, বিএনপি ২০০৮ সালে, ২০১৪ সালে সরকার হটাতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি।

বিএনপির উদ্দেশে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য মৃণাল কান্তি দাস বলেছেন, 'আরে মিয়া সাহেবেরা বহু দেখেছি।...মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর হুংকার দিচ্ছে। ডান্ডা মারা তো শুরুই হয় নাই। এখনই হাসপাতালে ভর্তি হন। আর বাকি দিন তো পড়েই রয়েছে।'

গতকাল রোববার জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আনা ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ নিয়ে মৃণাল কান্তি দাস এসব কথা বলেন।

বিএনপির আন্দোলনের সমালোচনা করে মৃণাল কান্তি দাস বলেন, 'বিএনপি ২০০৮ সালে, ২০১৪ সালে সরকার হটাতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পারেনি। শেষে আপনাআপনি লেজ গুটিয়ে...ঘরে ফিরে গেছে। এইবারও স্পর্ধা দেখাচ্ছে। মাঝে মাঝে হুংকার দিচ্ছে, ধমক দিচ্ছে, দেখিয়ে দিবে। বিচার করবে, ফাঁসি দেবে।'

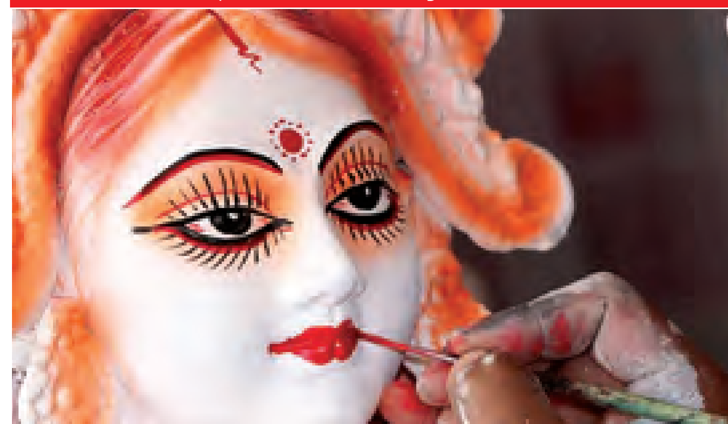

ঢাবিতে চলছে সরস্বতী পূজার প্রস্তুতি

ঢাকা, উৎসবমুখর পরিবেশে আড়ম্বরে সরস্বতী পূজার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ক্যাম্পাসের জগন্নাথ হলে ৭৩টি মণ্ডপে পূজা আয়োজনের প্রস্তুতি ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৬ টায় প্রতিমা স্থাপনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে পূজার কার্যক্রম শুরু হবে বলে জানা গেছে।

সনাতন ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, জ্ঞান ও বিদ্যার দেবী সরস্বতী। বছরব্যাপী জ্ঞানবৃদ্ধি ও বৈশ্বিক মঙ্গল কামনায় বিদ্যাদেবীর আরাধনা করেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষেরা।

ঐতিহ্যগতভাবে জগন্নাথ হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ আশেপাশে বসবাসরত হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের পূজার প্রধান স্থল। এ এলাকার পূজার প্রধান আয়োজন জগন্নাথ হলকে ঘিরেই আয়োজন হয়। বুধবার সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের পক্ষ থেকে হলের খেলার মাঠজুড়ে মণ্ডপ তৈরি করা হয়েছে। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে কারু ও মৃৎশিল্পীদের সাথে হাত লাগিয়েছেন শিক্ষার্থীরাও। পূজা ঘিরে জগন্নাথ হলের দুই পাশের ফটক ও রাস্তায় আলোকসজ্জার কাজও সেরে নেওয়া হয়েছে। অন্যান্য বছরের মতো এবারও জগন্নাথ হলের পুকুরের মাঝে বসানোর জন্য দৃষ্টিনন্দন প্রতিমা তৈরি করছে চারুকলা অনুষদ।

চারুকলার ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের তত্ত্বাবধানে প্রতিমাটি তৈরি হচ্ছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বাণী অর্চনা, আরতি ও ভক্তদের পুষ্পাঞ্জলি মাধ্যমে পূজার আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হবে।

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে বিগত বছরে ছোট পরিসরে পূজা পালন হয়েছিলো। এ বছর বড় পরিসরে বিদ্যাদেবীর উপাসনা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ ও পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি অধ্যাপক মিহির লাল সাহা। তিনি বলেন, বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৬ টায় প্রতিমা স্থাপনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে পূজার কার্যক্রম শুরু হবে। এরপর সাড়ে ৭ টায় বাণী বন্দনা এবং ৮টা ১০মিনিটে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হবে। এছাড়া, সাড়ে ১১ টায় প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে পূজার কাজ শেষ হবে। পূজা সবার জন্য 'উন্মুক্ত' থাকবে বলেও জানান তিনি।জগন্নাথ হল ছাড়াও ছাত্রীদের জন্য রোকেয়া হল, শামসুন্নাহার হল, সুফিয়া কামাল হল, কুয়েত মৈত্রী হলে বীণাপাণির আরাধনায় বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে। পূজার নিরাপত্তায় হল চত্বরের বিভিন্ন স্থানে সিসি ক্যামেরা (ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরা) স্থাপন করা হয়েছে।

সম্প্রীতির সুমহান ঐতিহ্যকে সুদৃঢ় করতে নিজ নিজ অবস্থান থেকে অবদান রাখতে হবে : রাষ্ট্রপতি

ঢাকা,রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ বলেছেন, দেশে বিদ্যমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সুমহান ঐতিহ্য আরও সুদৃঢ় করতে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে অবদান রাখতে হবে। তিনি সরস্বতী পূজা উপলক্ষে আজ এক বাণীতে এ কথা বলেন।কাল বৃহস্পতিবার 'হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম ধর্মীয় অনুষ্ঠান শ্রী শ্রী সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি দেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। আবহমান কাল থেকে এ দেশের মানুষ পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের মধ্যদিয়ে নিজ নিজ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করে আসছে।

তিনি বলেন, সরস্বতী পূজা বাংলাদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি ধর্মীয় উৎসব। জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বাণী অর্চনার এই আবহ দেশব্যাপী বিস্তৃত। জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়ে দেশের প্রতিটি মানুষ সাম্প্রদায়িকতা, অজ্ঞানতা, কূপমূন্ডকতা থেকে মুক্ত হয়ে একটি কল্যাণকর ও উন্নত সমাজ গঠনে এগিয়ে আসবে-এটাই সকলের প্রত্যাশা। আবদুল হামিদ বলেন, সরস্বতী পূজা বাঙালির একটি অনন্য উৎসব। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ উৎসব ছড়িয়ে পড়ে বাংলার ঘরে ঘরে। দেশে বিদ্যমান সম্প্রীতির এই সুমহান ঐতিহ্যকে আরো সুদৃঢ় করতে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে অবদান রাখতে হবে। 'আমি আশা করি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ার পরিক্রমায় একটি উন্নত, সমৃদ্ধ, আধুনিক ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হবো।'

জন্মভূমির এ সপ্তাহের কার্টুন

নামাজের সময়সূচী

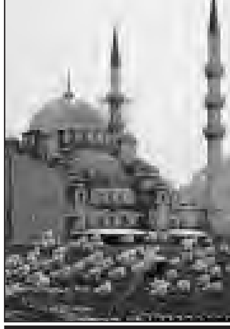

তারিখ:	ফজর	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
২৬ জানুয়ারী	০৫;৪৭	১১;৪৯	০২;৪৭	০৪;২৮	০৫;৫০
২৭ জানুয়ারী	০৫;৪৭	১১;৪৯	০২;৪৭	০৪;২৮	০৫;৫০
২৮ জানুয়ারী	০৫;৪৯	১১;৫০	০২;৪৮	০৪;২৮	০৫;৫০
২৯ জানুয়ারী	০৫;৫০	১১;৫০	০২;৪৮	০৪;২৯	০৫;৫১
৩০ জানুয়ারী	০৫;৫০	১১;৫১	০২;৪৮	০৪;২৯	০৭;৫১
৩১ জানুয়ারী	০৫;৫১	১১;৫২	০২;৪৮	০৪;২৯	০৫;৫১
০১ ফ্রেব্রুয়ারী	০৬;৫২	১১;৫২	০২;৪৮	০৪;২৯	০৫;৫২

পূজার সময়সূচী

কুইন্সের সকল হিন্দু মন্দিরের সময়সূচী

সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত
সকাল ৭টায় আরতী ও ভোরের পূজা
সন্ধ্যা ৭টায় আরতী ও সন্ধ্যা পূজা
(তাছাড়া প্রতিদিনই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পুরোহিতগণ পূর্ণ্যার্থীদের অনুরোধে নিয়মিত পূজা অর্চ্চনা করেন)।

বৌদ্ধ পূজার সময়সূচী

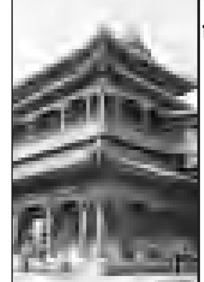

মন্দির খোলা থাকে সকাল ৮টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত

ভোরের প্রর্থনা ভোর ৬টায়
দুপুরের প্রর্থনা দুপুর ১২টায়
সন্ধ্যা প্রর্থনা সন্ধ্যা ৬টায়
(তাছাড়া প্রতিদিনই পূর্ণ্যার্থীদের অনুরোধে নিয়মিত প্রত্যহিক পূজা করা হয়)।

চার্চে প্রার্থনার সময়সূচী

নিউ ইয়র্ক এলাকার প্রায় সব গীর্জাই খোলা থাকে সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত

রবিবারের প্রার্থনা সকাল ১১টায় বিশেষ প্রার্থনা হয় মধ্যরাতে
(তাছাড়া প্রতিদিনই পূর্ণ্যার্থীদের সমাগম ঘটে এবং প্রার্থনা সভা হয় প্রতি চার্চেই)

www.jonmobhumi.com

অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

অসাম্প্রদায়িক চেতনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নেতাজী ও বঙ্গবন্ধু: ঢাবি উপাচার্য

ঢাকা, দেশপ্রেমের অমলিন চেতনায় নেতাজী ও বঙ্গবন্ধু অসাম্প্রদায়িক দেশ গড়ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। এমন মন্তব্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান।

অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোধা নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৬তম জন্মবর্ষ উপলক্ষে মঙ্গলবার (২৪ জানুয়ারি) 'দেশপ্রেমের অমলিন চেতনায় নেতাজী ও বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা কথা বলেন। দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) মিলনায়তনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ড. আখতারুজ্জামান বলেন, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নিয়ে পরাধীন ভারতবর্ষকে মুক্ত করার সংগ্রাম করেছিলেন। আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের আপামর জনসাধারণকে মুক্তি সংগ্রামের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন। উপাচার্য আরও জানান, মহান এই দুই নেতার সংগ্রামের অজানা নানা অধ্যায় তরুণ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে এ ধরনের আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের পক্ষে 'বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের ঐতিহ্যিক পরম্পরায় দুই মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীর প্রভাব' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন বরেণ্য নেতাজী বিশেষজ্ঞ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। তিনি বলেন, নেতাজী-নজরুল-রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গবন্ধু অখণ্ড বাঙালির গৌরব। সমকালীন জাতপাতের সংকট দূও করতে হলে এই চিরস্মরণীয় বাঙালিদের আদর্শেও যুগপৎ চর্চা অত্যন্ত জরুরি। আর এ ধরনের চর্চার মধ্যদিয়েই বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক পদ্মা নদীতে নির্মিত সেতুর মতোই সুদৃঢ় হবে বলে আমার বিশ্বাস।'

আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, সংসদ সদস্য ইকবাল হোসেন সবুজ, ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশনের মেয়র ইকরামুল হক টিটু এবং বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের পরিচালক ড. মো. মোফাকখারুল ইকবাল।

এর আগে অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৬তম জন্মবর্ষ উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব এবং পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম। অনুষ্ঠান আহ্বায়কের বক্তব্য রাখবেন পরিষদের সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. উত্তম কুমার বড়ুয়া। সবশেষে বরেণ্য রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা এবং তার দল সুরের ধারার শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

বিএনপির কথা জনগণ বিশ্বাস করে না : কাদের

ঢাকা, ২৫ জানুয়ারি : আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বিএনপির আন্দোলন জোয়ার থেকে ভাটায় নেমে গেছে। তাদের কথা বিশ্বাস করে না এদেশের জনগণ। ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী আয়োজিত সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন, বিএনপির কত হাকডাক, মির্জা ফখরুলের লালকার্ডের ফলাফল শূন্য। বিএনপি এখন পথহারা পথিকের মতো দিশেহারা।

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, বাকশাল একদলীয় নয়, সব দল ও মত নিয়ে জাতীয় দল। বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর কাছে আবেদন করে বাকশালের সদস্য হয়েছিলেন।

ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু আহমেদ মন্নাফীর সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া ও অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ, সাংগঠনিক সম্পাদক আফজাল হোসেন, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবিরসহ কেন্দ্রীয় ও মহানগর আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ।

রাজধানীতে জামায়াতের কুরআন পোড়ানোর প্রতিবাদ

ঢাকা, সুইডেনে মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল কুরআন পোড়ানোর প্রতিবাদে এবং দেশের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের দাবিতে রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে জামায়াতে ইসলামী। ঢাকা মহানগরী উত্তরের বিক্ষোভ মিছিল শেষে সমাবেশ চলাকালে পুলিশ ধাওয়া দিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দেয়ার চেষ্টা করে। এ সময় সেখান থেকে নয়জন জামায়াত কর্মীকে আটক করে পুলিশ।

ঢাকা মহানগরী উত্তর : রাজধানীর মিরপুর-১০ গোল চত্বর থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে শেওড়াপাড়া এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। সমাবেশ চলাকালে পুলিশ জামায়াত নেতাকর্মীদের ধাওয়া দেয়। এ সময় নয়জনকে আটক করে পুলিশ। এর আগে সমাবেশে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের সেক্রেটারি ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম বলেন, দেশে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ না থাকায় বিবর্তনবাদী কুলাঙ্গার ও নাস্তিক্যবাদীদের আত্মস্বীকৃত উত্তরসূরিরা নৈশভোটের সরকারের ঘাড়ে চেপে বসে জাতিকে ধর্মহীন, নাস্তিক ও উন্মাদ বানানোর গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন- কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের সহকারী সেক্রেটারি মাহফুজুর রহমান, নাজিম উদ্দিন মোল্লা ও ডা: ফখরুদ্দীন মানিক, ঢাকা মহানগরী উত্তরের কর্মপরিষদ সদস্য জামাল উদ্দীন, আতাউর রহমান সরকার, নাসির উদ্দীন, শহীদুল্লাহ, ছাত্রনেতা আব্দুল্লাহ আল মামুন প্রমুখ।

টঙ্গীতে ইজতেমা মাঠের ফটকে লাঠি হাতে সাদপন্থীদের পাহারা

ঢাকা,বিশ্ব ইজতেমা শেষে পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আজ বুধবার বিকেল পাঁচটার মধ্যে জেলা প্রশাসনের কাছে টঙ্গীর ইজতেমা মাঠ হস্তান্তরের কথা মাওলানা সাদ কান্ধলভির অনুসারীদের। তবে এর মধ্যেই মাওলানা জুবায়েরের অনুসারীরা মাঠে ঢুকে মাঠের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারেন, এমন আশঙ্কায় ইজতেমা মাঠের প্রতিটি ফটকে পাহারা বসিয়েছেন সাদপন্থীরা। আজ সকাল থেকেই এ দৃশ্য দেখা গেছে।

গত রোববার শেষ হয়েছে বিশ্ব ইজতেমার দ্বিতীয় পর্ব। তাবলিগ জামাতের দুই পক্ষের বিরোধের কারণে এবারও ইজতেমা হয়েছে দুই পর্বে। মাওলানা জুবায়েরের অনুসারীরা ইজতেমা পালন করেন ১৩ থেকে ১৫ জানুয়ারি। এরপর ১৭ জানুয়ারি প্রশাসনের কাছ থেকে মাঠ বুঝে নিয়ে দ্বিতীয় পর্বে ২০ থেকে ২৩ জানুয়ারি ইজতেমা পালন করেন মাওলানা সাদের অনুসারীরা। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আজ পুনরায় জেলা প্রশাসকের কাছে তাঁদের মাঠ হস্তান্তরের কথা।

সাদ অনুসারীদের ইজতেমা সমন্বয়কের দায়িত্বে থাকা মো. সায়েম প্রথম আলোকে বলেন, 'আজ বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত মাঠের দায়িত্ব আমাদের। সে জন্য আমাদের সাথিরাও অনেকে মাঠে অবস্থান করছেন। কিন্তু এর মধ্যেই আজ সকালে জুবায়ের অনুসারীদের কিছু লোক মাঠে ঢুকে মাঠ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। পরে আমাদের লোকজন কোনো প্রকার বিশৃঙ্খলায় না গিয়ে প্রশাসনের সহায়তায় তাঁদের বুঝিয়ে সেখান থেকে ফেরত পাঠিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা আবার আসতে পারেন বা বিশৃঙ্খলা করতে পারেন, এমন শঙ্কায় আমরা প্রতি ফটকে পাহারা বসিয়েছি।' মাওলানা সাদের অনুসারীরা আগামী বছর প্রথম পর্বে ইজতেমা পালন করবেন জানিয়ে সায়েম বলেন, 'তিন বছর ধরে তাঁরা (জুবায়েরপন্থী) আগে ইজতেমা করছেন।

'বিদ্বেষ ছড়াতে পাঠ্যপুস্তকে বিকৃত ইতিহাস উপস্থাপন': জামাত

ঢাকা, ২৫ জানুয়ারি : 'পাঠ্যপুস্তকে ইসলামবিরোধী বিকৃত ইতিহাস জাতির ধ্বংস ডেকে আনবে। ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানোর জন্য একটি গোষ্ঠী পাঠ্যপুস্তকে বিকৃত ইতিহাস, কাল্পনিক ছবি, মানুষকে বানর থেকে সৃষ্টি ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা ঘটিয়ে জাতিকে চরমভাবে বিভ্রান্ত করছে।'

আজ বুধবার সুন্নাত ওয়াল জামাত বাংলাদেশ আয়োজিত 'পাঠ্যপুস্তকে ভুল : একটি পর্যালোচনা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা এসব কথা বলেন। জাতীয় প্রেসক্লাবে এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুল আলিম রেজভীর সভাপতিত্বে এতে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন আহলে সুন্নাতের নির্বাহী মহাসচিব মুফতি আল্লামা আবুল কাশেম মুহাম্মদ ফজলুল হক। মুহাম্মদ আবদুল হাকিমের পরিচালনায় বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের মহাসচিব অধ্যক্ষ স উ ম আবদুস সামাদ, কলামিস্ট শাইখ উসমান গনী, সৈয়দ মুজাফফর আহমদ মুজাদ্দেদী, কাজী মুহাম্মদ ইসলাম উদ্দিন দুলাল, হেলাল উদ্দিন, মাওলানা মুহাম্মদ আখতার ফারুক প্রমুখ। বক্তারা বলেন, 'স্বাধীন সার্বভৌম ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশে ভিনদেশি ধর্মের আমদানির ষড়যন্ত্র কখনো ভালো কিছু বয়ে আনবে না। বরং দেশকে ধ্বংস ও অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করবে। পারিবারিকভাবে ধর্মীয় অনুশাসনকে বিলুপ্ত করতে পারলে নৈতিকতা শূন্য হলে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রভাব পড়বে।'

৪ ফেব্রুয়ারি বিভাগীয় সমাবেশের ঘোষণা বিএনপির

ঢাকা, কারান্তরীণ নেতাকর্মীদের মুক্তি, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের মূল্য কমানোসহ ১০ দফা দাবি আদায়ের দাবিতে আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি দেশের বিভাগীয় শহরগুলোতে সমাবেশ করার ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি।

বুধবার নয়া পল্টনে সমাবেশ থেকে এ কর্মসূচি ঘোষণা দেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। সরকারের পদত্যাগ ও নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারসহ ১০ দফা দাবি ও গণতন্ত্র হত্যা দিবস উপলক্ষে দেশব্যাপী বিক্ষোভ সমাবেশ করে বিএনপি সমমনা দলগুলো।

ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির আহ্বায়ক আবদুস সালামের সভাপতিত্বে ও ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্য সচিব আমিনুল হক ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সদস্য সচিব রফিকুল আলম মজনুর সঞ্চলনায় এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, মির্জা আব্বাস, ড. মঈন খান, বেগম সেলিমা রহমান, ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল আউয়াল মিন্টু, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আমান উল্লাহ আমান, জয়নুল আবেদীন ফারুক, সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ, প্রচার সম্পাদক শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানী, তথ্য বিষয়ক সম্পাদক আজিজুল বারী হেলাল, বিএনপি নেতা মীর সরাফত আলী সপু, ইশরাক হোসেন, তাবিথ আউয়াল, যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মোনায়েম মুন্না, মহিলা দলের হেলেন জেরিন খান প্রমুখ।

হেফাজতের ২০৩ মামলা শিগিগরই নিষ্পত্তি হচ্ছে

ঢাকা, ২৫ জানুয়ারি : হেফাজতে ইসলামের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা ২০৩টি মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করার উদ্যোগ নিয়েছে পুলিশ। সরকারের হাইকমান্ড থেকে নির্দেশনা পেয়ে পুলিশও কাজ শুরু করে দিয়েছে। গত এক মাসের ব্যবধানে অন্তত ১০ নেতা জামিন পেয়েছেন। তারা যে কোনো সময় কারামুক্ত হবেন বলে জানিয়েছেন সংগঠনটির নেতারা। তবে হেফাজতে ইসলামের সাবেক যুগ্ম-মহাসচিব মাওলানা মামুনুল হক আপাতত মুক্ত হচ্ছেন না। তার বিষয়ে সরকারের ইতিবাচক মনোভাব পাওয়া যায়নি।

Dr Sagar Baral D.D.S
Cosmetic Dentistry
আমরা বাংলায় কথা বলি

87-72 168th street Jamaica,NY 11432
Telephone: (718)297-9777

LAW OFFICE OF H. BRUCE FISCHER

H. BRUCE FISCHER
Attorney at Law

এপয়েন্টমেন্টের জন্য আজই যোগাযোগ করুন।

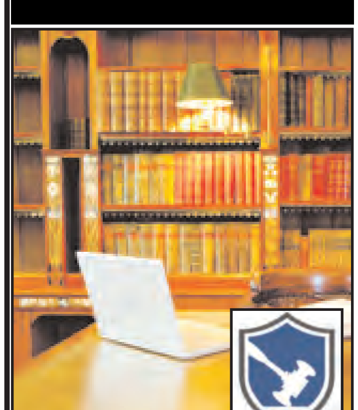

এক্সিডেন্ট (দুর্ঘটনা) কেইসেস
যে কোন ধরনের দুর্ঘটনা, যেমন গাড়ী,ট্রাক, সাবওয়ে. প্লেইন, কাজের জায়গাতে আঘাত হস্পিটালে ভুল চিকিৎসা কন্স্ট্রাকশন অথবা রাস্তায় পড়ে যাওয়ার দরুন আপনার বড় ধরনের ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারেন। এ ব্যাপারে আমরা আপনাদের সাহায্যে করতে সর্বদা প্রস্তুত।
Office:45 Rockefeller Plaza,Suite # 2088, NY 10111
Tel: 212-957-3634,
Cell: 646-752-6097

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমি
প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ
২৬ জানুয়ারী ২০২৩ ### ১২ মাঘ ১৪২৯ বাংলা

সম্পাদক	রতন তালুকদার
সহযোগী সম্পাদক	শিকদার হুমায়ূন কবীর
ঢাকা প্রতিনিধি	আবুল কালাম
কলকাতা প্রতিনিধি	সোমনাথ গাঙ্গুলী
ইউরোপ প্রতিনিধি	নুরুল ইসলাম বকুল
ক্যালিফোর্নিয়া প্রতিনিধি	ড.মিতুল বড়ুয়া
ওয়াশিংটন প্রতিনিধি	মাইকেল বিকাশ গোমেজ

সম্পাদকীয়

অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

দুর্নীতির বিস্তার,লুটপাটের সংস্কৃতি

গত বছর দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) সর্বোচ্চসংখ্যক ১১ হাজার ৭৯৬টি অভিযোগ সরাসরি জমা দিয়েছেন সাধারণ মানুষ। এছাড়া সরকারি দপ্তর ও সংস্থা থেকে ৯৬৭টি, বেসরকারি সংস্থা ও দপ্তর থেকে ৩৮৭টি, গণমাধ্যমে প্রচার ও প্রকাশিত প্রতিবেদন ১ হাজার ৩৫৪টি, দুদকের বিভাগীয় কার্যালয়ে ১ হাজার ৫৪৭টি, হটলাইন ও এনফোর্সমেন্ট বিভাগে ৫৮০টি এবং আদালত, ই-মেইল ও ফেসবুকসহ অন্যান্য সোর্স থেকে এসেছে আরও ২ হাজার ৭০৭টি অভিযোগ। তবে দুদকের পরিসংখ্যানমতে, ১৯ হাজার ৩৩৮টি অভিযোগের মধ্য থেকে অনুসন্ধানের জন্য আমলে নেওয়া হয়েছে মাত্র ৯০১টি। এ হিসাবে প্রাপ্ত মোট অভিযোগের শতকরা ৯৬ ভাগই অনুসন্ধানের জন্য আমলে নেয়নি দুদক। অবশ্য এক্ষেত্রে দুদদকের ভাষ্য হলো, প্রতিদিন নানা সোর্স থেকে দুদক কার্যালয়ে জমা হওয়া অভিযোগ নিয়ম অনুযায়ী যথাযথ প্রক্রিয়ায় পর্যবেক্ষণ ও যাচাই-বাছাই শেষে কমিশনের

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এ প্রেক্ষিতে জমাকৃত অনেক অভিযোগ তফশিলভুক্ত না থাকায় অনুসন্ধানের জন্য আমলে নেওয়া যায়নি। এ কথা সত্য-এমন অনেক অভিযোগ জমা পড়ে, যেগুলো দুদকের এখতিয়ারভুক্ত নয়। আবার ভিত্তিহীন কিংবা শত্রুতাবশত অভিযোগ জমা দেওয়ার ঘটনাও ঘটে থাকে। এক্ষেত্রে সামগ্রিক বিষয় ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলে একজন অভিযোগকারীর অভিযোগ কেন আমলে নেওয়া হলো না, সেটি তিনি জানতে পারবেন। এর ফলে দুদকের কাজের স্বচ্ছতা সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা পাবে সাধারণ মানুষ, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

উদ্বেগজনক হলো, দেশে দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের মাধ্যমে লুটপাটের যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, তা রাষ্ট্রের মূল ভিত নড়বড়ে করে দিচ্ছে। এ অবস্থায় দুর্নীতি বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। দারিদ্র্য বিমোচন, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, গড় আয়ু বৃদ্ধি এবং স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে মধ্যম আয়ের (উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় যেতে অগ্রগতি অর্জন) দেশে পরিণত হওয়াসহ অন্যান্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের অর্জন আশাপ্রদ হলেও দুর্নীতির ব্যাপ্তি সবকিছু গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে, যা থেকে মুক্তি পাওয়া জরুরি। বলার অপেক্ষা রাখে না, লাগামহীন দুর্নীতি ও অনিয়ম সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার খর্ব করছে এবং এর ফলে প্রান্তিক ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী ক্ষতির শিকার হচ্ছে। দুর্নীতি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মানুষের মৌলিক অধিকার অর্জনে বড় বাধা, তা বলাই বাহুল্য। এসব অধিকার রক্ষায় সরকারের আন্তরিক ভূমিকা কাম্য হলেও উদ্বেগের বিষয় হলো, এ ব্যাপারে সরকারের তরফ থেকে কার্যকর ও দৃশ্যমান শক্ত কোনো পদক্ষেপ লক্ষ করা যাচ্ছে না। বিশ্বব্যাপী দুর্নীতি নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠান ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের সর্বশেষ প্রকাশিত ধারণা সূচকে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ১৩তম। সরকারের উচিত-দলীয় বিবেচনার ঊর্ধ্বে উঠে দুর্নীতিবাজদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনা। এটা করা সম্ভব হলে দুর্নীতি কমবে; একই সঙ্গে দুর্নীতির মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়া অর্থ পাচারও বন্ধ হবে, যা দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করবে। দেশে যে হারে দুর্নীতি বিস্তার লাভ করছে, সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন চাইলে এর মূলোৎপাটন জরুরি। এ জন্য শক্ত হাতে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ও সদিচ্ছা থাকা প্রয়োজন। দেশ থেকে দুর্নীতি হটাতে হলে আইনের পাশাপাশি জনসচেতনতা গড়ে তোলাও প্রয়োজন। দেশের মানুষ যদি দুর্নীতির কুফল সম্পর্কে অবহিত হয়ে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, তবে সমাজ থেকে দুর্নীতি নির্মূল হবে বলে আশা করা যায়।

জন্মভূমি মিডিয়া ইন্‌ক কর্তৃক নিউইয়র্ক থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
WEEKLY JANMOBHUMI
Editor & President : Ratan Talukder
Published by Jonmobhumi Group Inc.,
37-39-74 Street ,Jackson Height- NY- 11372
Tel. : 718-380-6712, Cell: 646-327-7964; Fax : 646-935-1675
E-mail : Jonmabhumi@gmail.com
Website : www.Jonmobbhumi.com
Printed in U.S.A.

উপসম্পাদকীয়

সিন্ডিকেট না ভাঙলে অভিবাসন ব্যয় কমবে না

তাসনিম সিদ্দিকী

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ যে শুধু দুটো দেশের অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলছে, তা নয়। এটি বিশ্ব অর্থনীতিতেও বিভিন্ন রকম প্রভাব ফেলছে। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। করোনা মহামারির কারণে ধাক্কা খেয়েছিল আমাদের শ্রমবাজার। তবে কভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক অভিবাসন প্রবাহ ধীরে ধীরে বাড়ছে। বিএমইটির তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালে বাংলাদেশ থেকে মোট ৬,১৭,২০৯ জন বাংলাদেশি কর্মী কাজের উদ্দেশ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গেছেন। ২০২২ সালের নভেম্বর পর্যন্ত মোট ১০,২৯,০৫৪ জন বাংলাদেশি অভিবাসন করেন।

আগের ধারাবাহিকতায় ২০২২ সালেও সবচেয়ে বেশি সংখ্যক অভিবাসী গেছেন সৌদি আরবে। দেশটিকে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার হিসেবে ধরা হয়। ২০২২ সালের নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবে কাজে যোগদান করেন ৫,৭৫,৫০৭ জন, যা মোট অভিবাসনের ৫৬ শতাংশ। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অভিবাসন ঘটে ওমানে। উল্লেখযোগ্য গন্তব্য দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত, সিঙ্গাপুর। পরবর্তী দেশগুলো হলো যথাক্রমে মালয়েশিয়া ও কাতার। নারী অভিবাসনের ক্ষেত্রেও গন্তব্য দেশগুলোর মধ্যে গত বছর সৌদি আরবে নারী গেছেন সবচেয়ে বেশি।

বাংলাদেশের প্রায় সব জেলা থেকেই কমবেশি বিদেশে গেলেও কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নোয়াখালী, চাঁদপুর, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, সিলেট, ঢাকা ও নরসিংদীর অবস্থান শীর্ষে। সর্বাধিক সংখ্যক আন্তর্জাতিক অভিবাসন ঘটেছে কুমিল্লা থেকে, ৯.৬৬ শতাংশ। দ্বিতীয় বৃহত্তম অভিবাসনের উৎস এলাকা চট্টগ্রাম থেকে ৬.২০ শতাংশ অভিবাসন করেন। ৫.৭১ শতাংশ অভিবাসন করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে। নোয়াখালী, চাঁদপুর, টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ থেকে যথাক্রমে ৪.৩১ শতাংশ, ৪.১১ শতাংশ, ৩.৭৫ শতাংশ ও ৩.৪৩ শতাংশ অভিবাসন করেন।

গত বছরও অদক্ষ কর্মীর পরিমাণ বেড়েছে। ২০২২ সালে অদক্ষ কর্মীর অভিবাসনের হার ছিল ৭৮.৬৪ শতাংশ, যা ২০২১ সালে ছিল ৭৫.২৪ শতাংশ। গত বছরও সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স এসেছে সৌদি আরব থেকে, যা মোট রেমিট্যান্সের ১৮.৯৪ শতাংশ (৩.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে (৩.২ বিলিয়ন, ১৬.৭৭ শতাংশ)। এর পরের দেশগুলো যথাক্রমে সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাজ্য ও কুয়েত।

শ্রমবাজারে দক্ষ জনশক্তি নিশ্চিত করার পাশাপাশি অভিবাসন ব্যয় কমাতে হবে। চার বছর বন্ধের পর ২০২২ সালে পুনরায় মালয়েশিয়া বাংলাদেশি কর্মী গ্রহণ শুরু করেছে।

দুঃখজনক হলেও সত্য, এখানে সিন্ডিকেশন বন্ধ করা যায়নি। এসব সিন্ডিকেশন বন্ধ করা না গেলে অভিবাসন ব্যয় বেড়ে যাবে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগের জন্য বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া সরকারের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ২০২২-এর শুরুতে এই সমঝোতা স্মারকটি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া-সংক্রান্ত একটি খসড়া প্রস্তাব নিয়ে দুই দেশের মাঝে আনুষ্ঠানিক আলোচনাও শুরু হয়। মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে কর্মী নিয়োগে যাতে কোনো সিন্ডিকেট সুযোগ না পায় বা অবৈধ লেনদেন না হয়- এ বিষয়ে উভয় সরকার আলোচনা করে। সিন্ডিকেটের প্রভাব মালয়েশিয়া শ্রমবাজার ও অভিবাসন ব্যয়ে যাতে না পড়ে, তার জন্য বাংলাদেশ ২৭৫ এজেন্টের তালিকা সরবরাহ করলেও মালয়েশিয়া সরকার শ্রমিক নিয়োগের জন্য শুধু ২৫টি সংস্থাকে নির্বাচিত করে।

প্রায় ছয় মাস দুই দেশের সরকারের মধ্যে ক্রমাগত চিঠি আদান-প্রদানের পর গত বছরের জুন মাসে বাংলাদেশের প্রবাসীকল্যাণমন্ত্রী ইমরান আহমদ এবং মালয়েশিয়ার মানবসম্পদমন্ত্রী এম সারাভানানের উপস্থিতিতে ঢাকায় দুই দেশের একটি যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে মালয়েশিয়া সরকার তার পছন্দমতো এজেন্সির মাধ্যমে কর্মী নেবে- এ সিদ্ধান্তে পুনর্ব্যক্ত করে। সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে মালয়েশিয়া সরকার নতুন করে আরও ৫০টি রিক্রুটিং এজেন্সিকে কর্মী পাঠানোর জন্য নির্বাচিত করে। দেশে দেড় হাজার বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সি থাকা সত্ত্বেও সব মিলিয়ে মাত্র ৭৫টি এজেন্সি বর্তমানে কর্মী পাঠানোর অনুমতি পেয়েছে, যা নিয়ে বায়রার নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি।

মধ্যপ্রাচ্যে জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে যাওয়ায় আগের থেকে অভিবাসী কর্মীর চাহিদা বেড়েছে। ২০২২ সালে বোয়েসেল দক্ষিণ কোরিয়ায় ৫৫০০ দক্ষ অভিবাসী কর্মী পাঠিয়েছে, যা এই বছরের নারী অভিবাসনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দিক। গত বছরের ১৭ জুলাই পর্যন্ত পোল্যান্ডে অভিবাসন করেছেন ১০৩ জন। পূর্ব এশিয়ার দেশ জাপানেও শিক্ষানবিশ কর্মী যাওয়া শুরু হয়েছে। পূর্ব ইউরোপে বাংলাদেশিদের নতুন শ্রমবাজার রোমানিয়া, বুলগেরিয়া, মালদোবা যেখানে পুরুষ কর্মীর পাশাপাশি নারী কর্মীরও চাহিদা আছে। ইমারত নির্মাণ, জাহাজশিল্প, কৃষিকাজ, কলকারখানা, গার্মেন্টস, বেবি সিটিং ও রেস্তোরাঁয় কর্মী হিসেবে গত দুই বছরে সেখানে ১০ হাজারের বেশি বাংলাদেশি কর্মী গেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ট্রাফিকিং ইন পারসনস (টিআইপি) রিপোর্ট-২০২২ অনুসারে অভিবাসনের ব্যয় কিছুটা কমলেও

বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়

পাকিস্তান-বলিউড সম্পর্কের সুতা কি ছিঁড়ে গেছে?

সালমান জাফর

সারা বিশ্বে ভারতের হিন্দি সিনেমার তথা বলিউডের ছবির কোটি কোটি অনুরাগী দর্শক আছেন। তাঁদের মধ্যে আমার মতো বহু পাকিস্তানিও আছেন। কিন্তু পাকিস্তানি দর্শকদের সেই প্রেমে এখন তিক্ততা ঢুকে গেছে। ১৯৪০-এর দশকের শেষ থেকে আশির দশকের পুরোটা সময় বলিউডের স্বর্ণযুগ ধরা হয়।

১৯৬০ ও ’৭০-এর দশকে আইকনিক ছবি মুঘল-ই-আজম ও গঙ্গা-যমুনার মতো নতুন ধারা সৃষ্টি করা সিনেমা তৈরি হয়েছিল। কালা পাথর, জাঞ্জির ও দিওয়ার-এর মতো সিনেমাগুলোয় অনবদ্য অভিনয়ের মাধ্যমে সুপারস্টার অমিতাভ বচ্চন ভারতীয় সমাজে বিদ্যমান দুর্নীতি ও অসাম্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো তরুণ প্রজন্মের অনুসরণীয় চরিত্র হয়ে উঠেছিলেন।

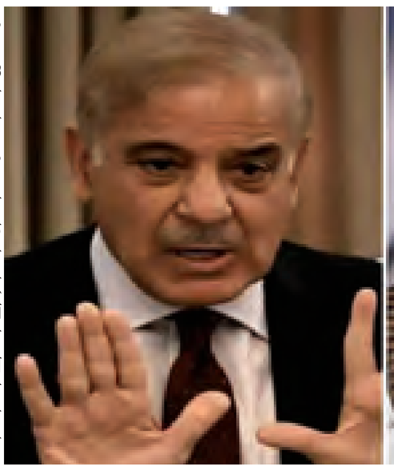

তারপর ছিল মান্ডির মতো রাজনৈতিক ব্যঙ্গধর্মী ছবি, যেখানে যৌনকর্মীদের নিগৃহীত জীবনকে ছুঁয়ে গিয়েছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বলিউডের সিনেমাগুলোর কাহিনি ও নির্মাণশৈলীতে পরিবর্তন এসেছে। বর্তমান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে আমি খেয়াল করছি, বলিউডের ছবিগুলোর গল্প ডানপন্থার দিকে ঝুঁকছে।

যে বলিউডে একসময় ওমর আকবর অ্যান্টনির মতো ধর্মীয় সহনশীলতাকে উদ্?যাপন করা ক্ল্যাসিক নির্মিত হতো (যেখানে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী তিনটি নায়ক চরিত্র ছিল), সেই মূলধারার বলিউড এখন প্রায়ই বিজেপি এবং দলটির ভারত-সম্পর্কিত ধারণার মুখপত্র হিসেবে কাজ করছে। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ বলিউডে এখন প্রায় মৃত। এখনকার বলিউডের গড় ভাষ্যটি সোজা কথায়–ভারত হলো হিন্দুদের দেশ এবং এখানে যে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী এসেছেন, তাঁরা হিন্দুদের মাতৃভূমির ক্ষতির জন্য দায়ী।

ভারতের ক্ষমতাসীনদের এই দৃষ্টিভঙ্গি সমাজে এবং বলিউডে প্রতিফলিত হচ্ছে। যেসব নির্মাতা এই পেশিশক্তিওয়ালা উগ্র জাতীয়তাবাদী হিন্দু ভারতের আখ্যানকে সমর্থন করছেন না, তাঁরা বিজেপির সমর্থক শিবির থেকে ভয়ংকর আক্রমণের শিকার হচ্ছেন। অভিনেতা আমির খান ও শাহরুখ খান ২০১৫ সালে ভারতে ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। তারপর থেকে তাঁদের সিনেমা বর্জন করার জন্য নিয়মিত আহ্বান জানানো হচ্ছে।

বলিউডের বর্তমান ছবিগুলোয় হয় কোনো মুসলমান চরিত্র থাকছে না, নয়তো মুসলিম চরিত্র রাখা হলেও সেগুলোকে খল হিসেবে কিংবা পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতিশীল হিসেবে দেখানো হচ্ছে। ইতিমধ্যে বলিউডের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব এই বিষাক্ত বায়ু ছড়িয়ে দেওয়ার উত্‌সাহী চিয়ারলিডার হয়ে উঠেছেন।

অনুপম খের, কঙ্গনা রনৌত ও অক্ষয় কুমারের মতো অভিনেতা-অভিনেত্রীরা বিজেপি সরকারের শীর্ষস্থানীয় সমর্থক হিসেবে রয়েছেন। ২০১৯ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জীবন নিয়ে নির্মিত পিএম নরেন্দ্র মোদি ছবিটি মুক্তি পায়। বিবেক ওবেরয় অভিনীত ছবিটি যে বিজেপির প্রচারমূলক ছবি ছিল, সে বিষয়ে খুব কমই রাখঢাক করা হয়েছে এবং ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল সেই বছর অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের ঠিক আগে।

কয়েক দশক ধরে পাকিস্তানিরা বলিউডের সিনেমা দেখার সময় কোনো রাজনৈতিক পার্থক্য মাথায় আনেনি। একটা আন্তরিক উষ্ণতা তারা অনুভব করেছে। বলিউডের ভাষা ও সংস্কৃতি– কোনোটিকেই তাদের কাছে ভিনদেশি বা এলিয়েন গোছের কিছু মনে হয়নি। এমনকি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বাধার পর এবং প্রায়-স্থায়ী উত্তেজনা বিরাজ করার পরও তাদের মনোভঙ্গিতে পরিবর্তন আসেনি। দুঃখজনকভাবে, ভারতে হিন্দুত্ববাদের উত্থান সেই সুদিনকে অপূরণীয়ভাবে শেষ করে দিয়েছে।

অন্য তারকাদেরও মোদির সঙ্গে সেলফি তুলতে ও তাঁকে আলিঙ্গন করতে লাইনে দাঁড়াতে হয়েছে। এমনকি দীর্ঘকাল ধরে বলিউডে আধিপত্য বিস্তার করা তিন ‘খান’- আমির, সালমান ও শাহরুখকেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে চুপ থাকতে হয়েছে। তাঁরা সম্ভবত বুঝতে পেরেছেন–কথা বলতে গেলে মাশুল দিতে হবে। একই সঙ্গে পাকিস্তানি অভিনেতা-অভিনেত্রীদেরও বলিউডে কার্যকরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ২০১৭ সালে মুক্তি পাওয়া রাইস ছবিতে শাহরুখের বিপরীতে মাহিরা খান অভিনয় করেছিলেন। এই ছবি ছিল পাকিস্তানের হলে দর্শকদের দেখতে দেওয়া শেষ বড় বলিউড সিনেমা। অন্যদিকে, পাকিস্তানি সিনেমাগুলো ভারতে মুক্তি পেতে বাধার মুখে পড়েছে।

এ ছাড়া বলিউডে ভাষাগত সূক্ষ্ম পরিবর্তন এসেছে। আগের প্রজন্মের সিনেমার শিরোনাম হিন্দি, ইংরেজি ও উর্দু হরফে নিয়মিত লেখা থাকত। ছবির সংলাপ ও গানের কথায় উর্দু শব্দের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিল। কারণ, উর্দু পাকিস্তানের পাশাপাশি উত্তর ভারতেও জনপ্রিয়। এখন ছবিতে উর্দুর

বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমি
VOL. 23, No. 45, Thursday 26 January 2023, Weekly Janmobhumi

অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

বিদ্যার দেবী সরস্বতী

তারাপদ আচার্য্য

সরস্বতী মূলত বৈদিক দেবী। বেদে সরস্বতী প্রধানত নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সরস শব্দের অর্থ জল। সরস্বতী=সরস (জল)+মতুন (অস্ত্যর্থে)+ঙীন (স্ত্রী)। অতএব সরস্বতী শব্দের আদি অর্থ হলো জলবতী অর্থাৎ নদী।

বৃহস্পতি হচ্ছেন জ্ঞানের দেবতা, তিনি বাক্পতিও। ইন্দ্রও বাক্পতি। বৃহস্পতি-পত্নী সরস্বতীও জ্ঞানের দেবী। সব জ্ঞানের ভাণ্ডার তো ব্রহ্মা-বিষ্ণু আর মহেশ্বরের। তাদেরই শক্তিতে সরস্বতী জ্ঞানের দেবী। সরস্বতী নদীর তীরে যজ্ঞের আগুন জে্বলে সেখানেই ঋষি লাভ করেছিলেন বেদ, ঋগমন্ত্র। সুতরাং সরস্বতী জ্ঞানের দেবী হিসেবেই পরিচিত হয়েছিলেন ধরাতে। দিনে দিনে সরস্বতী তাঁর অন্য বৈশিষ্ট্যগুলো হারিয়ে কেবল বিদ্যাদেবী অর্থাৎ জ্ঞান ও ললিতকলার দেবীতে পরিণত হলেন। সরস্বতী জ্ঞান, সংগীত ও শিল্পকলার দেবী। ঋগে্বদে তিনি

বৈদিক সরস্বতী নদীর অভিন্ন এক রূপ। পণ্ডিতেরা অনেকেই মনে করেন যে, সরস্বতী প্রথমে ছিলেন নদী, পরে হলেন দেবী। রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেনচ্চ"আর্য্যাবর্তে সরস্বতী নামে যে নদী আছে, তাই প্রথমে দেবী বলে পূজিত হয়েছিলেন। বর্তমানে গঙ্গা যেমন সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উপাস্যদেবী হিসেবে পূজা পেয়ে থাকেন তেমনি ক্রমান্বয়ে সরস্বতী হলেন জ্ঞানের দেবী।"

সরস্বতীর প্রকৃত তাৎপর্য নিহিত রয়েছে সূর্যাগ্নির জ্যোতিতে। সূর্যাগ্নির তেজ, তাপ ও চৈতন্যরূপে জীবদেহে বিরাজ করায় চেতনা, জ্ঞানের প্রকৃত কর্ত্রী তো দেবী সরস্বতী। সরস্বতী দেবীর রূপান্তর হয়েছে পৃথিবীতে নদীরূপে এবং সরস্বতীই অগ্নি-ইন্দ্র-মরুৎ অশ্বিদ্বয়ের সংস্পর্শে শত্রুঘাতিনী, ধনদাত্রী এবং বৃহস্পতি-ব্রাহ্মণস্পতির বিদ্যাবত্তার সংযোগে নদী সরস্বতীর সঙ্গে অভিন্নরূপে সরস্বতী তীরে উচ্চারিত বৈদিকমন্ত্রে সংশ্লিষ্ট হয়ে পুরাণে বিদ্যা ও জ্ঞান ভিন্ন অপর জ্ঞানগুলো অন্যত্র স্থাপন করে হলেন বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী। ব্রহ্মবৈবর্তপূরাণে গোলোকে বিষ্ণুর তিন পত্নীচ্চলক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গার মধ্যে বিবাদের ফলে গঙ্গার অভিশাপে সরস্বতীর নদী রূপ পাওয়াই হচ্ছে সরস্বতীর পৃথিবীতে সরস্বতী দেবীরূপে প্রতিষ্ঠাতা হওয়ার তত্ত্ব।

আধুনিককালের সরস্বতীর বাহন হলো হাঁস। কাশ্মীরী পণ্ডিত কলহন বলেছেনচ্চ "সরস্বতী দেবী হংসরূপে ভেড়গিরি শৃঙ্গে দেখা দিয়েছিলেন। এরূপ ধারণা অত্যন্ত সঙ্গত। হংসবাহনা সরস্বতীর প্রস্তরমূর্তিও প্রচুর পাওয়া যায়। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে দেবীর এই উভয়চর বাহনটি তিনি ব্রহ্মার শক্তি হিসেবে ব্রহ্মার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মা বা সরস্বতী দেবীর বাহনটি পাখি বিশেষ নয়। বেদে এবং উপনিষদে হংস শব্দের অর্থ সূর্য। সূর্যের সৃজনী শক্তির বিগ্রহান্বিতরূপ ব্রহ্মা এবং সূর্যাগ্নির গতিশীল কিরণরূপা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব শক্তি সরস্বতী দেবীর বাহন হয়েছেন হংস বা সূর্য অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই। তবে সিংহ ও মেষ সরস্বতী দেবীর আদি বাহন ছিল যা জানা যায় বৈদিক সাক্ষ্য থেকে। পরবর্তীকালে দেবী দুর্গা সরস্বতী দেবীর কাছ থেকে সিংহ ও কার্ত্তিক কেড়ে নিলেন ময়ূর। সিংহ ও ময়ূর ছেড়ে দিয়ে সরস্বতী দেবী ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী হিসেবে বাহনটিকে চিরস্থায়ী মর্যাদা দিলেন।"

শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে, শ্রীপঞ্চমীর দিন সকালেই সরস্বতী পূজা সম্পন্ন হয়। সরস্বতীর পূজা সাধারণ পূজার নিয়মানুসারেই হয়। তবে এই পূজায় কয়েকটি বিশেষ উপাচার বা সামগ্রীর প্রয়োজন হয়। অভ্র-আবির, আমের মুকুল, দোয়াত-কলম ও যবের শিষ ছাড়াও পূজার জন্য লাগে বাসন্তী রঙের গাঁদা ফুল। লোকাচার অনুসারে, ছাত্র-ছাত্রীরা পূজার আগে কুল খেতে পারে না। পূজার দিন লেখাপড়া নিষেধ থাকে। যথাবিহিত পূজার পর লক্ষ্মী, নারায়ণ, লেখনী-মৎস্যাধার (দোয়াত-কলম), পুস্তক ও বাদ্যযন্ত্রেরও পূজা করার প্রথা প্রচলিত আছে। পূজা শেষে পুষ্পাঞ্জলি দেয়ার প্রথাটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের দলবেঁধে অঞ্জলি দিতে দেখা যায়।

মানুষের ভেতরের পশু থেকে যিনি জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করে তোলেন তিনি হলেন মা সরস্বতী। জ্ঞানের দেবী, বিদ্যার দেবী, ললিতকলার দেবী।

লেখক : সাধারণ সম্পাদক, সাধু নাগ মহাশয় আশ্রম, দেওভোগ, নারায়ণগঞ্জ

পত্র লেখকদের লেখা সময়োপযোগী ও বাস্তবধর্মী হতে হবে। পত্র লেখককে অবশ্যই তার নাম ঠিকানা এবং টেলিফোন নাম্বার উল্লেখ করতে হবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছিক থাকলেও সম্পাদক বরাবরে পরিচিতি প্রদান করতে হবে। অমনোনীত লেখা প্রকাশিত হবে না।।

সাপ্তাহিক জন্মভূমি কারো আত্মপ্রচারের বাহক বা চরিত্র হননের হাতিয়ার নয়!

আমেরিকার ব্যর্থ কৌশল ইউক্রেনে যেভাবে বিপর্যয় ডেকে আনছে

ব্রান্ডন জে ওয়াইকার্ট

ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়াসহ মুসলিম-অধ্যুষিত দেশগুলোয় যুক্তরাষ্ট্রের 'বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদবিরোধী যুদ্ধ'-এর মতো সামরিক অভিযান সুসংহত কৌশল না থাকায় ব্যর্থ হয়েছে। পোলিশ সমরবিদ কার্ল ভন ক্লোজোউইটজ মনে করতেন, যুদ্ধ অন্যভাবে রাজনীতিরই সম্প্রসারিত রূপ। তাঁর কাছ থেকে ধার নিয়ে বলা যায়, যুদ্ধ ঐতিহ্যগতভাবেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। আরও স্পষ্ট করে বললে, রাষ্ট্র অথবা অরাষ্ট্রীয় সংস্থার মধ্যে সহিংসতার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ফলাফল বের হয়ে আসে।

যা-ই হোক, যখন কোথাও সামরিক বাহিনী পাঠানো হয়, তখন এটা স্পষ্ট যে রাজনৈতিক নেতৃত্বই তাদের সেই নির্দেশ দেয়। এর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কী, সেটা অবশ্যই রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বকে নির্ধারণ করতে হয়। মাঝপথে অবস্থান বদলানো যায় না। কিন্তু গত ৩০ বছরে মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের পর রাষ্ট্রনীতি নিদারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী রবার্ট গেটস এটিকে বলেছেন 'মিশন ক্রিপ'। মাঝপথে গোলপোস্ট বদলের এই নীতি শেষ পর্যন্ত খেলায় জেতাটাকেই অসম্ভব করে তোলে।

১৯৪৫ সালের পর অনেক দেশে যুক্তরাষ্ট্র সামরিক অভিযানের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এর মধ্যে আফগানিস্তান, ইরাক, লিবিয়া ও সিরিয়ায় যে ব্যর্থতা, সেটিকে বিপর্যয়ই বলা যায়। এতে মার্কিন সেনাবাহিনীর সম্মান ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। একই সঙ্গে চীন, রাশিয়া, ইরান, উত্তর কোরিয়ার মতো সত্যিকারের বড় বড় প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রকে বাধা দেওয়ার মতো সামরিক প্রস্তুতি ও সক্ষমতা তাদের কতটা আছে, সেই প্রশ্নও সামনে নিয়ে এসেছে।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসতে হলে ওয়াশিংটনকে হয় একটা অলৌকিক ঘটনার জন্য অপেক্ষা করতে হবে, নাহয় রাশিয়া যত দিন না পর্যন্ত ইউক্রেনকে চুরমার করে ফেলছে, তত দিন অপেক্ষা করতে হবে। সে ক্ষেত্রে ইউরোপে যুক্তরাষ্ট্রের ভূকৌশলগত অবস্থান এবং ন্যাটো জোটের মেরুদণ্ড ভেঙে পড়বে। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে এক মেরুর বিশ্ব ব্যবস্থার বদলে নতুন বহু মেরুকেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে উঠবে।

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধে পুরোপুরি ব্যর্থ হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র তাদের ব্যর্থতা নামের কারখানার শোচনীয় পণ্যগুলো রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ময়দানে পাঠিয়ে দিয়েছে। গত বছর রাশিয়ানরা ইউক্রেনে আগ্রাসন শুরু করলে যুক্তরাষ্ট্র তাদের অস্ত্র ও অন্যান্য সহায়তা দিয়ে অবরুদ্ধ দেশটিকে সয়লাব করে দিয়েছে।

এ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনাটা কী? প্রাথমিক পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য দেখে মনে হয়েছে, ন্যাটোর মিত্রদের রাশিয়ার প্রতি বিমুখ করে তোলা। এটা অবশ্যই বিচক্ষণ কৌশল ছিল, সেটা কাজও করছিল। ইউক্রেনীয় প্রতিরোধযোদ্ধাদের প্রতিরোধের মুখে ১ লাখ ৬০ হাজারের আগ্রাসনকারী রাশিয়ার বাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

ওই সময় রাশিয়ার আগ্রাসন ঠেকিয়ে দিয়ে রাজধানী কিয়েভ ও প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সরকারকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল। এরপরের যৌক্তিক পদক্ষেপটি হতে পারত শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ বের করা। এমন একটি মীমাংসায় পৌঁছানো, যাতে পশ্চিম ইউক্রেনকে পুরোপুরি মুক্ত করা যায় এবং পূর্ব ইউক্রেনের রুশভাষী অঞ্চল ও ক্রিমিয়াকে আনুষ্ঠানিকভাবে রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া যায়।

প্রাথমিক লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার পরই ইউক্রেনে যুক্তরাষ্ট্র তাদের লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। একই সঙ্গে ইউক্রেনীয়দের তারা উৎসাহিত করল, তাঁদের ভূখণ্ড রক্ষার বাস্তবসম্মত লক্ষ্য বদল করতে। জেলেনস্কি সরকার পূর্ব ইউরোপ এবং ক্রিমিয়া উপদ্বীপ থেকেও রাশিয়ানদের হটিয়ে দেওয়ার দাবি জানাল।

সম্প্রতি পশ্চিমা নেতারা রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের উৎখাত এবং রাশিয়ান ফেডারেশন ভেঙে টুকরা করে দেওয়ার আকাক্ষা খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করছেন। সব পরিস্থিতি যদি অনুকূলে থাকে এবং সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য যদি একটি বিশ্বযুদ্ধ হয়, তারপরও এ আকাক্ষা পূরণ

বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

খেজুরের রস আর পিঠাপুলি

দিল আফরোজ রিমা

ছোটবেলার সেই গ্রামীণ জীবনে গৃহত্যাগী বিভিন্ন পশুপাখির নিস্তেজ ডাকাডাকি আর কৃষাণের ব্যস্ত আনাগোনায় শুরু হতো শীতের সকাল। আমাদের পাড়ার রহিম চাচার কাঁধে খেজুরের মিষ্টি রসের হাঁড়ি সেই সকালকে করে তুলত মোহনীয়।

বাংলাদেশের মানুষের ঐতিহ্যের সাথে মিশে আছে খেজুরের রস। এ মৌসুমে গ্রামবাংলায় খেজুর রস থেকে তৈরি পিঠা আর নবান্নের উৎসব প্রাচীন ঐতিহ্য। খেজুর রসের পিঠা-পায়েস বাংলার উপাদেয় খাদ্য তালিকায় এখনো জনপ্রিয়। কারণ শীত মৌসুমজুড়ে আহরিত সুমিষ্ট রস জ্বাল দিয়ে তৈরি হয় ঝোলা গুড়, দানা গুড় ও পাটালি। খেজুরের রস থেকে এক সময় বাদামি চিনিও তৈরি করা হতো, যার স্বাদ ও ঘ্রাণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। খেজুর গাছের সুমিষ্ট রসের ঘ্রাণে ভরে উঠত গ্রামাঞ্চল। পুরো শীত মৌসুমজুড়ে চলত সুস্বাদু নানা রকমের পিঠা খাওয়ার আয়োজন। বাড়িতে-বাড়িতে জামাই, মেয়ে, নাতি-নাতনীদের নিয়ে চলত শীত উৎসব। তৈরি করা হতো নানা ধরনের পিঠা। খেজুরের রসের গুড় ছাড়া শীত মৌসুমের পিঠা খাওয়া যেন জমেই না। পুরো শীতজুড়ে গ্রামীণ জীবনের প্রাত্যহিক এ উৎসব চলে আসছে আবহমানকাল ধরে। খেজুর রস গ্রামবাংলার শীতের সাথে মিলেমিশে একাকার। এ যেন সৃষ্টি করে প্রকৃতি ও জীবনের শরীরে শীতের অন্যরকম এক মোহনীয় সৌন্দর্য। সেসব এখন অনেকটাই স্মৃতি।

খেজুররগুড় বাঙালি সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। খেজুরের গুড় ছাড়া শীতকালে পিঠা-পায়েস তৈরির কথা ভাবাই যায় না। শীত আসার সাথে সাথে সারা দেশে খেজুরগুড় তৈরি ধুম পড়ে যায়। গাছিরা সকাল থেকে

সন্ধ্যা পর্যন্ত ব্যস্ত থাকে রস সংগ্রহ, রস জ্বাল ও গুড় তৈরির কাজে।

খেজুর গাছ রাস্তার ধারে, বাড়ির আশপাশে, জমির আইলে, পুকুরপাড়ে, রেললাইনের পাশের পরিত্যক্ত স্থানে অযত্নে -অবহেলায় জন্মাতে দেখা যায়। খেজুর গাছ দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের এক মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ, যা থেকে প্রতি বছর কৃষক গুড় তৈরির মাধ্যমে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। সারা দেশে বিক্ষিপ্তভাবে এই বন্য প্রজাতির গাছটির চাষ হলেও যশোর এবং নাটোর জেলায় সবচেয়ে বেশি খেজুরের চাষ হয়ে থাকে। বৃহত্তর রাজশাহী, ফরিদপুর ও দক্ষিণাঞ্চলের অন্যান্য জেলাসমূহেও প্রচুর পরিমাণে খেজুরের গুড় উৎপাদন হয়ে থাকে। স্বাস্থ্যসম্মত ও উন্নতমানের খেজুরের গুড় বা সিরাপ উৎপাদনের জন্য রস সংগ্রহের পর পরিষ্কার কাপড় দিয়ে রস ছেঁকে চুলার ওপর বসানো লোহার বা স্টিলের কড়াইয়ে ঢালা হয়। চুলার ওপর কড়াই বসানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে, যাতে কড়াই ও চুলার মধ্যে কোনো ফাঁকা জায়গা না থাকে। আরো খেয়াল রাখতে হয় যেন চিমনি থেকে নির্গত ধোঁয়া বাতাসে কড়াইয়ের রসের সাথে মিশতে না পারে। রস জ্বাল দেয়ার প্রথম অবস্থায় রসের উপরিভাগে যে গাদ ভেসে ওঠে তা দ্রুত সম্ভব ছাঁকনি বা হাতা দিয়ে ফেলে দিতে হয়। তারপর রস ঘনীভূত হলে ঘনীভূত রস হাতা দিয়ে অল্প তুলে ফোঁটা ফোঁটা করে ফেলে দেখতে হয় শেষের ফোঁটার আঠালোভাব দেখা যায় কি না।

ঘনীভূত রস আঠালো বা সিরাপের মতো দেখা গেলে তা নামিয়ে সিরাপ তৈরি করতে হয়। গুড় তৈরি করতে চাইলে কড়াইয়ের ফুটন্ত ঘনীভূত রস হাতলের সাহায্যে লাগাতার নাড়তে হয় এবং চুলার তাপমাত্রা দ্রুত কমিয়ে আনতে হয়। গুড় তৈরির জন্য চুলা থেকে ঘনীভূত রস নামানোর সময় নিশ্চিত করতে চাইলে হাতলের সাহায্যে এক চিমটি পরিমাণ গুড় কিছু ঠাণ্ডা পানিতে ছেড়ে দিতে হয়। গুড় দ্রুত জমাটবদ্ধ হলে বুঝতে হবে গুড় চুলা থেকে নামানোর উপযোগী হয়ে গেছে এবং চুলা থেকে কড়াই নামিয়ে দ্রুত ঠাণ্ডা করতে হয়।

শীত মৌসুমে সংরক্ষিত গুড়ে তেমন ক্ষতি না হলেও বর্ষা মৌসুমে সংরক্ষিত গুড়ের প্রায় ৩০ ভাগই খাবার অনুপযোগী হয়ে পড়ে। অর্ধ-তরল প্রকৃতির গুড় সচরাচর মাটির বড় বড় পাত্রে সংরক্ষণ করা হয়। মাটির পাত্রে গুড় সংরক্ষণ তুলনামূলকভাবে খরচ কম বিধায় অধিকাংশ গুড় ব্যবসায়ী মাটির পাত্রে গুড় সংরক্ষণ করে থাকেন। কোনো কোনো এলাকায় ২০ কেজি ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন টিনের পাত্রে গুড় সংরক্ষণ করা হয়, তবে এই পদ্ধতি কিছুটা ব্যয়বহুল। এক গবেষণায় দেখা গেছে, রঙ করা মাটির পাত্রে মোম বা পলিথিন দিয়ে মুখ বন্ধ করে গুড় সংরক্ষণ করলে দীর্ঘদিন গুড় ভালো থাকে।

ছোটবেলায় মানিকগঞ্জের ঝিটকা থেকে আমাদের বাড়িতে শীতের খেজুর গুড়ের পাটালি আসত। সেরকম গুড় এখন আর দেখা যায় না।

একসময়ে মানিকগঞ্জের খেজুর রসের তৈরি হাজারি গুড় বলে লোভনীয় স্বাদ আর মনমাতানো সুগন্ধে অতুলনীয় গুড় এই বাংলায় ছিল। তৎকালীন সময়ে নাকি এই হাজারি গুড় দিল্লির বাদশাহ এবং যুগপৎ ইংল্যান্ডের মহারানীকে উপহার হিসেবে পাঠানো হতো। এ দিকে লোকমুখে জানা যায়, ঢাকার নবাব পরিবারের সদস্যরা হাজারি গুড় ছাড়া অন্য গুড় দিয়ে ফিরনি, পায়েস বা ক্ষীর পাক করলে সেটি মুখেই দিতেন না। কেননা, নবাবদের খাদ্য তালিকায় হাজারি গুড় খুব পছন্দের একটি উপাদান ছিল। এমনো দেখা গেছে যে, শীতকালে নবাব পরিবারের গৃহিণীরা এ মৌসুমি হাজারি গুড়ের জন্য অপেক্ষা করতেন। কিন্তু হাজারি গুড়ের সেই ঐহিত্য আর নেই। এ দিকে মাদারীপুরের কাচফোটের পাটালি গুড় একই ধারায় প্রসিদ্ধ।

পিঠাপুলির দেশ, আমাদের বাংলাদেশ। শীতের মৌসুমে নবান্নের পিঠাপুলি তৈরি করা বাংলার ঐতিহ্যেরই একটি পিঠা নিত্যদিনের খাবার না হলেও শীতকালে বাঙালির ঘরে ঘরে পিঠার ব্যাপক কদর রয়েছে। উৎসব আয়োজনেই পিঠা নামের বাড়তি খাবার তৈরি করা হয়। আগে শীতের শুরুতেই গ্রামগঞ্জের ঘরে ঘরে পৌষ পার্বণের রকমারি পিঠার আয়োজন করা হতো। দাদী-নানী, মা, খালারা পরম মমতায় তৈরি করত বিভিন্ন ধরনের রসালো পিঠা।

পিঠাপুলি বাঙালির একটি ঐতিহ্যবাহী খাবার। বাংলার অঞ্চলভেদে তৈরি করা হয় ভিন্ন স্বাদের পিঠা।

সব অঞ্চলেই ভাপা পিঠা, দুধ চিতুই, তিলের পুলি, পাটিসাপটা, পাকন পিঠা উল্লেখযোগ্য এবং সুপরিচিত।

পান্তুয়া পিঠা নোয়াখালীর ঐতিহ্যবাহী একটি পিঠা। এই পিঠার তৈরি প্রণালী খুবই সহজ। এর তৈরি প্রণালী অনেকটা আমাদের সবার পরিচিত পাটিসাপটা পিঠার মতো। দুধ, ডিম, ময়দা এবং চিনি দিয়ে খুব সহজেই তৈরি করে নেয়া যায়। যেকোনো মৌসুমে বিকেলের নাশতা হিসেবে তৈরি করে খাওয়া যেতে পারে এটি।

নোয়াখালীর আরেকটি ঐতিহ্যবাহী পিঠা হচ্ছে খোলাজালি পিঠা। এটিকে অনেকে আবার পাতলা চিতই পিঠাও বলে থাকেন। গ্রামের বাড়িতে সাধারণত এ পিঠা মাটির খোলায় তৈরি করা হয়।

চালের গুঁড়া, লবণ এবং ডিম মিলিয়ে খুব সহজেই তৈরি করে নেয়া হয় এ পিঠা।

দুধ, ডিম, চিনি এবং চালের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি করা হয় ফুলঝুড়ি পিঠা। এই পিঠাকে আবার সাঁজের পিঠাও বলা হয়ে থাকে। ফুলঝুড়ি পিঠা দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করে রেখে খাওয়া যায়।

গুড়ের রসে ভেজানো নকশি পিঠা খেতে ভালোবাসে না এরকম মানুষ কমই পাওয়া যাবে। নরসিংদীর অন্যতম ঐতিহ্যবাহী পিঠা এটি।

শহরেও এখন রাস্তার মোড়ে ভাপাপিঠা, চিতুই মালপোয়া এসব তৈরি হয়। লাইন ধরে দাঁড়িয়ে কিনে খায় লোকজন। ঢাকায় কোনো কোনো জায়গায় পিঠার মেলা বসে। এসব মেলা দারুণ উপভোগ্য।

নিউইয়র্কের উডসাইডের করপাস কৃষ্টি চার্চে প্রবাসে বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায় প্রথম পূজা করে ১৯৯০ সালে

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

৫২ বছরে আমরা

সুধীর বরণ মাঝি

জনজীবনে নিরাপত্তাহীনতা, বিচার না চাওয়ার সংস্কৃতি আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো পুরোপুরি অকার্যকর হওয়ার কথাই বলে। স্বাধীনতার ৫২ বছর পেরিয়ে আমাদের রাষ্ট্র যখন আরও শক্তিশালী হওয়ার কথা, তখন সমস্বরে সবাই বলছে , আমাদের কোনো ভরসা নেই। আমরা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর কোনো আস্থা রাখতে পারছি না। বর্তমান বিচারব্যবস্থায় সারা দেশে বিচারপ্রার্থীদের সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। দেশের প্রতিটি আদালতে মামলার স্তূপ জমে থাকায় বিচারকরা সেসব মামলা নিষ্পত্তি করতে হিমশিম খাচ্ছেন। আইনজীবী ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিচারপ্রার্থীদের আদালত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের

শরণাপন্ন হতে হয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের হয়রানির মুখে পড়তে হয়। আদালত থেকে একটি রায়ের কপি তোলাসহ বিভিন্ন কাজে সাধারণ বিচারপ্রার্থীদের হয়রানির খবর সর্বজনবিদিত। তাছাড়া রায়ের কপিগুলো যথাযথ স্থানে যথাসময়ে প্রেরণ করার কাজটিও আদালত কর্মচারীরা যথারীতি করেন না বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। কাজের স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি অবহেলা অবজ্ঞা যেন অলিখিত নিয়মে পরিণত হয়েছে।সমাজব্যবস্থায় নতুন জন্ম নেয়া গ্যাং কালচার পরিবার, সমাজ এবং জাতীয় জীবনে অনৈতিক চর্চা, অনিয়মের প্রাধান্য আর রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নেরই ফসল। এই গ্যাং কালচার বিপজ্জনক হারে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তা এখন আমাদের জন্য বিষফোড়া। আজকের তরুণ যুবসমাজ অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই না করে, অন্যায় করে এবং নোংরা ঘেঁটে ঘেঁটে আনন্দ খোঁজার চেষ্টায় অবরিত। প্রতিদিনই খুন হচ্ছে,ধর্ষিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত ইভটিজিংয়ের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে শিশু ও নারী নির্যাতনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে হুহু করে কিন্তু বিচারের আওতায় এবং বিচার হচ্ছে না সেই অনুপাতে। শাসক দলের দীর্ঘ দিনের ক্ষমতার অনৈতিক চর্চার মধ্য দিয়ে দেশের বর্তমান এই অবস্থা। আমাদের সমাজ প্রতিনিয়তই জানান দিচ্ছে,সমাজের অবক্ষয়ের ঘটনা দিয়ে। সামাজিক সংগ্রাম না থাকলে উন্নত চরিত্র গঠিত হয় না। তারা ভুলে গেছে জীবনের সজ্ঞা। মনে রাখা দরকার, দেশটা আমাদের সবার। অনাগত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দেশটা সুন্দর করে সাজিয়ে রাখার দায়িত্বও আমাদের। যেখানে তারা বেড়ে উঠবে মনুষ্যত্ব মূল্যবোধ আর নৈতিকতা নিয়ে। মানুষের আত্মপরিচয় এবং মর্যাদার বাহ্যিক রূপ হচ্ছে সংস্কৃতি, সাহিত্য, ঐতিহ্য। জীবনকে সহজ, সুন্দর রাখতে মন্দের বিরুদ্ধে মানুষের যে সংগ্রাম তাই জীবনের সংস্কৃতি, সাহিত্য, ঐতিহ্য। জীবনসংগ্রাম সমাজ চালিয়ে নেবার বাস্তব ব্যবস্থা , মানবসম্পদ, আচার-ব্যবহার, ধ্যানধাররণা, সাহিত্য, সংগীত, চারুকলা, ধর্ম, উৎসব, খাদ্য, ক্রিয়া, মানবিকতা, জ্ঞানের উৎকর্ষ। যদি আরও ব্যাপকভাবে দেখতে যাই তাহলে সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের জ্ঞান,আচার-আচরণ, বিশ্বাস, নীতিবোধ, রীতিবোধ,চিরাচরিত্র প্রথা, সমষ্টিগত মনোভাব ও জাতীয় অর্জন। আজকের ছাত্র-যুবকরা নোংরা-কুৎসিত সাহিত্য,মদ,ড্রাগ,জুয়ার আসরের প্রমত্তায় মত্ত। মানুষের জীবনের সংঙ্গে জীব-জন্তুর জীবনের পার্থক্য যখনই শুরু হয়েছে তখনই মানব জীবনে এসেছে সভ্যতা,সংকৃতি ও রুচিসম্মত জীবনের বাঁচার পথ। তাই আমরা দেখি মানব সভ্যতার যাঁরা শ্রেষ্ঠ সন্তান তাঁরা নীতি ও আর্দশের ঝান্ডা বহণ করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন কিন্তু যে কোন ভাবে বেঁচে থাকার জন্য অসম্মানের জীবন গ্রহণ করেননি। আপনি বাঁচলে বাপের নাম এটা এখনকার চরিত্র গঠনের মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছ এবং বর্তমান সমাজপতিদের আনুকূল্যেই এটা ঘটেছে। যেন-তেন প্রকারণে নিজেরটা গোছাতে হবে,এই মনোভাব নিয়ে কখনো বড় চরিত্র গঠিত হতে পারেনা। চরিত্র দুই ধরনের হবে-হয় অন্যায় করবো,অন্যায়ের সাথে আপোষ রফাধফা করে নিজেরটা গোছাতে চাইবো অথবা অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম চালাবো। দ্বিতীয়টা ভুলে গিয়ে আমরা এখন প্রথমটার চর্চাই করছি। আনন্দও দুই ধরনের। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে আনন্দ অথবা অন্যায় করে আনন্দ এবং নোংরা ঘেঁটে ঘেঁটে আনন্দ। আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐহিত্য তরুণ,যুবসমাজ তথা দেশবাসীর সামনে ভুলভাবে তুলে ধারার চেষ্টা করছে এক শ্রেণির সুবিধাভোগী এবং সুবিধালোভী মানুষ। তারা সমাজের সাধারণ মানুষকে একবার জলন্ত উননে ঝাপ দিতে বলছে আরেকবার টগবগে উত্তপ্ত করাইয়ে ঝাপ দিতে উৎসাহিত করছে। অপসংস্কৃতি চর্চায় মানুষকে উৎসাহিত করা হচ্ছে নানান দিক থেকে। মানুষ তার সংগ্রামকে ভুলে গিয়ে শুধু স্বার্থসিদ্ধির নেশায় নিজেকে আবদ্ধ রাখতে ব্যস্থ। তাদেরকে ভুলিয়ে রাখা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। মাদকের থাবায় নাস্তানাবুদ একটি প্রজন্ম। শহর থেকে গ্রামাঞ্চল-সর্বত্রই নেশা এখন হাতের নাগালে। গত এক যুগে এর বিস্তার আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বছরে মাদক খাতে লেনদেন হয় ৬০ হাজার কোটি টাকা। বিশ্বব্যাংক বলছে, শুধু ঢাকায়ই এক বছরে ১৮ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে? সারাদেশের শহরাঞ্চলে মারা গেছে ৮০ হাজার। এর মধ্যে বায়ূ দূষণজনিত কারণে মারা যান প্রায় ৪৬ হাজার এবং পানি, অপর্যাপ্ত স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য বিধিসংক্রান্ত কারণে মারা গেছে প্রায় ৩৪ হাজার মানুষ ? বায়ু, পানি ও পরিবেশ দূষণে বছরে ক্ষতির পরিমাণ ৪২ হাজার কোটি টাকা, যা মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ২.৭ ভাগ? শুধুমাত্র বায়ু দূষণে ক্ষতি হয় ২০ হাজার কোটি টাকা? দূষণের সবচেয়ে বেশি শিকার হয় শিশুরা ? পরিবেশ দূষণে ঢাকার অবস্থান প্রথম। নদী দূষণ, নদী দখল, খাল দূষণ, খাল দখল, বণ উজার, পাহাড় কেটে মাটি দখল ইত্যাদি এখন নিত্যনৈমত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে শব্দ দূষণ। শব্দ দূষণের কারণে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন ব্যহত হচ্ছে। শব্দ দূষণের কারণে স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক, মানসিক অসুখ এবং ভয়বহ শ্রবণ সমস্যার পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু তাই নয় এর কারণে শ্রবণ প্রতিবন্ধীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে অস্বাভাবিক হারে। স্বাস্থ্য খাতে প্রভুত উন্নয়ন সাধিত হলেও কিছু অনিয়ম-দুর্নীতির, কর্মকর্তা কর্মচারীদের অবহলো, অযত্ন, দালালদের দৌরাত্ব এবং কিছু চিকিৎসকদের অপেশাদারিত্ব আচরণের কারণে স্বাস্থ্যখাতে বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। দেশে এখনো ৪০ভাগের উপরে শিশু পুষ্টিহীনতার শিকার। দক্ষিণ এশিয়া স্বাস্থ্য খাতে সবচেয়ে কম ব্যয় করে বাংলাদেশ।

৫২ বছরে যে নেতিবাচক দিকগুলো তৈরি হয়েছে দেশ, জাতি ও জনগণের উন্নয়ন, উন্নতি এবং নিরাপ্তার জন্য তার আশু সমাধান প্রয়োজন। রাষ্ট্রের প্রতিটি সেক্টরে কাজের সুষ্ঠ পরিবেশ, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারলেই নেতিবাচক দিকগুলোর পরিবর্তন সম্ভব বলে মনে করেন। যে কোন দেশের অর্থনৈতিক তথা সার্বিক উন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে ঘুষ, দুর্নীতি। আমাদের দেশেও তাই। আর এই ঘুষ দুর্নীতি বন্ধ করতে পারলেই বাজার সিন্ডিকেট রোধ করা সম্ভব, ন্যায় বিচার পাওয়া সম্ভব, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ গ্রহণ করা সম্ভব। খেলাপী ঋণ আদায় সম্ভব, কালো টাকা উদ্ধার করা সম্ভব, বিদেশে টাকা পাচার রোধ করা সম্ভব এবং সেই সাথে সম্ভব পাচার করার ফিরিয়ে আনা। ৫২ বছরের নেতিবাচক দিকগুলোকে আমরা যদি কঠোরভাবে প্রতিহত করতে পারি তবে আমাদের উন্নয়ন ও উন্নতি দীর্ঘস্থায়ী হতো। আমরা সমৃদ্ধ বাংলাদেশ, উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারবো। আমরাই পারি আমাদের দেশকে সোনার বাংলা গড়তে। একই ধারার স্যাকুলার, বিজ্ঞান ভিত্তিক যুক্তি নির্ভর, মাতৃভাষা ভিত্তিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার এবং উন্নয়ন ঘটাতে হবে। মানুষের চেতনার উন্নয়ন ও দেশপ্রেমকে সমৃদ্ধ করার জন্য সুস্থধারার সাহিত্য, সংস্কৃতি, নাটক, সিনেমা,মুক্তিযুদের ইতিহাসসহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঠিক ইতিহাসের ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে। আজকের বাস্তবতায় প্রতিটি গ্রামে একটি করে আধুনিক লাইব্রেরী এবং বিজ্ঞান ক্লাব নির্মাণ করা প্রয়োজন। রাষ্ট্র এবং উন্নয়নের স্বার্থে সংবাদপত্র এবং সংবাদকর্মীদের স্বাধীনতা দিতে হবে। গুজব এবং উসকানি বন্ধে রাষ্ট্রকে কঠোর হতে হবে। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ান বন্ধ করা, জনগণের স্বদিচ্ছা, সচেতনতার আইনের সঠিক ও যথাযথ প্রয়োগ, জনকল্যাণমুখী শিক্ষানীতি, কৃষিনীতি, শ্রম নীতি, স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন , কালো আইন বালিত, আইনকে তার নিজস্ব গতিতে চলতে দেওয়া, সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা, মাদক ব্যবসাকে কঠোর হস্তে দমন করা, জবাবদিহি নিশ্চিৎ করা, শিক্ষা, ক্রীড়া ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ না দিয়ে মেধাবী এবং উপযুক্তদের নিয়োগ দিতে হবে, যে কোন মূল্যে ঘুষ-দুর্নীতি রোধ করতে হবে। দেশের অর্থনীতি উন্নয়ন ও উন্নতিকে গতিশীল রাখতে কালো টাকা উদ্ধার, ঋণখেলাপী টাকা উদ্ধার এবং পাচারকৃত টাকা ফেরত আনতে রাষ্ট্রকে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ এবং সেই সাথে বাস্তবায়ন করতে হবে। পরিকল্পনা করতে হবে কল্যাণমুখী,সুদূরপ্রসারী, দীর্ঘস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে এবং তার সাথে অন্যান্য দেশের সাথে ব্যয় সামঞ্জস্য রাখতে হবে। ব্যয় সংকোচনের জন্য ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে ওঠে কাজ করতে হবে। যারা সম্পদের সঠিক হিসাব দিতে না পারবে তাদের সম্পদকে বাজেয়াপ্ত করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিতে হবে। প্রাবাসী রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের প্রবাসে জীবনমানের নিরাপত্তা বিধানে দূতাবাসগুলো আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। তাদের সমস্যাকে দূতাবাসের কর্মকর্তা কর্মচারী নিজেদের সমস্যা মণে করতে হবে। দেশটাকে ভালোবাসতে হবে নিজের সন্তানের মতো, নিজের পিতামাতার মতো। সন্তান বা পিতামাতার অসুখ কিংবা কোন দুর্ঘটনায় যেমন অস্থির হয়ে পরি তার মঙ্গলের জন্য দেশের জন্যও ঠিক সেইভাবে ভাবতে হবে।

www.jonmobhumi.com

VOL. 23, No. 45, Thursday 26 January 2023, Weekly Janmobhumi

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

সাহিত্য

প্রাকৃতিক
নির্মলেন্দু গুণ

ফুলের ভিতরে তৈরি হচ্ছে গন্ধ।
আকাশের গর্ভে তৈরি হচ্ছে সূর্য।
বৃষ্টির জন্য তৈরি হচ্ছে মেঘদল।
মনের মধ্যে তৈরি হচ্ছে আনন্দ।
সিংহের জন্য জন্ম নিচ্ছে হরিণ।
দিনের জন্য তৈরি হচ্ছে রাত্রি,
রাত্রির জন্য প্রস্তুত হচ্ছে দিন।
গাছের ডালে ডালে সুগন্ধি মুকুল,
নদী বানাতে সম্মত হয়েছে দু'কূল।
তোমার জন্য বড়ো হচ্ছি আমি,
আমার জন্য বড়ো হচ্ছো তুমি।

যে অন্ধ পথিক
মতিন রায়হান

সহাস্য মুখের কাছে জমা আছে প্রণয়ের ফুল
সুরভি তো ছড়াবেই! পুষ্পগন্ধময় যৌবনের পথ
আঁকাবাঁকা; কখনও কখনও পায়ে বিঁধে কাঁটা;
রক্তক্ষরণের স্মৃতি মুছে ফেলা ভীষণ কঠিন!
যে অন্ধ পথিক ঘ্রাণ শুঁকে চিনে নেয় নিজের
ভুবন, কী করে ভোলাবে তাকে যৌবনের রং?
পথেরা থাকুক তবে নদীর জলের মতো একা
আর ভারি ঘূর্ণমান ... দেখা তো হবেই একদিন!
ধীবরের একাগ্রতা নিয়ে জলের শস্যের টানে
জাল ফেলে দেখো- রাশি রাশি আলোর ঝিলিক!
রাতের আঁধার ফুঁড়ে উড়ে যায় রতিমগ্ন পাখি
মিলনের সপ্তসুরে বাঁধা পড়ে দেহ ও প্রকৃতি;
এ রকম বিভোর সময়- আচানক বলে দেবে : ভুল?
সহাস্য মুখের কাছে জমা আছে প্রণয়ের ফুল!

শীত-গ্রীষ্মের দূরত্ব
টোকন ঠাকুর

গ্রীষ্ক্ম ঘুমাচ্ছে এখন
জেগে উঠল শীত
আমরা যেমন আছি
পুরো বিপরীত
ব্যাগ ভরা বর্ধমানে
তুমি গাও গীত
আমিও গণনা করি
পকেটে অতীত
এভাবেই বসে থাকি
রোদের আশায়
গ্রীষ্ক্ম ও শীতের ভালো
হবে না বাসায়
আকাশ উপুড় হয়
মাটিও তো চিত
গ্রীষ্ক্ম থাকব আমি
তুমি দূর-শীত

www.jonmobhumi.com

তৃতীয় লিঙ্গ,লড়াই যখন নিজের শরীরের সঙ্গে
মৌলি আজাদ

ব্যক্তিগতভাবে বেশ কয়েকজন ক্যান্সার রোগী, প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। এই তিন শ্রেণির জীবন যেন নিজ নিজ শরীরের সঙ্গে লড়াই। এখানে কথা আছে, প্রত্যেকে তার এই সংগ্রামে পাশে পাচ্ছেন নিকটজনকে, কিন্তু তৃতীয় লিঙ্গের পাশে কেউ নেই। তার এই সংগ্রাম আজীবন একা। যখনই বুঝতে পারছে, সে তৃতীয় লিঙ্গের একজন, তখনই ভয়, লজ্জা, আড়ষ্টতা ও হীনম্মন্যতা তার ভেতরে বাসা বাঁধে। সে বুঝতে পারে, সে মূল জনস্রোতের কেউ নয়। পরিবারের কাছেও সে দায়। আর তাই সেখান থেকে পলায়নে মেলে তার মুক্তি।

এ জীবনটা তারা তালি বাজিয়ে, রংচং মেখে কোমর দুলিয়ে কাটিয়ে দেয়। আমরা যারা 'নরমাল' মানুষ তাদের কাছে নানা ফন্দি-ফিকির করে তারা টাকা-পয়সা চেয়ে নেয়, আর আমরা হই চরম বিরক্ত। তাদের জীবনের গল্প শোনার পর আমার মনে হয়েছিল, তারা আমাদের সঙ্গে রাস্তাঘাটে যে আচরণ করে, তা মূলত খুবই মৃদু খারাপ আচরণ। তাদের তো

আসলে এ পুরো পৃথিবীর ওপরেই ঘৃণা জন্মানোর কথা! সম্মান, সমানাধিকার, উত্তরাধিকার- এসব তাদের প্রাপ্য নয় বলেই তারা বেড়ে ওঠে।

আমরা জানি, বাংলাদেশ সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সব নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান। সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না। ২৯(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী- 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের অযোগ্য হইবে না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।' সংবিধানের এই দুটি অনুচ্ছেদে নারী-পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণের কথা বলা হলেও তৃতীয় লিঙ্গকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা, সে বিষয়ে কোনো স্পষ্ট নির্দেশনা নেই। সংবিধান প্রদত্ত যেসব অধিকার আমরা ভোগ করি তা কিন্তু তৃতীয় লিঙ্গের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যদিও বাস্তবতা ভিন্ন।

২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে আমাদের দেশে তৃতীয় লিঙ্গ রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পায়। যেখানে বলা হয়, 'বাংলাদেশ সরকার হিজড়া সম্প্রদায়কে হিজড়া লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।' নিঃসন্দেহে হাজারো 'না'-এর মাঝে এটি হিজড়া সম্প্রদায়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাওয়া। তার পরও তৃতীয় লিঙ্গদের নিয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় তাদের সমস্যা কিন্তু রয়েই যায়।

সরকারি হিসাবমতে, দেশে প্রায় ১২ হাজার তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ রয়েছে। তারা মূলত পরিবারের সঙ্গে থাকে না এবং বেশিরভাগ তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ শিক্ষিত নয়। তাই তারা মূলত যৌনকর্ম ও চাঁদাবাজি পেশায় যায়। বর্তমানে তৃতীয় লিঙ্গের সামাজিক স্বীকৃতি মেলায় তারা যেসব চাকরি পায় তাও বলতে গেলে তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণির। আবার এসব চাকরি পেতে হলে তাদের ধাপে ধাপে নানা মেডিকেল পরীক্ষার ভেতর দিয়ে যেতে হয়, যা তাদের এই কষ্টকর জীবনের ওপর যেন আরেক কষ্টকে চাপিয়ে দেওয়া। তারা ভালো চাকরি পাবে না, তা খুবই 'স্বাভাবিক'। কারণ তারা বেশিরভাগই শিক্ষিত নয় (বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে মাত্র ২ শতাংশের কিছু বেশি শিক্ষিত)।

কথা হলো, তারা কোন প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা নেবে? তারা কি পারে আমাদের মতো অন্য সবার সঙ্গে বসে ক্লাস করতে? এ রকম ক্লাসরুমের পরিবেশ কি আমরা সৃষ্টি করেছি? মূলত তাদের কর্মসংস্থানের জন্য এখন দরকার একটি ডাটাবেজ তৈরি করা (তাদের সংখ্যা কত, কোথায় থাকে, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি সেখানে থাকবে)। ডাটাবেজ থাকলে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান সেটা দেখে যোগ্যতা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দিয়ে সহজেই তাদের কর্মসংস্থান করতে পারবে।

দেখা গেছে, তৃতীয় লিঙ্গদের শারীরিক সক্ষমতা খুব বেশি। মূলত তাদের ফিজিক্যাল ফিটনেস, কাজের পারদর্শিতা, সাহসিকতা বিবেচনা করে ট্রেনিং দিয়ে তাদের কর্মসংস্থান করা যেতেই পারে। ডিজিটাল বাংলাদেশ যেহেতু এখন স্বপ্টম্ন নয়, বাস্তব; সেহেতু তৃতীয় লিঙ্গদের তথ্যপ্রযুক্তির প্রশিক্ষণ দিয়ে এ খাতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। কিছুদিন আগে আমাদের দেশে তৃতীয় লিঙ্গদের জন্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যা নিঃসন্দেহে ভালো উদ্যোগ। সেই সঙ্গে মূলধারার কিছু বিদ্যালয়ও তাদের জন্য প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। তৃতীয় লিঙ্গরা যেহেতু তাদের শরীর নিয়ে নিজেরাই ভীষণ অস্বস্তিতে ভোগে; তাদের জন্য একটা স্পেশাল হাসপাতাল হওয়া জরুরি। যেখানে ডাক্তাররা তাদের নিয়ে কাজ করায় অভ্যস্ত বা স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবেন। তৃতীয় লিঙ্গরা আর কতকাল চিকিৎসাসেবা নিতে গিয়ে হাসিঠাট্টার কবলে পড়বে, বলুন? করোনার এ সময়ে তারা কতটুকু চিকিৎসাসেবা ও টিকা পাচ্ছে, তা কি আমরা অবগত?

সম্প্রতি সরকারিভাবে শেরপুর উপজেলায় কামারিয়া ইউনিয়নের আন্ধারিয়া সুতিরপাড় এলাকায় ২ একর জমির ওপর নির্মিত ৪০ জন তৃতীয় লিঙ্গের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য একটি করে বসতঘর, রান্নাঘর, একটি শৌচাগারসহ প্লট দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, সেখানে তাদের শুধু আবাসনের ব্যবস্থাই করা হয়নি; খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার জন্য একটি পুকুর, সবজি চাষ ও হাঁস-মুরগি পালনের জন্য জমি দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় আসবাবও দেওয়া হয়েছে। সরকারের এ উদ্যোগ এক কথায় প্রশংসনীয়।

এ বছরের বাজেটে প্রথমবারের মতো আমরা তৃতীয় লিঙ্গদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের প্রসঙ্গও আসতে দেখি, যা খুবই গুরুত্ব বহন করে। যদি কোনো প্রতিষ্ঠান তার কর্মচারীর ১০ শতাংশ বা ১০০ জনের অধিক তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তির নিয়োগ দেয়, তবে নিয়োগকারী কর রেয়াত পাবেন।

আমাদের মনে রাখতে হবে, তৃতীয় লিঙ্গদের কিন্তু কোনো পরিবার নেই। তাদের কেউ আর্থিক সহায়তা দেয় না। পরিবার-বিচ্ছিন্ন বিধায় তারা তাদের গুরুর অধীনে থাকে। তারা চাকরির জন্য হয়তো গুরুর ডেরাও ত্যাগ করতে পারে। কিন্তু চাকরির প্রত্যাশা করে না পেলে গুরুর ডেরায়ও যাওয়ার পথ তাদের বন্ধ হয়ে যায়। সময় এখন তাদের দিকে আরও বেশি মনোযোগী হওয়ার।

তারাদের মিছিলে
সোমা মুৎসুদ্দী

তারাদের মিছিলে যাবে খোকা আজ
তাই শুনে তারারাও করে আছে সাজ।
মিটিমিটি আলো দেয় পিদিমটা জ্বেলে
তাই দেখে খোকাটার চোখে খুশি খেলে।
তারাদের সাথে হবে লুকোচুরি খেলা
তারার দেশেতে রবে কাটিয়ে সে বেলা।
তারা হাসে তারা গায় আলোর সে গান
তাই দেখে খোকাটারও ভরে ওঠে প্রাণ।

খোকার ছবি
সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী

মায়ের কাছে সবুজ খামে
আসলো চিঠি যেই
খোকন দেয় যুদ্ধের দিনে
খুলেন মা তো সেই।

শ্লোগান দিয়ে লিখেছে খোকা
আবেগে চিঠি কী যে
পড়েন মা তো কাঁদেন খুব
চোখটা জলে ভিজে।

মায়ার খোকা গিয়েছে যুদ্ধে
বুকটা খালি করে
দেশটা খোকা স্বাধীন করে
ফিরবে বীর ঘরে।

পথটা চেয়ে চিঠিটা বুকে
রাতটা নেই ঘুম
খোকার ছবি ঠোঁটে যে ধরে
আদরে দেন চুম।

মায়ের হাতের পিঠা
বিল্লাল মাহমুদ মানিক

শীতের সকালে মাটির চুলোতে
মাটির পাতিলে সেঁকে,
মজার মজার পিঠা বানিয়ে মা
থালা ভরে দেন রেখে।

পিঠার গন্ধে চোখ থেকে ঘুম
উড়ে যায় দূরদেশে,
তাড়াতাড়ি করে হাতমুখ ধুয়ে
পিঠা খাই হেসে হেসে।

চালের গুঁড়া ও খেজুরের গুড়ে
মা বানান সব পিঠা,
পুলিপিঠা আর ভাপাপিঠা খেতে
লাগে যে অনেক মিঠা।

আমি পিঠা খাই মা দেখেন চেয়ে
হাসেন মুচকি হাসি,
মায়ের হাতের পিঠা খেতে আমি
খুব বেশি ভালোবাসি।

রেশমি রুমাল
নুশরাত রুমু

হিমে মোড়া শীতের ভোরে
বেঁধেছিলে মায়াডোরে
ভালোবাসার রেশমি রুমাল হাতে,
নিস্তব্ধ দুপুরবেলা
মনে কত স্মৃতির ভেলা
বেলাশেষে হাঁটি তোমার সাথে।
শূন্যতার পর্দা ছিঁড়ে
লক্ষ- হাজার লোকের ভিড়ে
বিবশ করা বিষণ্ণ সুর বাজে,
তাপ দগ্ধ ঘরের ছাদে
অপেক্ষার প্রহর কাঁদে
মন বসে না ঘরকন্নারই কাজে।
শঙ্কা চোখে অঙ্ক কষে
অবজ্ঞা সব দুয়ারে বসে
রুপালি চাঁদ হাতড়ে বেড়াই রাতে,
শৃঙ্খলিত মনের আবেগ
রৌদ্র মাঝে ঐ ছেঁড়া মেঘ
কিসের মন্ত্রে উল্লাসে আজ মাতে?

মাঘের শীত
জাহাঙ্গীর চৌধুরী

মাঘ এসেছে কাঁপ উঠেছে
জোয়ান বৃদ্ধের গায়ে।
সূর্য মামা দেয় না দেখা
শহর কিংবা গাঁয়ে।
ধনীর গায়ে লাগে না শীত
আছে ওমের বসন।
গরীব দুখী উদাম দেহে
করছে শুধু টনটন।
বনেবাদাড়ে পল্লব ঝরে
ভীষণ মর্মর সুরে।
ভোমর ছুটে সরষে ক্ষেতে
মধু খেতে ভোরে।
শীত ছুঁয়েছে বাঘের গতর
কাঁপছে এখন থরথর।
শীত এসেছে নদীনালায়
মাছ হয়েছে নিথর।
শীত এসেছে নিশির বুকে
কুহেলি দেয় চাদর।
শীতে কাঁদলে দুধের শিশু
মায়ে করে আদর।।

সূর্যি মামার প্রেমে
আতিকুর রহমান

বনের রাজা বাঘ মামাটা
শীতের কাছে হারে
শীতকালে তাই রোদের কদর
খুব বেশি যে বাড?ে।

পূব আকাশে সূর্যি মামা
যখনই দেয? উঁকি
পশু পাখি কিংবা মানুষ
সবাই যেন সুখী।

ইচ্ছে ইচ্ছে লাগে গায?ে
সূর্যি মামার আলো
আমন ধানের পিঠা খেতে
কি যে লাগে ভালো।

শিশির ভেজা দূর্বা ঘাসে
সূর্য মামা এলে
হীরের মতো চমক দেখায?
শিশিরকণা হেলে।

শীতের দিনে সূর্যি মামার
আমিও পড?ি প্রেমে
তাইতো তার এই স্মৃতিগুলো
বাঁধলাম ছড?ার ফ্রেমে।

কবি লেখকদের প্রতি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে প্রকাশের জন্য যারা কবিতা গল্প,প্রবন্ধ প্রেরণ করেন তারা আগের লেখা প্রকাশিত হওয়ার পরই শুধু নতুন লেখা পাঠাবেন, কোন কবিতা গল্প প্রবন্ধ চার সপ্তাহের মধ্যে প্রকাশিত না হলে অমনোনীত বলে গণ্য হবে।
- সম্পাদক

ধর্ম

ইষ্টভৃতি মহাযজ্ঞ; পঞ্চ যজ্ঞের সমাহার

জেপুলিয়ান দত্ত জেপু

(গত সংখ্যার পর)

নৃ-যজ্ঞঃ ধনী-দরিদ্র,পন্ডিত-মূর্খ,শিক্ষিত-অশিক্ষিত,সুশ্রী-বিশ্রী,সুন্দর-অসুন্দর,সত্য-মিথ্যা,উচ্চ বর্ণ,নিম্ন বর্ণ,ছোট-বড়,জাতি-ধর্ম সবাই এক বিশ্ব পিতার সৃষ্টি। সবাই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু আপাতত কত প্রভেদ। জ্যেষ্ঠের প্রতি কনিষ্ঠের সম্মান ভদ্রতার অঙ্গ। আবার কনিষ্ঠের প্রতি জ্যেষ্ঠের উন্নতির পথ সুগম করে দেওয়াও জেষ্ঠ্যের কর্তব্য। শিক্ষিত যখন অশিক্ষিতদের শিক্ষার পথ প্রস্তুত করে দেন তখন শিক্ষিত জনের মর্যদা বৃদ্ধি পায়। ধনী যখন গরীবের অর্থ রোজগারের পথ তৈরি করে দেন তখন সেই ধনী গরীয়ান হয়ে উঠে। উচ্চবর্ণের লোকেরা যখন নিম্ন বর্ণের লোকদের ধর্মের পথ প্রশস্ত করে দেন,তাদের সামাজিক মর্যদা দেন তখন উচ্চ বর্ণের বংশ মর্যদা বৃদ্ধি পায় এবং সমাজে মহীয়ান হয়ে উঠেন। সংখ্যাগুরু যখন সংখ্যা লগুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন,তখন একটি দেশের সার্বভৌমত্ব শক্তিশালী হয়,উন্নয়ন বৃদ্ধি হয়,অন্য দেশের সাথে সুসম্পর্ক বজায় থাকে।সুন্দর যখন কুৎসিতকে ভাই বলে কাছে টেনে নেয় তখনই সুন্দরের মর্যদা রক্ষা পায়। যদি সুন্দর হতে ইচ্ছে করে বিশ্রীকে সুন্দর দেখতে হবে। বড়রা ছোটদের স্নেহের চোখে দেখবে আর ছোটরা বড়দের শ্রদ্ধার চোখে দেখবে।এই পারস্পরিক সেবা ধারাকে নৃ-যজ্ঞ বলে।

?ভূতযজ্ঞঃ পশু,পাখী,কীট পতঙ্গ,গরু,ছাগল,হাঁস,মুরগী প্রভৃতি প্রাণি এমন কি প্রতিটি ফড়িং,প্রতিটি পিপড়া, প্রতিটি কেঁচো পর্যন্ত পরমপিতার সৃষ্ট জীব। তারা মানুষের বাঁচার সহায়ক। তাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য আছে। তাদের সেবা করলে তারা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে আমাদের মঙ্গলের জন্য। তেমনি গৃহপালিত ও অন্যান্য প্রতিটি জীবের সেবা করলে তারা সেবা পেয়ে সেবকের মঙ্গল কামনা করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে।তাদের পরিতৃপ্তির জন্য এই ভূতযজ্ঞ। যারা এ যজ্ঞ করেন তারাই এর ফল ভোগ করে থাকেন।

উপরোক্ত এই পাঁচটি যজ্ঞের নাম পঞ্চ মহাযজ্ঞঃ নাম ইষ্টভৃতি মহাযজ্ঞ। এ যজ্ঞ দীক্ষিত প্রত্যেকের প্রতিদিন অবশ্যই করণীয়।

এ যজ্ঞকে সামর্থ যজ্ঞও বলা হয়। যারা এ যজ্ঞ প্রতিনিয়ত পালন করেন তারা চতুর্দিকে সামর্থবান হয়ে উঠেন। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে জলান্ন গ্রহনের পূর্বে অতিভক্তি ও বিনম্রচিত্তে সৎসঙ্গীরা এ পঞ্চ মহাযজ্ঞ সমাপন করার পর আহার গ্রহণ ও বিভিন্ন কাজ কর্মে নেমে পড়েন। এ মহাযজ্ঞের ফল ক্রমাগত ধীরে ধীরে ফলতে থাকে।

অতি প্রাচীন কাল থেকে উৎপাদিত শস্য সবার আগে অগ্রভাগ ভগবানকে নিবেদন করার প্রচলন ছিল,এখনও আছে। প্রতিটি কাজকর্ম শুরুতে ভগবানের নাম বা দেবতার পূজো দিয়ে সবাই ভোগ করে থাকে। এমনকি শাস্ত্রানুযায়ী যেকোনো আহারের পূর্বে ভগবানকে নিবেদন করে খেতে হয়।

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, “পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ আমার।তোমরা এর অগ্রভাগ আমাকে নিবেদন করে তবে তোমরা এর ভোগ বা ব্যবহার করবে। ভগবানের সৃষ্ট সকল প্রকার উপদান বা খাদ্য শস্যের অগ্রভাগ ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন না করলে তাতে চৌর্য বৃত্তি অবলম্বন করা হয়।”

চাষী ধান ও বিভিন্ন শস্য তুলে এনে গোলাজাত করে। গোলা থেকে তুলে আগ ধান রাখার প্রচলন অনেক পুরোনো। গৃহস্থ মায়েরা রান্নার জন্য চাল নেবার সময় আগ রাখে, চাকুরীতে প্রাপ্ত প্রথম অর্থের একাংশ ভগবানের জন্য নিবেদিত হয়। যারা ব্যবসা করে আয় করে, তাদের আয়ের প্রথম অর্থের একাংশ ভগবানের জন্য নিবেদন করার প্রথা আছে। নতুন গাছের প্রথম ফল, গাভীর দুধের প্রথমাংশ দেবতাকে নিবেদন করার বিধান প্রচলিত আছে। এ সব করণীয় পঞ্চ মহাযজ্ঞের নামান্তর ও একই ধারা। মুসলমানেরা যাকাত প্রদান করে,বৌদ্ধ সম্প্রদায়েরা ছোয়াইং (সিয়ং) দেয়,খ্রীস্টান সম্প্রদায় গীর্জায় দান করার প্রথাও এই যজ্ঞের নামান্তর। তাই শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র বলেছেন,

”সবচেয়ে তোর বড় ধান্ধা ইষ্টভৃতি হলে,
তখন থেকে দেখতে পাবি জীবন কেমন ফলে।”

ইষ্ট অর্থ মঙ্গল আর ভৃতি অর্থ ভূজ্য। অর্থাৎ ইষ্টভৃতি মানে মঙ্গলের জন্য ভূজ্য। এ ইষ্টভৃতি মহাযজ্ঞ নিজের,পরিবারের,আত্মীয় স্বজনের,পূর্বপুরুষের, প্রতিবেশীর,সমাজের,দেশের ও বিশ্ববাসীর মঙ্গল কামনার্থে পালন করতে হয়।

লেখকঃ শিক্ষক ও সাংবাদিক

মুমিন জীবনে রাসূলপ্রেমের অপরিহার্যতা

এইচএম হুজাইফা মাহমুদ

(গত সংখ্যার পর)

কিন্তু মানুষ এই ভালোবাসা বা প্রেমের জায়গা নির্বাচনে ভুল করে জেনে, না জেনে। ইমাম মালেক রহ: বলেছেন, ‘শেষ জামানার উম্মত সততা, সফলতা পাবে কেবল ওই জিনিসের মাধ্যমে যার মাধ্যমে পেয়েছিল প্রথম মুসলমানগণ।’ অর্থাৎ সাহাবিরা।

প্রেম সর্বদা ফুটনোন্মুখ। প্রকাশোন্মুখ। সেটা চলনে হোক বা বলনে। রাসূলপ্রেম যে যুগেই মুমিন জীবনে বেশি প্রকাশ পেয়েছে সে যুগেই তারা সব সভ্যতাকে পেছনে ফেলে পুরো বিশ্বের আইডলে পরিণত হয়েছে। সেই প্রেম পরিত্যাগ করে আজ আমরা সর্বস্বান্ত। পশ্চিমীয় নগ্ন সভ্যতা-সংস্কৃতি আমাদের দিগম্বর হতে বাধ্য করেছে।

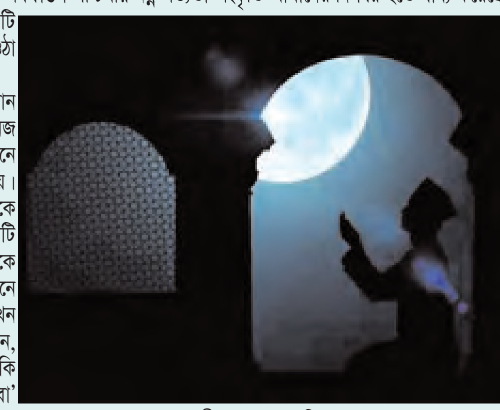

সুতরাং মুমিন জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে রাসূলপ্রেম ফুটে ওঠা অত্যাবশ্যক।

হজরত হুজাইফা রা: যখন ইরান আক্রমণ করেন কিসরা তাকে নিজ দরবারে আমন্ত্রণ জানান। সেখানে গেলে প্রথমে আপ্যায়ন করা হয়। খাবারের সময় তার হাত থেকে লোকমা পড়ে যায়। তিনি সেটি তুলে খেতে চাইলে পাশ থেকে একজন সাহাবি বললেন, ‘এখানে এমনটি না করলেও হয়’। তখন তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছিলেন, ‘এই নির্বোধদের জন্য আমি কি রাসূলের সুন্নত ছেড়ে দেবো’ (মুফতি ত্বকি উসমানীর বয়ান সঙ্কলন থেকে)? চলনে-বলনে নবীর সুন্নতের প্রতি প্রেমের এমন প্রকাশ তাদের ইতিহাসের হিমাদ্রিতে পৌঁছে দিয়েছিল। আসআদ মুলতানি বলেছেন, সুন্নত পালনে যদি তুমি মানুষের ভয় করো, তাহলে জামানা তোমার ওপর হাসতেই থাকবে (উর্দু কবিতা থেকে অনুবাদ)।

নবীজির প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের আরেকটি চিত্র দেখতে পাই উম্মুল মুমিনিন উম্মে হাবিবা রা:-এর জীবনে। একবার তার পিতা আবু সুফিয়ান তার সাথে দেখা করার জন্য মদিনায় আসেন। আবু সুফিয়ান বিছানায় বসতে গেলে উম্মে হাবিবা রা: বলেন, বাবা একটু দাঁড়ান! তখন তিনি বিছানার চাদর তুলে ফেলেন। তারপর পিতাকে বসতে বলেন। আবু সুফিয়ান বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন, এমনটি কেন করলে? তখন উম্মুল মুমিনিন রা: পিতাকে যুগান্তকারী জবাব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘এই চাদরে রাসূল সা: বসেন। আপনি বসতে পারবেন না। আপনি কাফের হওয়ার কারণে নাপাক।’ আম্মাজান-এর সেই উত্তর এখনো মনের গহিনে ঝড় তোলে। বলে দেয়, কিভাবে রাসূলকে ভালোবাসতে হবে? কী পরিমাণ ভালোবাসতে হবে? মুমিন-জীবনে রাসূলপ্রেম কতটুকু প্রকাশ পাবে?

রাসূলপ্রেমের এমন গভীর চিত্র প্রকাশ করেই তো সেই সময় মুসলমানরা পদদলিত করেছিল তৎকালীন পৃথিবীর দুই পরাশক্তিকে। এর ঠিক উল্টো চিত্র বর্তমানে রাসূলপ্রেম ছেড়ে দিয়ে মুসলমানরা আজ নিজেরাই দলিত মথিত সবখানে। তাই রাসূলপ্রেমই মুমিন জীবনের পাথেয়, চলন শক্তি।

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমি
Vol. 23, No. 45, Thursday 26 January 2023, Weekly Janmobhumi

ঢাকা কড়চা

কেন ঢাকা আসছে মানুষ?

ঢাকা, মোবারক হোসেন। বয়স বত্রিশ। চেহারায় চিন্তার ছাপ। মাথায় কাপড় মোড়ানো। খোলা আকাশের নিচে তার বসবাস। প্লাস্টিকের বোতল ও কাগজ সংগ্রহ করে তা বিক্রির টাকায় চলে জীবন। মোবারকের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। সেখানে একটি অটোরিকশা ভাড়ায় চালাতেন তিনি। রিকশাটি চুরি হয়ে যায় বছর খানেক আগে। যাত্রী বেশে ৩ যুবক চুরি করে তার রিকশাটি।

এরপর ওই ৩ তরুণসহ তার নামে একটি মামলা দায়ের করেন অটোরিকশার মালিক। মামলার ভয়ে ঢাকায় চলে আসেন মোবারক। ঢাকায় এসে আবার রিকশা চালানো শুরু করেন। এখানেও পরপর দুইটি রিকশা চুরি হয় তার।

শুক্রবার দুপুরে হাইকোর্ট মাজারে দেখা হয় মোবারকের সঙ্গে। সেখানে তিনি নামাজ শেষে খাবারের অপেক্ষায় ছিলেন। মোবারকের ভাষ্যমতে, বাড়িতে জায়গা-জমি, পরিবার সব আছে। আমি অটোরিকশা ভাড়া নিয়ে চালাতাম। একদিন ৩ যুবক আমার রিকশায় ওঠে। পরে তারা আমাকে মারধর করে রিকশা চুরি করে নিয়ে যায়। এরপর মালিক টাকার জন্য চাপ দিতে থাকে। ওই ৩ জনকে আমি মোটামুটি চিনতাম। তারা এই কাজ করবে আমি ভাবতে পারিনি। এই রিকশার দাম ৬০ হাজারের বেশি। তারা নিয়ে হয়তো ২০ হাজার টাকা বিক্রি করেছে। কিন্তু মালিককে তো আমার টাকা দেয়া লাগবে। এই রিকশা চালিয়ে যা আয় হতো তা পরিবারকে দিতাম। বাবা ডায়াবেটিসের রোগী ছিলেন। ৩ বছর আগে মারা যান। আমার আর ওই ৩ ছেলের নামে মামলা করে রিকশার মালিক। মামলার ভয় ও টাকার চাপে ঢাকায় এসেছি। গ্রামের মামলার চেয়ে মানসম্মানটা বেশি বড়। এক বছর হলো রিকশাটি চুরি হয়েছে আমার। ঢাকায় এখন প্লাস্টিক ও কাগজ টোকাই। কখনো কখনো বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েও ধোয়ামোছার কাজ করি। পরিবারের সবাইকে ছেড়ে পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে এখন আমি রাস্তায় পাগলের মতো ঘুরছি। তিনি বলেন, করোনার আগে মালয়েশিয়া পাঠানোর জন্য দালালের মাধ্যমে টাকা দেয় আমার পরিবার। সেখানেও যেতে পারিনি।

শুধু মোবারক নয়, কাজের সন্ধানে রেলস্টেশন, বাস টার্মিনাল, লঞ্চ ঘাটে প্রতিদিন এসে নামেন অনেক মানুষ। গ্রামে কাজ না থাকায় শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বেকার যুবক ও বয়স্করা ছুটে আসেন কর্মব্যস্ত এই নগরে। ছোটবড় বিভিন্ন কাজে যুক্ত হচ্ছেন তারা। আবার কাজের খোঁজে রাতদিন হন্যে হয়ে ঘুরছেন অনেকে। কেউবা আবার ঘুরছেন মামলার বোঝা কাঁধে নিয়ে। রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ঘুরে কথা হয় ঢাকায় আসা বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে।

করোনাকালে কাজের সুযোগ কমে যাওয়া বা কর্মক্ষেত্র হারিয়ে অনেকে যেমন ঢাকা ছেড়েছেন তেমনি গ্রামের অনেক কর্মহীন মানুষ রাজধানীতে আসছেন কাজের খোঁজে। তবে অর্থনৈতিক সংকট আর নিত্যপণ্যের উচ্চ মূল্যের এই সময়ে ঢাকায় কাজ করতে আসা মানুষদেরও খুব একটা স্বস্তি মিলছে না।

একজন ৩০ বছর বয়সী সৈকত। পরিবারের সঙ্গে দেখা নেই দুই বছর ধরে। অনার্স-মাস্টার্স শেষ করে ছুটছিলেন চাকরির জন্য। চাকরি যোগাড় করতে না পেরে এলাকায় ব্যবসা শুরু করেন। ব্যাংক ও এনজিও থেকে ঋণ নেন। এই ঋণের কিছু টাকা পরিশোধ করতে পারলেও কিছুদিন পরে ব্যবসায় লোকসান হয় তার। অসহায় হয়ে পড়েন সৈকত। বাড়িতে বয়স্ক বাবা-মা তার। একসময় লোনের টাকা আর পরিশোধ করতে পারছিলেন না তিনি। একপর্যায়ে মামলা হয় তার নামে।

সৈকত বলেন, পড়াশোনা শেষ করে ইচ্ছে ছিল চাকরি করবো। কিন্তু ভালো কোনো চাকরি না পেয়ে ব্যবসা শুরু করি। ব্যবসার জন্য কিছু টাকা ধার-দেনা করি। এদিকে অন্য বন্ধুরাও আমার কাছ থেকে বেশকিছু টাকা ধার নেয়। সব মিলিয়ে ভালোই যাচ্ছিল। হঠাৎ বন্ধুরা আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে অনেকে গা-ঢাকা দেয়। এদিকে আমার ব্যবসায় যা আয় হয় তা দিয়ে দেনা পরিশোধ করতে থাকি। একসময় ব্যবসা নষ্ট হয়ে যায়। টাকা দিতে না পারায় আমার নামে মামলা হয়। পুলিশ আমার বাড়ি এসে হয়রানি করতে থাকে। এক সময় আমি চলে আসি ঢাকায়। এখানে এসেও সবসময় আতঙ্ক ভর করে। শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলেও ভালো কোনো চাকরিতে এপ্লাই করতে পারছি না। বাড়িতেও বাবা-মাকে দেখতে যেতে পারি না।

নিলক্ষেত মোড়ে রিকশায় যাত্রীর অপেক্ষায় ছিলেন হাবিবুর রহমান। তিনি লালমনিরহাট থেকে এসেছেন। হাবিবুর বলেন, ২৭-২৮ বছর ধরে ঢাকায় রিকশা চালাই। দেশে কোনো জমিজমা নেই। পরের জমিতে কাজ করে আর সংসার চালানো যায় না। যে বাড়ির জায়গা আছে এই রিকশা চালিয়ে তা দিয়ে জমি কিনে একটা বাড়ি করেছি। ৪ সন্তান আমার। এখন যা আয় হয় তা দিয়ে সংসার চালানো খুব কষ্টের। মাসে ১৩-১৪ হাজার টাকা হয়। বাড়িতে খরচ পাঠাতে হয়। নিজের খরচ আছে। গ্রামে কৃষি কাজ সবসময়ও থাকে না। পরিবার নিয়ে ঢাকায় থাকলে আরও যন্ত্রণা বেড়ে যাবে। আয়ের সঙ্গে ব্যয় মেলাতে হিমশিম খেতে হবে।

৩ মাস আগে জামালপুর থেকে ঢাকায় এসেছেন রহিম মোল্লা। তিনি হেঁটে হেঁটে পান সিগারেট বিক্রি করেন। রহিম বলেন, গ্রামে একটি মুদি দোকানে কর্মচারী হিসেবে কাজ করতাম। ৫ মাস আগে দোকানের মালিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর তিনি দোকান বন্ধ করে দেন। আমিও বেকার হয়ে পড়ি। গ্রামে অন্য কোনো কাজ তেমন পাওয়া যায়নি। এলাকার এক চাচার পরামর্শে ঢাকায় চলে আসি। এখানে এসে হেঁটে হেঁটে পান সিগারেট বিক্রি করি। মোটামুটি ভালো আয় হয়। বাড়িতে বাবা-মাকে টাকা পাঠানো লাগে।

জামাল হোসেন বলেন, রংপুরে আমাদের বাড়ি। ২০০৬ সাল থেকে ঢাকায় রিকশা চালাই। যখন ফসল থাকে তখন কাজের জন্য গ্রামে চলে যাই। এক সপ্তাহ পরেই ধান লাগানোর জন্য জমি ঠিক করতে যাবো। বাড়িতে বউ-বাচ্চা রয়েছে। তাদের খরচ পরের জমি চাষ করে চালানো সম্ভব হয় না। এখন বয়স হয়েছে। আরও কিছুদিন রিকশা চালিয়ে বাড়িতে চলে যাবো। সেখানে গিয়ে গরু পালবো। এই গরু কিনতেও অনেক টাকার প্রয়োজন।

ফুটপাথে পলিথিনের ছাউনি দিয়ে ছোট ঘর করে থাকেন রাবেয়া ও তার স্বামী। তিনি বলেন, এক বছর ধরে ঢাকায় থাকি। পটুয়াখালী আমাদের বাড়ি। গ্রামে ঘরবাড়ি কিছু নেই। সব নদীতে ভেঙে নিয়ে গেছে। গ্রামে কাজেরও কিছু নেই। আমাদের তো বাঁচতে হবে। ঢাকায় এসে আমি ও আমার স্বামী যখন যেটা পাচ্ছি তখন সেটা করছি। দিনে মোটামুটি যা আয় হয় তা দিয়ে খাবার খরচটা হয়ে যাচ্ছে। এভাবে কিছুদিন পর পর ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে থাকি।

গুলিস্তানে ফুটপাথে ফল বিক্রি করেন আসিফ। তিনি বলেন, গ্রামে তেমন কোনো কাজ পাওয়া যায় না। সেজন্য ঢাকায় এসেছি। এখানে এসে ফল বিক্রি করি। আগে একটি জুতার দোকানে কর্মচারী হিসেবে কাজ করতাম। সেখানে তেমন আয় হতো না। এখন মোটামুটি ভালো আয় হচ্ছে। প্রতিদিন ১ হাজার টাকা লাভ থাকে। মাঝে মাঝে গ্রামে গিয়ে কৃষিকাজও করি। বাড়িতে বাবা-মা ও ছোট ১ ভাই আছে। বাবার বয়স হওয়ায় সংসারের খরচটা আমাকেই চালাতে হয়।

ছোট্ট শিশু রাকিব। ঘুরে ঘুরে পানি বিক্রি করে। রাকিবের মা ফুল বিক্রি করেন। দুইজনের আয়ের টাকা দিয়ে চলে তাদের সংসার। রাকিব বলে, আমি ঘুরে ঘুরে পানি বিক্রি করি। আমাদের বাড়ি নেত্রকোনা। বাবা আরেকটি বিয়ে করায় মা আমাকে নিয়ে ঢাকায় চলে আসেন। গ্রামে একটি ঘর ছাড়া কিছুই নেই আমাদের। মা ফুল বিক্রি করার পাশাপাশি বাসাবাড়িতেও কাজ করেন। আমাদের দুইজনের টাকায় কোনোমতে সংসার চলে। গ্রামে থাকলে তো না খেয়ে থাকতে হতো। বাবাও আমাদের খোঁজ রাখেন না।

দেশে পা দিয়েই বাড়তি ভাড়ার ফাঁদে প্রবাসীরা

ঢাকা,কুয়েত থেকে ঢাকা এসেছেন হোসেন আলী। সোমবার সকালে শাহ্?জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান তিনি। নিজ জেলা সাতক্ষীরায় যাবেন। এজন্য আগে নবীনগর গিয়ে সেখান থেকে বাসে উঠবেন। বিমানবন্দরে পার্কিং করা একটি প্রাইভেটকারের সঙ্গে দরদাম করলেন। গাড়িচালক নবীনগর যেতে ভাড়া হাঁকালেন ২ হাজার টাকা। হোসেন আলী বলেন, এয়ারপোর্ট থেকে নবীনগরের ভাড়া আছে সর্বোচ্চ ১ হাজার টাকা। কিন্তু এখানে সব গাড়ি বেশি ভাড়া চাইছে। ২ হাজার টাকার কমে কেউ যেতে চাইছে না। ঢাকায় পা দেয়ার পর প্রথম গাড়িতে উঠবো তাতেই বাড়তি ভাড়া দিতে হচ্ছে।

আমাদের ঘাম ঝরা টাকা এভাবে খরচ করতে কষ্ট লাগে। তাও উপায় না পেয়ে বাধ্য হচ্ছি। বাসায় তো যাওয়া লাগবে।

এয়ারপোর্ট বিমানবন্দর থেকে টঙ্গী যাবেন জহিরুদ্দিন। গাড়ির জন্য ৩০ মিনিট দাঁড়িয়ে আছেন। দরদাম করে একটি প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করলেন ১ হাজার টাকায়। তিনি বলেন, এখান থেকে টঙ্গী মাত্র ৭ কিলোমিটার রাস্তা। অথচ ১ হাজার টাকা ভাড়া দিয়ে যাওয়া লাগছে। ৪০০-৫০০ টাকার ভাড়া ৬০০-৭০০ হতে পারতো। কিন্তু ১ হাজার টাকার নিচে কেউ যাচ্ছে না। সোমবার সকালের বিমানে মতিন মিয়া ঢাকা এসেছেন মালয়েশিয়া থেকে। যাবেন আবদুল্লাহপুর। এয়ারপোর্ট টার্মিনাল থেকে বের হয়ে গাড়ির ভাড়া দরদাম করেছেন। পরে প্রাইভেটকারে ৬০০ টাকায় উঠলেন তিনি। বলেন, এখান থেকে বাসে গেলে ১৫ টাকা লাগে। কিন্তু সঙ্গে ভারি ব্যাগ আছে। এগুলো নিয়ে বাসে যাওয়া যাবে না। বাধ্য হয়ে গাড়ি নেয়া লাগলো। এই সুযোগটা নিচ্ছে গাড়ি চালকরা। বেশি ভাড়া নিচ্ছে আমাদের থেকে।

তার মতো একই অভিযোগ কাওসার মিয়ার। দোহা থেকে এসেছেন তিনি। যাবেন কেরানীগঞ্জ। প্রাইভেটকার চালক ২৫০০ টাকা ভাড়া চায়। কাওসার বলেন, এখান থেকে কেরানীগঞ্জে কোনোভাবেই ২৫০০ টাকা ভাড়া না। ১৮০০ টাকা বলছি তাও গাড়ি পাচ্ছি না। জেদ্দা থেকে এসেছেন নাজির মিয়া। তিনি বলেন, পুরাতন একটা প্রাইভেট নিলাম খিলগাঁও পর্যন্ত ১৫০০ টাকা ভাড়া। ভাড়াটা বেশি। অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি তাই নিয়ে নিলাম।

সরজমিন শাহ্?জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ঘুরে ও সূত্রে জানা গেছে, বিমানবন্দরে গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা ইজারা নিয়েছে পলাশ ইন্টারন্যাশনাল নামের একটি প্রতিষ্ঠান। মাঠে একটি গাড়ি পার্কিংয়ে জন্য ৮০ টাকা নেয় তারা। এছাড়া বহুতল কার পার্কিংয়ে প্রতিটি গাড়ির জন্য নেয়া হয় ১০০ টাকা। এসব গাড়ি ৩ ঘণ্টার জন্য রাখা যায় পার্কিংয়ে। যাত্রীদের নিয়ে আসা কিংবা ব্যক্তিগত এসব গাড়ির বাইরেও তাদের অধীনে প্রতিদিন ৪৫০-৫০০টি প্রাইভেটকার, মাইক্রোবাসসহ বিভিন্ন পরিবহন এয়ারপোর্ট এলাকায় গাড়ি পার্কিং সুবিধা পায়। যারা নিয়মিত এয়ারপোর্ট থেকে বিভিন্ন এলাকায় ভাড়ায় চলে। নিয়মিত ভাড়ায় চলা এসব গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য ২৫০ টাকা করে নেয় ইজারাদার প্রতিষ্ঠানটি। এতে করে ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত পার্কিং করে রাখার সুবিধা দেয়া হয়।

এয়ারপোর্ট এলাকায় ভাড়ায় চালিত এসব গাড়ি চালকরা নিজেদের ইচ্ছামতো ভাড়া হাঁকাচ্ছে। যাত্রীরা অভিযোগ করছেন, এসব গাড়িচালক প্রবাসী যাত্রীদের থেকে তুলনামূলক বেশি ভাড়া নিচ্ছেন। দেশে ফেরার সময় প্রবাসীরা পরিবার-পরিজনের জন্য নিয়ে আসেন নানান উপহার। এতে তাদের লাগেজ কিংবা ব্যাগগুলো ভারী হয়ে যায়। কিন্তু গাড়ি পার্কিং পর্যন্ত ট্রলি ব্যবহার করতে না পারায় এসব ভারী ব্যাগ হাতে কিংবা কাঁধে নিয়েই বহন করতে হয়। এতে বিমানবন্দরে নেমেই মালপত্র নিয়ে বিপাকে পড়তে হয় প্রবাসীদের। তাই বাধ্য হয়েই এয়ারপোর্টের ভেতরে পার্কিং করা গাড়ি ভাড়া নিয়ে গন্তব্যে যেতে হচ্ছে। তবে এয়ারপোর্ট থেকে নিয়মিত ভাড়ায় চলা এসব গাড়ির ভাড়া নির্ধারণ করা নেই। তাই যে যার যার মর্জিমতো বেশি ভাড়া নিচ্ছেন। এদিকে যারা এয়ারপোর্টে নিয়মিত গাড়ি ভাড়ায় চালান তারা বলছেন, এয়ারপোর্ট এলাকায় গাড়ি চালাতে খরচও তাদের বেশি হয়। যাত্রী না পেয়ে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। এছাড়া যাত্রীদের কাছে ভারী বস্তা থাকায় গাড়ির ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এজন্য তাদের ভাড়াও সেভাবে সমন্বয় করতে হয়।

এয়ারপোর্টে মাইক্রোবাস নিয়ে নিয়মিত ভাড়ায় চলেন পাপ্পু হোসেন। তিনি নিজেই গাড়ি কিনে পাঁচ বছর ধরে এয়ারপোর্টে ভাড়ায় চালান। পাপ্পু বলেন, পার্কিংয়ের জন্য এখানে ২৫০ টাকা দেয়া লাগে। যে গাড়িতে যাত্রী এনে দেয় তাকেও ২০০-৩০০ টাকা দেয়া লাগে। গাড়ি ধোয়া- মোছার খরচ আছে। সব সময় যাত্রী পাওয়া যায় না। সারা দিন এখানে থাকলে আমাদের চা-নাস্তার খরচও ২০০ টাকার মতো। আমাদের খরচ যেমন, তেমন ভাড়া চাই। তাছাড়া গাড়ির অপচয় আছে। প্রতিদিন যদি ৪-৫ হাজার টাকা ক্যাশ না থাকে তাহলে আমাদের তেমন লাভ হয় না। ফারুক হোসেন দীর্ঘদিন ধরে এয়ারপোর্টে প্রাইভেটকার ভাড়ায় চালান। তিনি বলেন, দেখা যায় আমরা বেশি ভাড়া নেই। কিন্তু আমাদের তেমন লাভ হয় না। মাসে ২০-২৫ হাজার টাকা আয় হয়। একদিনে ৪-৫ হাজার টাকা ক্যাশ হলে সেখান থেকে গাড়ির মালিককে দেয়া লাগে। আমাদের খাওয়া-খরচ আছে। এসব বাদ দিলে বেশি টাকা থাকে না। আবার প্রতিদিন এক সমান আয়ও হয় না।

১ বছরে সড়কে নিহত ১২৩৭

ঢাকা, বন্ধুর সঙ্গে মোটরসাইকেলে ঘুরতে বের হয়ে গত রোববার দুপুরে ভিক্টর পরিবহনের একটি বাসের চাপায় ঘটনাস্থলেই মারা যান শিক্ষার্থী নাদিয়া। দুই সপ্তাহ আগে নর্দার্ন ইউনিভার্সিটিতে ফার্মেসি বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন নাদিয়া। ১৯ বছর বয়সী নাদিয়া সুলতানার স্বপ্ন ছিল ফার্মাসিস্ট হবেন। ক্লাস করতে এক সপ্তাহ আগে নারায়ণগঞ্জের বাসা ছেড়ে উত্তরার একটি মেসে ওঠেন। এক সড়ক দুর্ঘটনায় তার সেই স্বপ্নযাত্রার ইতি ঘটলো। নাদিয়া নিহতের ঘটনায় ভিক্টর ক্লাসিক পরিবহনের চালক মো. লিটন ও হেলপার মো. আবুল খায়ের গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত বছরের ৫ই নভেম্বর বন্ধুর সঙ্গে ঢাকা-মাওয়া মহাসড়কে বেড়াতে গিয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় লাশ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ঢাকা কলেজের প্রথম বর্ষের এক শিক্ষার্থী। ঢাকা-মাওয়া মহাসড়কের নিমতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মো. সাবাব আজাদ নামের ওই তরুণের বাসা ঢাকার নিউমার্কেট এলাকায়।

Standard Express
A Subsidiary of Standard Bank Limited, Bangladesh
Licensed as a Money Transmitter by the NYS DFS & CA DBO

স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
স্ট্যান্ডার্ড এক্সপ্রেস থেকে দ্রুত ও নিরাপদে সরাসরি
ব্যাংকিং সিস্টেমে টাকা প্রেরন করুন।

- দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, সর্বাধুনিক প্রযুক্তি এবং সেবার উৎকর্ষতায় একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান
- গ্রাহকের সুবিধার্থে সর্বনিম্ন ফি/চার্জ
- প্রতিবছর লটারীর মাধ্যমে নির্বাচিত ১০০ জন গ্রাহক স্ট্যান্ডার্ড এক্সপ্রেস এর শুভেচ্ছা দূত হিসাবে বিনা ফিতে এক বছর টাকা পাঠাতে পারবেন।
- No Fee for Senior Citizens and New Customers

স্ট্যান্ডার্ড এক্সপ্রেস এর সেবা গ্রহন করুন
দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হোন।

Standard Express
Setting a new standard
Corporate Office
37-22 73rd Street # 2B, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 347-507-0242, Fax: 347-507-0343
www.standardmoneytransfer.com

Jackson Heights Branch
37-22 73rd Street # A2
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 347-507-0242
Fax: 347-507-0343

Jamaica Branch
167-15 Hillside Ave,
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-526-2868
Fax: 718-526-2978

Ozone Park Branch
74-19 101 Ave
Ozone Park, NY 11416
Tel: 917-300-6046
Fax: 917-300-6049

Bronx Branch
2166 Starling Ave
Bronx, NY 10462
Tel: 718-684-3466
Fax: 718-684-3467

Brooklyn Branch
498 McDonald Avenue
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-827-9666
Fax: 347-627-9667

Los Angeles Branch
4131 W 3rd Street, Unit #4
Los Angeles, CA 90020
Ph. 213.336.1810
Fax. 213.330.1811

এস,এন জুয়েলারী এন্ড রিপেয়ার

আপনার পছন্দের ২২, ১৮ এবং ১৪ গোল্ড জুয়েলারীর অর্ডার দিয়ে নতুন অলঙ্কার তৈরী, রিপেয়ার এবং পুরাতন সোনা দিয়ে নতুন অলঙ্কার তৈরী করে থাকি।
যোগাযোগ: স্বপন ধর
৩৪৭-৮৯১-৮৮৯১
৩৭-৪৯-৭৪ স্টিট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২
বর্তমানে সিটি ব্যাংকের পাশে,কম্বলের দোখান-এর বেইসমেন্ট

www.jonmobhumi.com

কলকাতা কড়চা

কেমন পাত্রী পছন্দ, জানালেন রাহুল গান্ধী

কলকাতা ডেস্ক ঃ ২৪ জানুয়ারি : বয়স ৫২। এখনো ভারতের 'মোস্ট এলিজেবল ব্যাচেলর' তিনি। কবে বিয়ে করবেন? প্রায় দুদশকের রাজনৈতিক জীবনে বহুবারই এই ব্যক্তিগত প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে রাহুল গান্ধীকে। সব সময়ই এই প্রশ্ন শুনে হেসেছেন সোনিয়াপুত্র।

আবার কখনো বলেছেন, তার জীবনে 'বিশেষ কেউ নেই।' কেমন পাত্রী পছন্দ, সে নিয়েও অতীতে মুখ খুলেছেন কংগ্রেস সাংসদ।

আবার এই প্রশ্ন করা হলো রাহুলকে। এবার বললেন, 'মনের মতো পাত্রী পেলেই বিয়ে করব।' গত মাসে ইউটিউব চ্যানেল কার্লি টেলসকে দেওয়া এই সাক্ষাৎকারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হলে প্রথম কোন তিনটি কাজ আগে করবেন তাও খোলাসা করেছেন রাহুল। আনন্দবাজার পত্রিকা।

গত ৭ সেপ্টেম্বর কন্যাকুমারী থেকে 'ভারত জোড়ো যাত্রা' শুরু করেছেন রাহুল। এই যাত্রাপথেই নতুন করে আলোচনায় উঠে এসেছেন রাহুল। গালভর্তি দাড়ি নিয়ে যেমন কখনো আলোচনা হয়েছে, আবার প্রবল শীতেও শুধু টি-শার্ট পরে তার হাঁটাও চর্চিত হয়েছে।

এই আবহে ব্যক্তিগত প্রশ্নেরও মুখোমুখি হয়েছেন রাহুল। কেমন পাত্রী পছন্দ, কয়েকদিন আগেই সে নিয়ে মুখ খুলেছিলেন সাংসদ। আবার সেই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে সহাস্য জবাব দিলেন রাহুল।

সাক্ষাৎকারে রাহুলের বিয়ে নিয়ে তার মন্তব্য সোমবার প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে এসেছে। সাংসদের উদ্দেশে প্রশ্নকর্তা বলেন, 'একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করব?' সম্মতি দেন রাহুল। এর পরই প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞাসা করেন, 'বিয়ের পরিকল্পনা করছেন, নাকি বিয়ে করবেনই না?' প্রশ্ন শুনেই হেসে ফেলেন রাহুল। বলেন, 'যখন সঠিক পাত্রী পাব, তখন করব।'

রাহুলের মুখে এ কথা শুনে প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞাসা করেন, কেমন পাত্রী পছন্দ, সে নিয়ে কোনো তালিকা রয়েছে? উত্তরে বলেন, 'না, তবে একজন ভালো মানুষ হতে হবে। বুদ্ধিমতী কেউ।'

রাহুলের জবাব শুনে হাসতে হাসতে প্রশ্নকর্তা বলেন, 'মহিলাদের কাছে আপনার এই বার্তা চলে গেল।' এ কথা শুনে রাহুলের সহাস্য মন্তব্য, 'ঠিক আছে। আপনি আমায় বিপাকে ফেললেন এবার।'

এর আগে ২০১৮ সালেও একবার এমন ব্যক্তিগত প্রশ্ন শুনতে হয়েছিল রাহুলকে। তার জীবনে বিশেষ কেউ আছেন কিনা, এ নিয়ে জানতে চেয়েছিলেন প্রশ্নকর্তা। যার জবাব দিতে গিয়ে রাহুল বলেছিলেন, 'আমার জীবনে অনেক বিশেষ মানুষ আছে। আমার মা, বোন, বন্ধুরা।'

রাহুলের এই কৌশলী জবাব শুনে প্রশ্নকর্তা আবার বলেন, 'একজন বিশেষ কেউ?' রাহুলের হাসি আরও চওড়া হয়। বলেন, 'না, বিশেষ কেউ নেই।'

রাহুলকে প্রশ্ন করা হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী হলে কোন তিনটি কাজ প্রথম করবেন। উত্তরে রাহুল প্রথমে বলেন, 'কে বলতে পারে, কী ঘটতে চলেছে?'

তারপর বলেন, 'প্রথমেই শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন করতে চাই। ছোট ছোট ব্যবসায়ী, যারা অসুবিধার মধ্যে রয়েছেন, তাদের সাহায্য করতে চাই, যাতে তারা স্বাবলম্বী হয়ে অন্যদের সাহায্যে আসতে পারেন। ছোট ব্যবসায়ীরা বড় হচ্ছেন, এটাই এখন ভারতের বিকাশে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। এটা না হওয়ার জন্যই আমরা এই প্রবল বেকার সমস্যায় মরছি। অল্প মানুষের কাছে বেশি সম্পদ জড়ো হওয়াটা সমস্যার সমাধান করবে না। এটা দ্বিতীয় কাজ।

তৃতীয় কাজ হলো কৃষক, শ্রমিক, বেকারদের রক্ষা। তাদের পাশে দাঁড়াব। তাদের বোঝাব, আপনাদের পাশে সরকার আছে। রাষ্ট্রের কাজ এটাই। দুর্বলকে রক্ষা করা।'

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে প্রকাশের জন্য খবর ও বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪
jonmabhumi@gmail.com

'নেতা-মন্ত্রী এই পাড়ায় ঢোকা নিষেধ' হুঁশিয়ারি এলাকাবাসীর

কলকাতা ডেস্ক ঃ জনপ্রতিনিধিদের উদ্দেশে দেয়ালে লিখে হুঁশিয়ারি বার্তা দিলেন পশ্চিমবঙ্গের পুরাতন মালদহ ব্লকের মঙ্গলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁসিপাড়া এলাকার বাসিন্দারা।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের পক্ষে 'দিদির দূত' কর্মসূচি শুরু হয়েছে। এই গ্রামেও দিদির দূতরা আসবেন- এই খবর চাউর হতেই পাঁসিপাড়ায় শুরু হয় দেওয়াল লিখন। লেখা হয়- 'নেতা-মন্ত্রী এই পাড়ায় প্রবেশ নিষেধ।'

আনন্দবাজার পত্রিকার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে- গ্রামবাসীর অভিযোগ, তাদের এলাকার রাস্তা যাতায়াতের উপযুক্ত নয়। রাস্তা মেরামতের দাবিতে একাধিকবার তারা বিক্ষোভ করেছেন। পথ অবরোধও করেছেন। প্রতিশ্রুতি মিললেও সমাধান হয়নি। স্থানীয় নেতা থেকে মন্ত্রী ও এমপিদের বাড়িতে তারা গিয়েছেন; কিন্তু জনপ্রতিনিধিরা শুধু আশ্বাসই দিয়েছেন।

এর মধ্যেই রাজ্য সরকারের পক্ষে 'দিদির দূত' কর্মসূচি শুরু হয়। স্থানীয় নেতা-মন্ত্রীরা গ্রামবাসীর দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে তাদের অভাব-অভিযোগ শুনছেন। এই গ্রামেও 'দিদির দূতরা' আসবেন- এ খবর চাউর হতেই পাঁসিপাড়ায় দেয়ালে এ ধরনের লেখা হয়।

ললিতা চৌধুরী নামে এক বাসিন্দা বলেন, 'আমার গ্রামে কিছুই নেই। দিদির দূতদের তাই ঢুকতে দেব না। ভোটও দেব না।'

গোপাল ঋষি নামে আরেক বাসিন্দাও একই কথা বলেন। তিনি বলেন, পঞ্চায়েত ভোট আসছে। নেতা-মন্ত্রীরা মিটিং করছেন। এলাকায় এলাকায় ঘুরছেন; কিন্তু ৩ বছর ধরে যে পঞ্চায়েত সদস্যরা আছেন, তারা তো কোনো কাজ করেননি। রাস্তা হয়নি। পানির ব্যবস্থা করেনি। আলো এবং পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থাও নেই। তাই তাদের প্রবেশ নিষেধ।

এ বিষয়ে মালদহের তৃণমূল জেলা সভাপতি আব্দুল রহিম বক্সি বলেন, অভাব-অভিযোগ শোনার জন্যই তো এমন (দিদির দূত) কর্মসূচি। সমস্যা সমাধান হয়ে গেলে গ্রামবাসীর ক্ষোভ থাকবে না।

তিনি আরও দাবি করেন, বিজেপির ফাঁদে পড়ে গ্রামবাসীর কয়েকজন এমন দেয়াল লিখেছেন। তাতে অবশ্য বিজেপি হালে পানি পাবে না।

দেয়াল লিখন নিয়ে মালদহ উত্তরের এমপি খগেন মুর্মুর কথায়- দিদির ভূতের ভয়ে আতঙ্কিত এলাকাবাসী। আবার হয়তো প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দিতে কাটমানি তোলার ফন্দি করেছেন দিদির ভাইয়েরা। তাই দিদির দূতদের গ্রামে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে প্রচার করছেন এলাকাবাসী।

গত ২ জানুয়ারি তৃণমূলের মেগা বৈঠকে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। 'দিদির সুরক্ষাকবচ' নামে কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল আরও নিবিড় জনসংযোগ। তারই একটি অংশ 'দিদির দূত' হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘোরা। ১১ জানুয়ারি থেকে এ কর্মসূচি শুরু হয়। বিভিন্ন জেলায় একেকটি দল কাজ করছে। তারকা বিধায়ক, এমপি থেকে নেতা, মন্ত্রী- সবাইকে যেতে হবে জনতার দুয়ারে- এমনই কড়া নির্দেশ ছিল তৃণমূল নেত্রী মমতার।

নওয়াজউদ্দিনের স্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করলেন তার মা

কলকাতা ডেস্ক ঃ বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকীর মা মেহেরুন নেসা সিদ্দিকী এ অভিনেতার দ্বিতীয় স্ত্রী আলিয়া সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে মামলা করেছেন।

সোমবার ভেরসোভা থানায় এ মামলা হয়েছে বলে এক টুইটবার্তায় জানান আলিয়া সিদ্দিকী।

সম্পত্তি নিয়ে বিরোধের জের ধরে এ মামলা করেছেন বলে জানান তিনি। খবর জিও নিউজের।

বেশ কয়েক বছর ধরেই অভিনেতা নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকীর পারিবারিক বিবাদ জনসমক্ষে আসছে।

এর আগে নওয়াজউদ্দিন নাকি তাকে ধর্ষণও করেছেন এমন অভিযোগ প্রকাশ্যে এনেছিলেন তার স্ত্রী আলিয়া সিদ্দিকী। এ সময় তার স্ত্রী আলিয়া ডিভোর্সও দাবি করেছিলেন।

২০২০ সালে নওয়াজের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি বিস্ফোরক অভিযোগ এনেছিলেন আলিয়া। নওয়াজকে 'বিশ্বাসঘাতক' বলে তার বিরুদ্ধে পরকীয়ার অভিযোগ এনেছিলেন।

নওয়াজ-পত্নী এক সাক্ষাৎকারে এ কথাও বলেছিলেন যে, তিনি যখন নওয়াজের প্রথম সন্তানের মা হতে চলেছেন, তখন অন্য নারীদের সঙ্গে ব্যস্ত থাকতেন অভিনেতা। এমনকি তাদের যখন প্রেমপর্ব চলছিল, তখনো অন্য মেয়ের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে ছিল নওয়াজ।

২০২০ সালের মে মাসে নওয়াজের নামে ডিভোর্স মামলা ঠুকেছিলেন তার স্ত্রী আলিয়া। অবশ্য পরের বছরই তিনি সুর পাল্টে মামলা প্রত্যাহার করে নেন। করোনার সময় দুই ছেলেমেয়ের দেখভাল করেছিলেন নওয়াজ। মানসিক চাপে ছিলেন সেই সময় আলিয়া। তাই তার পাশেও দাঁড়িয়েছিলেন অভিনেতা। ডিভোর্সের মামলা করেও তা প্রত্যাহার করার কারণ হিসেবে আলিয়া এটিকে মূল কারণ হিসেবে জানান।

বহুতল ভবনের নিচে বিমানবালার লাশ

কলকাতা ডেস্ক ঃ একটি বহুতল ভবনের নিচ থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় এক তরুণীর লাশ উদ্ধার করেছে কলকাতা পুলিশ। দেবপ্রিয়া বিশ্বাস (২৮) নামে ওই তরুণী একটি বিমান সংস্থায় বিমানবালার চাকরি করতেন।

শনিবার বিকালে কলকাতার বাইপাস লাগোয়া মেট্রোপলিটন এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

পুলিশের ধারণা, ছাদ থেকে পড়েই মৃত্যু হয়েছে ওই তরুণীর।

আনন্দবাজার পত্রিকার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শনিবার বিকালে একটি বহুতল ভবনের নিচে ওই তরুণীর রক্তাক্ত লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায়। খবর পেয়ে সেখানে প্রগতি ময়দান থানার পুলিশ। তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এদিন মেট্রোপলিটন এলাকায় বোনের ফ্ল্যাটে আসেন দেবপ্রিয়া। বিকালে চার তলার ছাদে দাঁড়িয়েছিলেন দেবপ্রিয়া। সেখান থেকেই তিনি নিচে পড়ে যান বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে তাকে ছাদ থেকে ফেলে হত্যা করা হয়েছে নাকি আত্মহত্যা করেছেন, খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রের বরাতে খবরে আরও বলা হয়, দেবপ্রিয়া বিশ্বাস একটি বিমান সংস্থায় বিমানবালার চাকরি করতেন। দেড় বছর আগে চাকরি ছেড়ে দেন। এরপর থেকে বাড়িতেই থাকতেন।

ভারতে কেন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো স্থায়ী রাষ্ট্রদূত নেই

কলকাতা ডেস্ক ঃ দিল্লিতে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসে কোনো স্থায়ী রাষ্ট্রদূত নেই ২০২১ সালের জানুয়ারি মাস থেকে। জো বাইডেনের প্রশাসন এই দু'বছরে ছয়জন কূটনীতিককে অস্থায়ীভাবে দায়িত্ব দিয়েছে ভারতের দূতাবাস সামলানোর জন্য। কিন্তু পূর্ণ সময়ের রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করেনি। যুক্তরাষ্ট্র সাম্প্রতিক সময়ে বারে বারেই স্পষ্ট করে বলেছে যে ভারত তাদের রণকৌশলের সহযোগী। বিশ্লেষকরাও মনে করেন যে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় শক্তি-বিন্যাসের ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

যুক্তরাষ্ট্রের সাথে চীনের যে রেষারেষির সম্পর্ক, আবার চীন-ভারত সীমান্তে যে উত্তেজনা সবসময়েই বজায় থাকে, সেই প্রেক্ষাপটে দিল্লিকে কাছে পেতে চাইবে ওয়াশিংটন, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতের রাজধানীতে দু'বছর ধরে কোনো পূর্ণ সময়ের দূত কেন পাঠাচ্ছে না বাইডেন প্রশাসন, সেই প্রশ্ন উঠছে।

চীন-ভারত যুদ্ধের সময়ে যে ভূমিকা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের নিউ ইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বিশ্লেষক মীনাক্ষী আহমেদ লিখেছেন, 'এটা কল্পনা করাও কঠিন যে যুক্তরাষ্ট্র গত দু'বছর ধরে ভারতে কোনো রাষ্ট্রদূত পাঠায়নি। নিজেদের অংশীদার বলে কয়েকবারই উল্লেখ করেছেন বাইডেন। তার পরেও এই পরিস্থিতি। দুটি দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একজন রাষ্ট্রদূতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

মীনাক্ষী আহমেদ লিখেছেন, '১৯৬২ সালে চীন যখন ভারতের ওপরে হামলা চালায়, ওই সময়ে জন কেনেথ গলব্রেথ দিল্লিতে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। গলব্রেথ তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির কাছের লোক ছিলেন, আবার জওহরলাল নেহরুর সাথেও তার সুসম্পর্ক ছিল। কেনেডি ও নেহরুর মধ্যে যে অবিশ্বাসের সম্পর্ক ছিল, সেটা গলব্রেথই ভাঙতে পেরেছিলেন। ওই যুদ্ধের সময়ে যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে ভারতের সমর্থনে দাঁড়িয়েছিল।'

নিউইয়র্কে স্বনাম ধন্য বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ
Utpal Chowdhury,MD
Board certified internai medicine
Attending physician (Emergency)-New York Community Hospital, Brooklyn. Jamaica Hospital Medical Center,Queens
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
Treatment Services
complete physical
High blood pressure
School/Job Physical
High Cholesterol
TLC
Asthma
Vaccination
Skin Problems
Diabetes
EKG

ডাঃ উৎপল চৌধুরী
True Medical Care P.C.
40-37 76th Street, 1st Floor Elmhurst, NY 11373
167-02 Highland ave, 1st Floor Jamaica NY 11432
Tel: 917-503-5002 ,Fax 917-503-5004

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমি
VOL. 23, No. 45, Thursday 26 January 2023, Weekly Janmobhumi

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

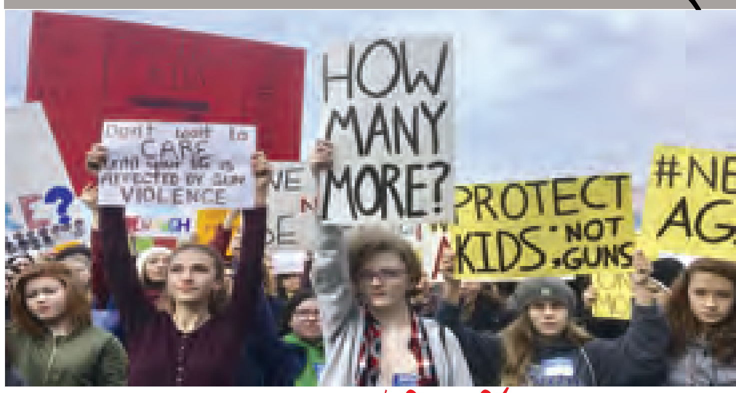

ভয়াবহ বন্দুক হামলায় উদ্বিগ্ন মার্কিন প্রশাসন

১ পৃষ্ঠার পর

২২ জনের প্রাণহানি ঘটে। চলতি বছরের শুরু থেকে গতকাল সোমবার পর্যন্ত ৩৬টি হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ৫৯ জন।

বন্দুক সহিংসতা বন্ধে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইন সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হলেও দেশটিতে এর কোনো প্রভাব পড়ছে না। প্রসঙ্গত, জো বাইডেন ক্ষমতায় আসার পর বন্দুক সহিংসতা কমাতে অনেক পদক্ষেপ নিলেও দেশটিতে আশঙ্কাজনকহারে বেড়ে চলেছে বন্দুক সহিংসতা। রীতিমত বন্দুক হামলার দেশে পরিণত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। প্রতিদিনই দেশটির কোথাও না কোথাও হামলার খবর পাওয়া যায়। বিবিসি জানায়, ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি নাচের স্টুডিওতে গুলির ঘটনায় জড়িত হামলাকারী নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। হামলাকারী ৭২ বছর বয়সি একজন এশিয়ান যার নাম হু ক্যানন ট্র্যান। পুলিশ জানিয়েছে, হামলাকারী একটি সাদা রঙের ভ্যানের মধ্যে নিজেই নিজেকে গুলি করেছে। এর আগে রবিবার ঐ ভ্যানটিকে ঘিরে রেখেছিল পুলিশ।

স্কুলছাত্রসহ নিহত ৯

যুক্তরাষ্ট্রে আবারো বন্দুক হামলা হয়েছে। এবার তিনটি স্থানে পৃথক হামলায় স্কুলছাত্রসহ নয়জন নিহত হয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়ায় চীনা নববর্ষের উৎসবে হামলার রেশ কাটতে না কাটতেই এই হামলা হলো।

যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া প্রদেশের ডেস মোইনেস শহরের একটি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সোমবার আকস্মিকভাবে হানা দেন বন্দুকধারীরা। স্কুলে ঢুকে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় তারা। দুষ্কৃতিকারীদের গুলিতে জখম হন দুই ছাত্রসহ তিন জন। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক ছিল। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসা চলাকালীন ওই দুই ছাত্রের মৃত্যু হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় শিক্ষকের চিকিৎসা চলছে।

ডেস মোইনেস পুলিশ জানিয়েছে, লাশ এখনো শনাক্ত করা যায়নি। তারা নাবালক কি না, স্পষ্ট নয় তা-ও। ঘটনার পর স্কুল থেকে পালিয়ে যান দুষ্কৃতিকারীরা। ওই বন্দুকধারীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। পরে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শহরের রাস্তায় একটি গাড়ি আটক করা হয়। সেখান থেকে তিন জন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। স্কুলে হামলার নেপথ্যে তাদের সম্পর্ক থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করছে পুলিশ।

অন্য দিকে, উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ার হাফ মুন বে শহরে পৃথক দুটি হামলায় মৃত্যু হয়েছে মোট সাতজনের। আহত আরো অনেকে। তারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই হামলার সাথে জড়িত সন্দেহে কয়েকজনকে গ্রেফতারও করেছে পুলিশ।

শনিবার রাতেই ক্যালিফোর্নিয়াতে অনুরূপ হামলা হয়। ৭২ বছর বয়সী এক বন্দুকবাজ মন্টেরে পার্কে চীনা নববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গিয়ে এলোপাথাড়ি গুলি চালান। তার গুলিতে অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয়। আহত হন আরো অনেকে। পরে পুলিশ ঘিরে ফেললে নিজের শরীরে গুলি করে আত্মঘাতী হন অভিযুক্ত। তার পর ৪৮ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই আরো তিন হামলার খবর প্রকাশ্যে এলো।

কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ফের বন্দুকহামলা

লস অ্যাঞ্জেলসে হামলার ৪৮ ঘণ্টার ব্যবধানে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া ও আইওয়াতে আবারও বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটেছে। হামলায় অন্তত ৯ জন নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার বার্তা সংস্থা এএফপি এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে।

এর আগে শনিবারের হামলায় অন্তত ১১ জন নিহত হয়েছিল। সর্বশেষ হামলার ঘটনায় নিহত ৯ জনের মধ্যে ২ জন শিক্ষার্থীও রয়েছেন।

এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া এবং আইওয়া অঙ্গরাজ্যে বন্দুক সহিংসতার পৃথক এই ঘটনা ঘটে। চীনা নববর্ষ উপলক্ষে লস অ্যাঞ্জেলেসে আয়োজিত একটি নৃত্য অনুষ্ঠানে বন্দুক হামলার ৪৮ ঘণ্টার কম সময়ের মধ্যে এই ঘটনা ঘটল। লস অ্যাঞ্জেলেসের ওই ঘটনায় ১১ জন নিহত হয়েছিলেন। ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের সান ফ্রান্সিসকো শহরের দক্ষিণে অবস্থিত খামারে দু'টি গোলাগুলির খবর পাওয়া গেছে। এতে সাতজন নিহত ও তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ার হাফ মুন বে-তে গোলাগুলির বিষয়ে সান মাতেও কাউন্টি শেরিফ টুইটারে দেওয়া এক বার্তায় বলেছেন, 'সন্দেহভাজন অপরাধীকে হেফাজতে রাখা হয়েছে। এখন ওই এলাকার বাসিন্দাদের জন্য কোনও হুমকি নেই।'

অপরদিকে, আইওয়াতে স্টার্টস রাইট হিয়ার নামক স্কুলে গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। এই স্কলে ঝুঁকিপূর্ণ যুবকদের জন্য শিক্ষামূলক মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। গোলাগুলির ওই ঘটনায় দুই শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আরও তিনজন আহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা গুরুতর।

এএফপিকে ডেস মইনেস পুলিশ বিভাগের মুখপাত্রের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, 'নিহত দ 'জনই ছাত্র। তারা হাসপাতালে মারা গেছে। এই ঘটনায় আহত তৃতীয় ব্যক্তি ওই স্কুলের একজন কর্মচারী এবং তার অবস্থা গুরুতর।'

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পর পর বন্দুক হামলার ঘটনায় উদ্বিগ্ন সাধারণ মানুষ।

সান ফ্রান্সিসকো হামলার রেষ না কাটতেই যুক্তরাষ্ট্রে পৃথক বন্দুক হামলায় নিহত ৯

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় বন্দুক হামলায় অন্তত সাতজন নিহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় সোমবার এই বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটে। ইতোমধ্যে হামলাকারীকে আটক করা হয়েছে। তবে তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা যায়নি। এছাড়া একই দিনে বন্দুক হামলা হয়েছে আইওয়া অঙ্গরাজ্যেও। সেখানে স্টার্টস রাইট হিয়ার নামক স্কুলে গোলাগুলি হয়। এতে দুই শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আরও তিনজন আহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা গুরুতর।

দুদিন আগেই ভয়াবহ বন্দুক হামলায় ক্যালিফোর্নিয়ায় ১১ জন নিহত হন। এর রেষ কাটতে না কাটতেই আরও দুটি বন্দুক হামলা দেখলো যুক্তরাষ্ট্র। সোমবারের হামলাগুলোর মধ্যে সবথেকে ভয়াবহ ক্যালিফোর্নিয়ার হামলাটি।

জানা গেছে, ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের সান ফ্রান্সিসকো শহরের দক্ষিণে অবস্থিত একটি খামারে এই গুলির ঘটনা ঘটে। এতে ঘটনাস্থলেই সাতজন নিহত ও তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন। এই গোলাগুলির পর সেখানকার কাউন্টি শেরিফ টুইটারে জানান, সন্দেহভাজন অপরাধীকে হেফাজতে রাখা হয়েছে। এখন ওই এলাকার বাসিন্দাদের জন্য কোনও হুমকি নেই।এদিকে আইওয়া অঙ্গরাজ্যে হওয়া গুলি নিয়ে সেখানকার পুলিশ বিভাগের মুখপাত্র জানিয়েছেন, নিহত দুই জনই ছাত্র। তাদের আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করলে সেখানে তাদের মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় আহত তৃতীয় ব্যক্তি ওই স্কুলের একজন কর্মচারী এবং তার অবস্থা গুরুতর।

গোটা যুক্তরাষ্ট্র যখন দুই আগের সান ফ্রান্সিসকোতে গুলির ঘটনা নিয়ে উদ্বেল, তখনই দেশের আরো দুই অঞ্চলে একইরকম ঘটনা ঘটেছে। সান ফ্রান্সিসকোতে চীনা বর্ষবরণের দিন বন্দুকধারী হামলা চালায়। ঘটনায় ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। বহু মানুষ আহত। বন্দুকধারীও নিহত হয়েছে। বস্তুত, তার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই আরো দুইটি ঘটনার কথা সামনে এলো। গত এক বছরে দেশটিতে বন্দুকধারীর হামলায় প্রাণ গেছে অনেক মানুষের। সব মিলিয়ে ৬৪৭টি হামলার ঘটনা ঘটেছে। অর্থাৎ দিনে প্রায় দুইটি করে গুলির ঘটনা ঘটছে।

ইয়াকিমায় হামলা চালানো ব্যক্তির আত্মহত্যা

আত্মহত্যা করেছে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন অঙ্গরাজ্যের ইয়াকিমায় হামলা চালানো বন্দুকধারী। আত্মহত্যার আগে নিজের মাকে আত্মহত্যার কথা টেলিফোনে জানিয়ে দেয় সে। এ হামলায় তিন জন নিহত হয়। এ কথা জানিয়েছে দেশটির পুলিশ।

যুক্তরাষ্ট্রে পরপর তিন দিন বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটেছে। ক্যালিফোর্নিয়ায় দুটি এলোপাতাড়ি গুলি হামলায় ১৮ জন নিহত হওয়ার শোক কাটিয়ে ওঠার আগেই ইয়াকিমার একটি বাজারে হামলার ঘটনা ঘটল। এটি যুক্তরাষ্ট্রে সর্বশেষ গুলি হামলার ঘটনা। পুলিশ হামলাকারীকে জারিড হ্যাডক নামে শনাক্ত করেছে। তার বয়স ২১ বছর। তাকে ধরতে পুলিশ ব্যাপক অভিযান চালায়। এক পর্যায়ে পুলিশ জানতে পারে একটি ওয়্যার হাউসে লুকিয়ে রয়েছে হামলাকারী।

'যেসব কথা বলে বাংলাদেশে মার খেয়েছি, সেসব এখন মানা হচ্ছে'

১ পৃষ্ঠার পর

তিনি হুমকি পেয়েছেন ও মার খেয়েছেন, সেসব কথা এখন মেনে নেওয়া হচ্ছে।

গত বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের একটি রায়ের বিষয়ে জানাতে গিয়ে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুকে দেওয়া স্ট্যাটাসে এ মন্তব্য করেন লেখিকা।

তসলিমা নাসরিন লেখেন, এক সময়, সেই তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে যেসব কথা বলে বাংলাদেশে গালি খেয়েছি, ঢিল খেয়েছি, মার খেয়েছি, হুমকি পেয়েছি, ঘৃণা পেয়েছি, ফতোয়া পেয়েছি, সেসব এখন ধীরে ধীরে মানা হচ্ছে। তিনি আরও লেখেন, বাংলাদেশের হাইকোর্ট আজ রায় দিয়েছেন, 'পিতৃ পরিচয়হীন সন্তানের অভিভাবক হতে পারবেন মা।' শিক্ষাসহ প্রয়োজনীয় যেকোনো ফরমপূরণের ক্ষেত্রেও মাকে অভিভাবক রাখার নির্দেশ দিয়ে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট। এতদিন অভিভাবকের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র বাবার নাম দেওয়ার সুযোগ ছিল।

নির্বাসিত এই লেখিকা লেখেন, আজ কেউ হাইকোর্টকে হেনস্থা করবে না, যেভাবে আমাকে করেছিল। কেউ কেউ নিজের জীবনের অসুবিধে করে অন্যের জীবনের সুবিধের জন্য কিছু করে যায়। আমার একার দেখা স্বপ্নগুলো বাংলাদেশে একটু একটু পূরণ হবে। আমি যে ব্রাত্য ছিলাম, ব্রাত্যই রয়ে যাব। আমাকে ব্রাত্য করেও যদি নারী স্বাধীনতার নিশান ওড়ে বাংলাদেশে, আমার চেয়ে সুখী কেউ হবে না।

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

ক্ষমতা দখলের অবৈধ চেষ্টা চলছে : প্রধানমন্ত্রী

১ পৃষ্ঠার পর

২০০৯ সালের পর থেকে এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি। তিনি জেলা প্রশাসকদের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর জোর দেয়া এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণসহ ২৫টি নির্দেশনা বাস্তবায়নের পাশাপাশি শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় প্রকল্পই গ্রহণ করতে বলেছেন।
তিনি বলেন, 'প্রকল্পের গ্রহণের ক্ষেত্রে যেটা আমাদের এখনি প্রয়োজন শুধুমাত্র সেগুলোই গ্রহণ করতে চাই।'
'কোভিড-১৯ কালীন এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দায় সারাবিশ্ব এখন হিমশিম খাচ্ছে। অনেক উন্নত দেশও অর্থনৈতিক মন্দার দেশ হিসেবে নিজেদের ঘোষণা দিয়েছে। কাজেই আমাদের যেন সেটা করতে না হয় সেজন্যই আমরা কৃচ্ছ্র সাধনের ঘোষণা দিয়েছি। আমাদের অপ্রয়োজনীয় খরচ কমিয়ে ফেলেছি এবং সে ব্যাপারেও আপনারা সচেতন থাকবেন।
শেখ হাসিনা গতকাল মঙ্গলবার সকালে তার কার্যালয়ের (পিএমও) শাপলা হলে তিন দিনব্যাপী বার্ষিক জেলা প্রশাসক সম্মেলন-২০২৩ উদ্বোধনকালে একথা বলেন।
তিনি বলেন, ডিসিদের বিবেচনা করতে হবে যখনই কোনো প্রকল্প নেয়া হয় সেটি ওই এলাকার জন্য কতটুকু কার্যকর। এতে মানুষ কতটুকু লাভবান হবে এবং অপচয় কতটুকু বন্ধ করা যায়, সেদিকে আপনাদের নজরদারি থাকা উচিত। যেহেতু একটা জেলার দায়িত্ব আপনাদের ওপর। স্বাভাবিকভাবে এগুলো আপনারা দেখবেন। কারণ, যত্রতত্র শুধু পয়সা খরচের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা আমি পছন্দ করি না।
সারা দেশে ইভিএম কার্যকরী করতে আট হাজার কোটি টাকা প্রয়োজন হওয়ায় পরিকল্পনা কমিশন থেকে সেটা বাদ দেয়ায় বিরোধী দলের ব্যঙ্গোক্তি 'ও বাংলাদেশের আর্থিক সঙ্কট' এর উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আর্থিক সঙ্কট অবশ্যই সারা বিশ্বব্যাপী আছে। আমাদেরও আছে। কিন্তু এমন পর্যায়ে নাই যে আমরা চলতে পারব না। আমাদের অগ্রাধিকার আমাদেরই বিবেচনা করতে হবে। মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা এবং চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করাই আমাদের অগ্রাধিকার।
সরকার প্রধান বলেন, 'মানুষের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে আমাদের কৃষি উৎপাদন যাতে বাড়ে সেজন্য যা খরচ লাগে আমরা করব। অন্য দেশ যা করেনি আমরা বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দেয়ার জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করেছি।'
প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি আমাদের জেলা প্রশাসকবৃন্দকে একটা কথাই বলব আমি আসার (ক্ষমতায়) পর আমাদের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে এই যে জনমুখী বা জনগণের পাশে দাঁড়ানোর বা জনগণকে সেবা দেয়ার যে একটা আন্তরিকতা থাকা উচিত সে আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়েছে, এই পরিবর্তন আমি দেখেছি আপনাদের মাঝে। আর সেটা যদি না হতো বাংলাদেশের উন্নয়নের যতটুকু কাজ আমরা করতে পেরেছি বা সফলতা পেয়েছি সেটা সম্ভব হতো না। কারণ, আমরা জনপ্রতিনিধিরা একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই ক্ষমতায় আসি। তিনি বলেন, '৭৫ এর পর থেকে উর্দি পরে অবৈধভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণার মতো দুঃসহ অবস্থা দেশে বিরাজমান ছিল, যদিও ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর থেকে ২০২২ পর্যন্ত এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু প্রচেষ্টা চলেছে সেখানেও এবং মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ, অগ্নিসন্ত্রাস বা গাছকাটা মোকাবেলায় মাঠপর্যায়ের প্রশাসন অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন। তবে, কোভিড-১৯ এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ না হলে আমরা অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারতাম। এ কারণে আমদানি নির্ভর পণ্য মূল্য এবং পরিবহন ব্যয় উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে। সেক্ষেত্রে আমি সর্বক্ষেত্রে কৃচ্ছ্র সাধনের আহ্বান করেছি। তিনি বলেন, কৃচ্ছ্র সাধন করতে হবে, অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কেনাকাটা পরিহার করতে হবে-আর এভাবে যদি আমরা চলতে পারি তাহলে একটু ধীরগতিতে হলেও উন্নয়নের গতিধারা আমরা অব্যাহত রাখতে পারব। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো: মাহবুব হোসেন এবং প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মো: তোফাজ্জল হোসেন মিয়া বক্তব্য রাখেন।
বিভাগীয় কমিশনারদের পক্ষে রাজশাহীর বিভাগীয় কমিশনার জিএসএম জাফরুল্লাহ এবং জেলা প্রশাসকদের পক্ষে সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন নরসিংদীর জেলা প্রশাসক আবু নাঈম মোহাম্মদ মারুফ খান ও বান্দরবানের জেলা প্রশাসক ইয়াসমিন পারভিন তিবরিজি। অনুষ্ঠানে স্থানীয় প্রশাসনের সার্বিক উন্নয়নের উপর একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়।

লাল ফিতার খড়্গ জমি কেনাবেচায়

যাওয়ায় রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার। জমি কিনতে গিয়ে জটিলতায় পড়ে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে কোম্পানিগুলো। রাজস্ব ক্ষতিগ্রস্ত করে সরকারকে বিপাকে ফেলতে চলছে উন্নয়ন ঠেকানোর নীলনকশা।
সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সরকারকে দুর্বল করতে নেওয়া হয়েছে এ পরিকল্পনা। শিল্পায়নে আগ্রহী হচ্ছে কোম্পানিগুলো, বাড়ছে এ খাতে বিনিয়োগ। সারা দেশে কর্মসংস্থান করতে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে কোম্পানিগুলো। কিন্তু জমি কিনতে গিয়ে বাধছে বিপত্তি। ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি যদি কোম্পানি কিনতে যায় তাহলে জেলা প্রশাসকের অনুমতি নিতে হবে। এরপর এ জমি রেজিস্ট্রি করে নামজারি করতে গেলে আবারও অনুমতি লাগবে। আগে নামজারি করতে শুধু সহকারী কমিশনারের (ভূমি) কাছে আবেদন করলেই হতো। এখন অনুমোদনের জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হচ্ছে। অনুমতি মিললে এরপর শুরু হচ্ছে খারিজের মূল কার্যক্রম। অনুমতি নিয়ে তারপর সহকারী কমিশনারের (ভূমি) কাছে আবেদন করতে হচ্ছে। এতে তৈরি হচ্ছে দীর্ঘসূত্রতা। আবেদন করে ৪৫ দিন অপেক্ষা করতে হচ্ছে। দুই দফা অনুমতির গ্যাড়াকলে ভোগান্তিতে পড়ছে মানুষ। অনুমতি নিতে গিয়ে কোম্পানি এ পর্যন্ত কত পরিমাণ জমি কিনেছে এর নথি জমা দিতে হচ্ছে। ফাইলের স্তূপ কমাতে সরকার অনলাইন নামজারির প্রক্রিয়া শুরু করেছে। কিন্তু নতুন এই বিজ্ঞপ্তিতে ভেস্তে যাচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে অনলাইন নামজারির প্রক্রিয়া।
কোম্পানি-সংশ্লিষ্টরা বলছেন, জমি কেনার জন্য পূর্বানুমতি নিলে খারিজের জন্য কেন আবার অনুমতি নিতে হবে। যাদের প্রকল্প অনুমোদন নেওয়া ছিল তাদেরও এখন জমি খারিজের জন্য অনুমতি নিতে হচ্ছে। এমনকি খারিজের এই আবেদনের কোনো ফরমও তারা তৈরি করেনি। জেলা প্রশাসকের কাছে আবেদনের পর তারা পাঠাবে এসি ল্যান্ডের কাছে। সেখান থেকে জরিপ করে রিপোর্ট পাঠাবে জেলা প্রশাসকের কাছে। তারা আবেদন গ্রহণ করে আবার এসি ল্যান্ডকে বললে তবেই খারিজের প্রক্রিয়া শুরু হবে। গত বছর ১৪ নভেম্বর ঢাকার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মো. শিবলী সাদিক স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কোম্পানির নামে নামজারি করার ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকের অনুমতি নিতে হবে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, 'কোম্পানির নামজারির ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকের অনুমতি গ্রহণ করা হচ্ছে না। অথচ ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল, ১৯৯০-এর ৩২৭ নম্বর অনুচ্ছেদে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, সমবায় বা হাউজিং কোম্পানি জমি কিনলে প্রথমে তা সমিতি বা কোম্পানির নামে নামজারি হতে হবে। কোম্পানি বা সমিতি জমি কেনার পর সেটার নামজারি করার জন্য নির্দেশ দিতে হবে। নামজারির আবেদন পাওয়ার পর নামজারি কর্তৃপক্ষ জমি মালিকানার প্রচলিত ঊর্ধ্বসীমা অতিক্রম করেছে কি না বা কৃষিজমি কেনার ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করেছে কি না তা নিরীক্ষা করবেন। মালিকানার উচ্চসীমা অতিক্রম করা হয়ে থাকলে বা কেনার পূর্বানুমোদন না থাকলে সহকারী কমিশনার আইনবহির্ভূত কাজের জন্য জমি বাজেয়াপ্তের কেস রুজু করবেন এবং কালেক্টরকে জানাবেন। কালেক্টরের অনুমোদনক্রমে বাজেয়াপ্ত কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। কালেক্টরের সুস্পষ্ট নির্দেশ ছাড়া কোম্পানি বা সমবায় সমিতির নামে নামজারি করা হবে না। কোম্পানির নামে নামজারি করার ক্ষেত্রে অবশ্যই ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়ালের ৩২৭ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জেলা প্রশাসকের অনুমতি নেওয়ার জন্য বলা হলো। নইলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'
জানা যায়, এই বিজ্ঞপ্তি জারির পর থেকে কমে গেছে জমি রেজিস্ট্রির পরিমাণ। কারণ অনুমতির অপেক্ষায় জমে আছে ফাইলের স্তূপ। দুই দফা অনুমতি নিয়ে জমি রেজিস্ট্রি করতে আগ্রহ হারাচ্ছে মানুষ, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সরকার। যমুনা বিল্ডার্স লিমিটেডের মহাব্যবস্থাপক (জিএম) মো. আবদুল কাদের বলেন, 'কোম্পানিগুলোর জমি কিনতে গেলে অনুমতি নিতে হচ্ছে। অনুমতি ছাড়া কেনার প্রক্রিয়া শুরু করা যাচ্ছে না। অনুমতির জন্য যাবতীয় সমস্ত নথি দাখিল করতে হচ্ছে। ভোগান্তির তো একটা সীমা আছে! জমি কেনার হয়রানি কয়েক গুণ বেড়েছে। জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে কেনার অনুমতি নিলে আবার খারিজ করতে কেন অনুমতি লাগবে? এসব হয়রানির কারণে জমি কেনায় আগ্রহ হারাচ্ছে মানুষ, রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার। শিল্প খাতে বিনিয়োগে ঝামেলা বাড়ায় বিনিয়োগকারীরা আগ্রহ হারাবে।' ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনে এক পরিবার ৩৭৫ বিঘা বা পরিবারের সদস্যপ্রতি ১০ বিঘা জমি রাখতে পারবে। পরবর্তী সময়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের ওপর বিভিন্ন আদেশ, অধ্যাদেশ ও সংশোধনীর মাধ্যমে ভূমি আইনের ব্যাপক সংস্কার হয়। ১৯৭২ সালের জারি করা রাষ্ট্রপতি আদেশ ৯৮ ও ১৩৫ নামে পরিচিত অধ্যাদেশে দেশের স্বাধীনতার আগে পরিবারভিত্তিক ভূমির সিলিং ৩৭৫ বিঘা ছিল, যা কমিয়ে ১০০ বিঘা নির্ধারণ করা হয়।

Wanted

Priest and Chaaplain,
Ratan K Chakrobarty
durg Puja, Kali Puja, santiSwastyan, marriage, register, annaprsashan, srdaah et. NYScertified priest and Chaplin License no-4677.

খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন ২০ মার্চ

শুনানি আগামী ২০ মার্চ দিন ধার্য করেছেন আদালত। বুধবার কেরানীগঞ্জ কারাগারের নবনির্মিত ভবনে স্থাপিত অস্থায়ী ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-২-এর বিচারক মো. আকতারুজ্জামান নতুন এদিন ধার্য করেন।
মামলাটির অভিযোগ গঠনের শুনানির দিন ধার্য ছিল আজ। কিন্তু এদিন খালেদা জিয়া অসুস্থ থাকায় আদালতে হাজির হতে পারেননি। এ জন্য আসামিপক্ষের আইনজীবী মাসুদ আহমেদ তালুকদার নতুন সময়ের আবেদন করেন। আদালত সেটি মঞ্জুর করেছেন।
খালেদা জিয়ার আইনজীবী অ্যাডভোকেট জিয়া উদ্দিন জিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি দুর্নীতি মামলায় আসামি ছিলেন ১৩ জন। তাদের মধ্যে জামায়াতে ইসলামীর নেতা মতিউর রহমান নিজামী ও আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের ফাঁসি কার্যকর হয়েছে। এ ছাড়া ২০১৯ সালের ২১ এপ্রিল আরেক আসামি ব্যারিস্টার আমিনুল হক মারা যান।
বর্তমানে এ মামলার ১০ আসামি হলেন খালেদা জিয়া, সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী, সাবেক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী ড. খন্দকার মোশারফ হোসেন, সাবেক কৃষিমন্ত্রী এম কে আনোয়ার, সাবেক তথ্যমন্ত্রী এম শামসুল ইসলাম, মো. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, হোসাফ গ্রুপের চেয়ারম্যান মোয়াজ্জেম হোসেন, সাবেক জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ সচিব নজরুল ইসলাম, পেট্রোবাংলার সাবেক পরিচালক মুঈনুল আহসান, সাবেক জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী এ কে এম মোশারফ হোসেন।
২০০৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি খালেদা জিয়া ও তার মন্ত্রিসভার সদস্যসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি দুর্নীতি মামলা করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
শাহবাগ থানায় মামলাটি করেন দুদকের তৎকালীন সহকারী পরিচালক মো. সামছুল আলম। একই বছরের ৫ অক্টোবর ১৬ আসামির বিরুদ্ধে দুদকের উপপরিচালক মো. আবুল কাসেম ফকির অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

'সময় নেই, সরকারকে যেতে হবে'

ঢাকা, = সরকারের পতন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার সহ ১০ দফা দাবিতে যুগপৎ আন্দোলনের অংশ হিসেবে বিএনপি ও সমমনা দলগুলো গতকাল রাজধানীতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে। বিএনপিসহ মিত্র ৫৫টি দল ও জোটের উদ্যোগে কয়েকটি স্থানে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। রাজধানীর নয়াপল্টনে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ বিএনপি'র যৌথ উদ্যোগে সমাবেশ করে বিএনপি। অন্যদিকে পৃথকভাবে একই কর্মসূচি পালন করে অন্যান্য দল ও জোটের নেতারা। সরকার পতন না হওয়া পর্যন্ত যুগপৎ আন্দোলন চলমান থাকবে উল্লেখ করে পঞ্চম ধাপের কর্মসূচি ঘোষণা করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। আগামী ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তেল-গ্যাস-বিদ্যুতের দাম কমানো ও ১০ দফার দাবিতে দেশের সকল বিভাগীয় শহরে বিক্ষোভ সমাবেশ করবে বিএনপি। একই কর্মসূচি ঘোষণা করে গণতন্ত্র মঞ্চ, ১২ দলীয় জোট, ১২ দলীয় জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট, এলডিপি, গণফোরামসহ সরকারবিরোধী দলগুলো। গতকাল বিকালে নয়াপল্টনে বিএনপি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, আওয়ামী লীগের আর সময় নেই। যাওয়ার সময় হয়ে গেছে, এবার যেতে হবে। তারা আবার গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে, গণতন্ত্র লড়াইয়ে আমার ভাইদেরকে হত্যা করেছে।

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে প্রকাশের জন্য খবর ও বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪
jonmabhumi@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশী সিপিএ
DEBABRATA CHAKRABORTY, CPA
AUTHORIZED e-file PROVIDER
আপনি কি IRS এবং NYS অডিট নিয়ে চিন্তিত?
লাইসেন্স প্রাপ্ত সিপিএ দ্বারা ট্যাক্স ফাইল করুন
IRS এর ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকুন
আমরাই দিচ্ছি আইনসম্মতভাবে সর্বোচ্চ রিফান্ডের নিশ্চয়তা
Free Consultation

Certified Public Accountant
TAX | ACCOUNTING | PAYROLL | AUDITING | CONSULTING | IMMIGRATION
75-21 BROADWAY, 3RD FLOOR, ELMHURST, NY 11373
Email: debcpa2012@gmail.com
TEL: 347-666-7144

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমি
VOL. 23, No. 45, Thursday 26 January 2023, Weekly Janmobhumi

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

ভারত-পাকিস্তান ২০১৯ সালে পারমাণবিক হামলার প্রস্তুতি নিয়েছিল: মাইক পম্পেও

১ পৃষ্ঠার পর

পাকিস্তানের গণমাধ্যম ডনে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের শীর্ষ কূটনীতিক ও সাবেক সিআইএর প্রধান হিসেবে মাইক পম্পেও তাঁর স্মৃতিকথামূলক 'নেভার গিভ অ্যান ইঞ্চি-ফাইটিং ফর দ্য আমেরিকা আই লাভ' বইয়ে এসব তথ্য প্রকাশ করেছেন। বইটি গতকাল মঙ্গলবার প্রকাশিত হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভারতনিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে আত্মঘাতী বোমা হামলায় ৪১ আধা সামরিক সেনা নিহত হওয়ার ঘটনায় একটি জঙ্গিগোষ্ঠীকে দায়ী করা হয়। এরপরই পাকিস্তান সীমান্তের ভেতর বিমান হামলা চালায় ভারত। এ ঘটনায় পাকিস্তান একটি ভারতীয় যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করে পাইলটকে আটক করে।

পম্পেও তাঁর বইয়ে লিখেছেন, '২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্ব যে পারমাণবিক যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, সে বিষয়ে বিশ্ব সঠিকভাবে জানে, আমি তা মনে করি না।'

সাবেক এই মার্কিন কূটনীতিক জানিয়েছেন, সে সময় তিনি ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। সুষমা তাঁকে জানিয়েছিলেন, বিমান হামলার ঘটনায় পারমাণবিক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে পাকিস্তান। ভারতও তার পাল্টা জবাব দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

বইয়ে পম্পেও লিখেছেন, সে সময় ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি তিনি যুক্তরাষ্ট্র-উত্তর কোরিয়া শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য হ্যানয়ে ছিলেন। কিন্তু তাঁর দল এই সংকট এড়াতে নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদের সঙ্গে রাতের মধ্যেই কাজ করেছিল।

পম্পেও বলেন, ভিয়েতনামের হ্যানয়ে থাকার সময় ওই রাতের কথা কখনোই ভুলব না। সেখানে পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে আলোচনা করাই শুধু যথেষ্ট ছিল না। কাশ্মীরের সীমান্ত নিয়ে কয়েক দশক ধরে চলে আসা বিরোধের কারণে ভারত ও পাকিস্তান তখন একে অপরকে হুমকি দেওয়া শুরু করেছিল।

পম্পেও তাঁর বইয়ে বলেছেন, হ্যানয় থেকেই ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন। সব শুনে তিনি ভারতকে কিছু না করতে বলেছিলেন। বিষয়টি বোঝার জন্য কিছু সময় চেয়েছিলেন তিনি।

'নেভার গিভ অ্যান ইঞ্চি'- বইয়ে পম্পেও আরও লিখেছেন, 'আমি রাষ্ট্রদূত (তৎকালীন নিরাপত্তা উপদেষ্টা) জন বোল্টনের সঙ্গে কাজ শুরু করেছিলাম। পাকিস্তানের নেতা তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল কামার জাভেদ বাজওয়ার সঙ্গেও কথা বলেছিলাম।'

এই ভয়ংকর পরিস্থিতি এড়াতে আমরা যা করেছি, তা অন্য কোনো দেশ করতে পারেনি। জ্যেষ্ঠ কূটনীতিক ডেভিড হাল পাকিস্তানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তিনিও ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের অগ্রাধিকারের বিষয়টি জানতেন।

৫৯ বছর বয়সী সাবেক এই মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিখেছেন, পাকিস্তানের সঙ্গে কথা বলে তিনি বুঝেছেন, ভারতই পারমাণবিক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এরপর কোনো পক্ষই আসলে এমন হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে না–এটা নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদকে বোঝাতে কয়েক ঘণ্টা সময় লেগে গেছে।

মাইক পম্পেওর এই দাবির বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

মাইক পম্পেও লিখেছেন, 'এই ভয়ংকর পরিস্থিতি এড়াতে আমরা যা করেছি, তা অন্য কোনো দেশ করতে পারেনি। জ্যেষ্ঠ কূটনীতিক ডেভিড হাল পাকিস্তানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তিনিও ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের অগ্রাধিকারের বিষয়টি জানতেন।'

বিশ্বজুড়ে কমছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব

করছেন তাদের ক্ষমতায়ন কমেনি বরং বেড়েছে। জরিপ করা হয় ১৯টি দেশের মধ্যে। যেখানে শুধু যুক্তরাষ্ট্রই ভিন্নপথে হেঁটেছে। যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ নিজের দেশের প্রভাব বিশ্বে দুর্বল বলে মনে করছেন। সুইডেন, নেদারল্যান্ডস এবং অস্ট্রেলিয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠরা মনে করছেন তাদের দেশের বৈশ্বিক প্রভাব প্রায় একই রয়ে গেছে। ভিন্নপথে আছে ইসরাইলও। যেখানে দেশটির বেশির ভাগ প্রাপ্তবয়স্করা বলছেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তাদের দেশের প্রভাব আরও শক্তিশালী হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের এই মতামতের সঙ্গে যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সম্পর্ক আছে তাও উঠে এসেছে সমীক্ষায়। ৬৩ শতাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপাবলিকান এবং রিপাবলিকানপন্থি স্বতন্ত্ররা বলছেন, বৈশ্বিক মঞ্চে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব দুর্বল হচ্ছে। একই চিন্তা লালন করা ডেমোক্রেটপন্থির সংখ্যা মাত্র ৩৭ শতাংশ। শুধু যে যুক্তরাষ্ট্রেই এমন তা নয়, বরং সব দেশের লোকরাই রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে খানিকটা প্রভাবিত। জরিপ করা প্রায় প্রতিটি দেশে, যারা ক্ষমতায় থাকা রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করে না তারা সমর্থকদের চেয়ে বেশি বিশ্বাস করে যে, বিশ্বে তাদের দেশের প্রভাব দুর্বল হচ্ছে।

সমীক্ষায় অংশ নেওয়া ১৩টি দেশে, যারা ক্ষমতাসীন দলকে সমর্থন করে না তাদের দেশের প্রভাব দুর্বল হওয়ার সম্ভাবনা সমর্থকদের তুলনায় অন্তত ১০ শতাংশ বেশি। পার্থক্যটি গ্রিসে সবচেয়ে বেশি। যেখানে প্রায় অর্ধেক (৪৭%) যারা শাসক দল, নিউ ডেমোক্রেসিকে সমর্থন করে না। তারা মনে করছে বিশ্বে গ্রিসের প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়ছে। যেখানে নিউ ডেমোক্রেসি সমর্থকদের মধ্যে শুধু ৬% একই ধারণা লালন করছে। পার্থক্য সংখ্যার ব্যবধানে ৪১। গ্রিস ছাড়াও হাঙ্গেরি, স্পেন, দক্ষিণ কোরিয়া, কানাডা, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যে শাসক দলের সমর্থক এবং অসমর্থকদের সংখ্যায় প্রায় ২০ বা তার বেশি পার্থক্য রয়েছে।

যেসব দেশের নাগরিকরা বিশ্বাস করেন তাদের দেশের দলগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে-প্রভাব হ্রাস পাওয়ার ঘটনায় তাদের উত্তরই নেতিবাচক। জরিপকৃত প্রায় অর্ধেক দেশের উত্তরদাতারাই মনে করছেন, তাদের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে শক্তিশালী দ্বন্দ্ব আছে। এবং তার মনে করছে বিশ্বে তাদের দেশের প্রভাব হ্রাস পেয়েছে। যেমন যুক্তরাজ্য। যারা দলীয় গোষ্ঠীর মধ্যে গুরুতর সংঘর্ষ দেখছেন। তাদের মধ্যে ৪৪ শতাংশ বলেছেন যে, তাদের দেশ হেরে যাচ্ছে। যারা রাজনৈতিক পার্থক্য দেখেন না তাদের মাত্র ৩০% শতাংশ প্রভাব কমার ধারণায় একমত। ইসরাইল এখানেও এর বিপরীত অবস্থান ধরে রেখেছে। যারা শক্তিশালী দলীয় দ্বন্দ্ব দেখেন তারাও মনে করছেন তাদের দেশ শক্তিশালী প্রভাব রাখছে। যে দেশের মানুষ তাদের গণতন্ত্রের

বর্তমান অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট নয় তারাও বলতে পারে তাদের দেশের বৈশ্বিক প্রভাব হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া দেশগুলো তাদের শিশুদের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরও সমীক্ষায় উঠে আসে। প্রতিটি দেশের নাগরিকরাই মনে করছেন তাদের সন্তানদের আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটবে।

একটি পরিপূর্ণ গ্রোসারী ও গৃহস্থালী সামগ্রীর সেরা প্রতিষ্ঠান
জ্যামাইকায় গ্রোসারীর জগতে এক ঐতিহ্যবাহী নাম
FATEMA GROCERY & HALAL MEAT
ফাতেমা গ্রোসারী এন্ড হালাল মীট
□ প্রতিদিনই সবকিছু ফ্রেশ
□ এখানে সর্বদাই তাজা হালাল মাংস ও চিকেন পাওয়া যায়
□ প্রতি সপ্তাহে পেণ্ডনে আসা তাজা মাছ পাওয়া যায়
BEST PRICE 100% BEST PRICE GUARANTEED

167-11 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-9642
এখানে পাবেন সকল প্রকার মসলা, বাংলাদেশী তাজা ও ফ্রোজেন মাছ
টাটকা শাক-সজী এবং নিত্য প্রয়োজনীয় গোসারী সামগ্রী

R&R DENTAL LAB

আমরা অথি উন্নতমানের Technology ও অভিজ্ঞ Technician দ্বারা সব ধরনের Acrylic,metal, flexilble Dentures তৈরী করে থাকি। আমরা দ্রুত Pickup ও Delivery করি। তাছাড়া যাবতীয় Repair, Reline,add tooth ও Nightguard একই দিনে মেরামত করে Delivery করি। আমরা প্রায় ৩০ বৎসর যাবত সুনামের সাথে Dentures এর কাজে নিয়োজিত আছি।
We guarantee your satisfaction
Tel:(718)-533-1611

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

কোরআন পোড়ানো: সুইডেনকে ছাড়াই তারা

১ পৃষ্ঠার পর

স্টকহোমে প্রথমে কুর্দিদের বিক্ষোভে এরদোয়ানের কুশপুতুল পোড়ানো এবং পরে গত শনিবার তুরস্ক দূতাবাসের কাছে কোরআন পোড়ানোর পর পরিস্থিতি বদলে গেছে। এরদোয়ান সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তুরস্ক আর ন্যাটোর সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে সুইডেনকে সমর্থন করবে না। আর নিয়ম হলো, প্রতিটি সদস্য দেশ সমর্থন করলে তবেই নতুন কোনো দেশ ন্যাটোর সদস্য হতে পারে। ফলে এরদোয়ান মত না বদলালে সুইডেনের ন্যাটোর সদস্য হওয়া কঠিন।

এই অবস্থায় ফিনল্যান্ড ইঙ্গিত দিয়েছে, সুইডেনকে ছাড়াই তারা ন্যাটোর সদস্য হতে চায়। এক বিবৃতিতে ফিনল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পেক্কা হাভিস্তো বলেছেন, ?আমরা এখনো পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছি। আমাদের দেখতে হবে, সুইডেনের আবেদন দীর্ঘ সময়ের জন্য আটকে যাচ্ছে কি না।

হাভিস্তো বলেছেন, যৌথ আবেদনপত্র এখনো তাদের কাছে প্রথম বিকল্প। কিন্তু সুইডেনের আবেদনপত্র দীর্ঘ সময়ের জন্য আটকে গেলে তারা অন্য বিকল্পের কথা ভাববেন।

ফিনল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, আগামী ১৪ মে তুরস্কে নির্বাচন। তার আগে ন্যাটোর সদস্যপদ নিয়ে এরদোয়ান কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না।

সুইডেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিলস্টর্ম জানিয়েছেন, তারা ফিনল্যান্ডের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন। ফিনল্যান্ড কী চায়, তা তারা বোঝার চেষ্টা করছেন।

তুরস্কের প্রেসিডেন্টের ঘোষণার একদিনের মধ্যেই ফিনল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া এলো। এরদোয়ান বলেছেন, যারা কোরআন পোড়াবার মতো কাজ হতে দিয়েছে, তারা যেন মনে না করে যে, আমরা তাদের ন্যাটোর সদস্য হতে সাহায্য করব।

সুইডিশ সরকার জানিয়েছে, তারা এই কাজ কোনোভাবেই সমর্থন করে না। তারা ঘটনার নিন্দা করেছে। কিন্তু সরকার মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় বাধা দিতেও রাজি নয়।

এই পরিস্থিতিতে ফিনল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, ন্যাটোর সদস্য হতে না পারলে সুইডেন ও ফিনল্যান্ডের নিরাপত্তার প্রশ্ন আবার সামনে আসবে। এর জন্য ওই বিক্ষোভই দায়ী থাকবে।

সুইডেন ও ফিনল্যান্ড দীর্ঘদিন ধরে নিরপেক্ষতার নীতি নিয়ে চলছিল। কিন্তু রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পর তারা ন্যাটোয় যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা একসঙ্গেই এই বিষয়ে এগোচ্ছিল। কয়েক মাস আগে তুরস্কের সঙ্গে ফিনল্যান্ড ও সুইডেনের সমঝোতাপত্র সই হয়। কিন্তু কোরআন পোড়ানোর ঘটনা পুরো পরিস্থিতি বদলে দিয়েছে।

সুইডেন-ফিনল্যান্ডের

অনুরোধে এ আলোচনা বাতিল করা হয় বলে খবর দিয়েছে ডেইলি সাবাহ।

তুর্কি সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, তুরস্ক, সুইডেন ও ফিনল্যান্ডের মধ্যকার ত্রিদেশীয় আলোচনার পরবর্তী ধাপ আগামী মাসে হওয়ার কথা ছিল। তবে তার আগেই সুইডেনে পবিত্র কুরআন পোড়ানো এবং তুরস্কভিত্তিক পিকেকে সন্ত্রাসীদের সমর্থন দেওয়া কেন্দ্র করে আলোচনা বাতিল করল আঙ্কারা। গত বছরের আগস্টে শুরু হয়েছিল তিন দেশের এ আলোচনা।

খবরে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে তুরস্ক ও সুইডেনের মধ্যে উত্তেজনা বেড়েছে। কারণ আঙ্কারা ঘোষিত সন্ত্রাসবাদী সংগঠন পিকেকের সমর্থকদের তুর্কিবিরোধী সমাবেশ করার অনুমতি দেওয়া এবং সম্প্রতি স্টকহোমে তুর্কি দূতাবাসের সামনে কুরআনের একটি অনুলিপি পোড়ানোর ঘটনায় সুইডেনের তীব্র সমালোচনা করেছে তুরস্ক।শনিবার উগ্র ডানপন্থি রাজনীতিক রাসমুস পালুদান কুরআনের একটি কপিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। সুইডেন সরকারের অনুমতি নিয়ে এবং দেশটির পুলিশের নিরাপত্তাবলয়ে থেকেই এ ন্যক্কারজনক কাজটি করে সে। এ ছাড়া চলতি জানুয়ারি মাসেই স্টকহোমে সন্ত্রাসীদের সমর্থকদের একটি সমাবেশের অনুমতি দেয় সুইডিশ সরকার। যেখানে তুর্কি প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগানের একটি কুশপুত্তলিকা ঝুলিয়ে ফাঁসি দেওয়া হয়। অথচ মাদ্রিদে ন্যাটো শীর্ষ সম্মেলনে স্বাক্ষরিত একটি সমঝোতা স্মারকের (এমওইউ) শর্তানুসারে তুরস্কের উদ্বেগ দূর করতে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা সুইডেনের।প্রসঙ্গত, গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন শুরুর পর ন্যাটোর সদস্য হওয়ার আবেদন করে দুই নরডিক রাষ্ট্র সুইডেন ও ফিনল্যান্ড। কিন্তু সামরিক জোট ন্যাটোর দ্বিতীয় বৃহত্তম সদস্য তুরস্কের অনুমোদন ছাড়া সদস্যপদ লাভ করতে পারবে না দেশ দুটি। কারণ ন্যাটোর সংবিধান অনুযায়ী, কোনো সদস্য দেশ নতুন কোনো দেশের সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে ভেটো দিলে তা কার্যকর হবে। আর যেহেতু উল্লিখিত দেশ দুটির ব্যাপারে সন্ত্রাসবাদে সহায়তার অভিযোগ করে আসছে তুরস্ক, সেহেতু আঙ্কারার সমর্থন ছাড়া ন্যাটোর সদস্যপদ পাবে না সুইডেন ও ফিনল্যান্ড। এমনই প্রেক্ষাপটে তুরস্কের উদ্বেগ দূর করতে আঙ্কারার সঙ্গে আলোচনা করছিল স্টকহোম ও হেলসিংকি।

কিন্তু তুরস্কের পক্ষ থেকে বারবার অভিযোগ করা হচ্ছিল যে, সমঝোতা স্মারকের শর্ত অনুযায়ী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে না সুইডেন। তার মধ্যেই সম্প্রতি তুর্কির নেতার প্রতীকী ফাঁসি কার্যকর বরং কুরআন পোড়ানোর ঘটনা ঘটল। এতে স্টকহোমের সঙ্গে আঙ্কারার উত্তেজনা আরও বেড়ে যাওয়ার পেক্ষাপটে আলোচনা বাতিল করল তুরস্ক।

Karnafully Travel Inc
37-16 73rd Street, Jackson Heights,
NY-11372 Suite # 201FR
tel : 718-205-6050 ,718-205-6055

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com

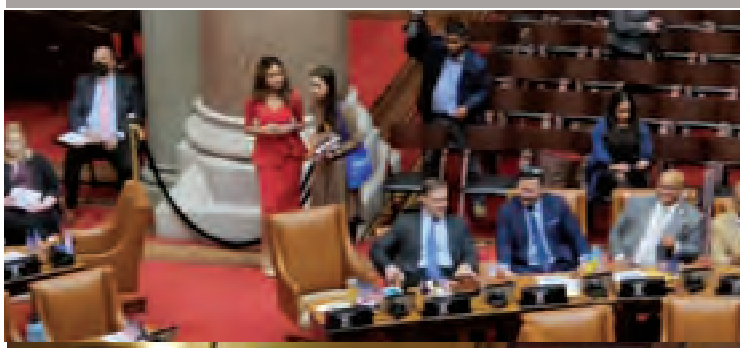

নিউইয়র্ক স্টেট এ্যাসেম্বলীতে দিওয়ালী ছুটির বিল পাস

৪০ পৃষ্ঠার পর

ধর্মীয় উৎসব দিওয়ালী ছুটির বিল পাস হয়েছে। নিউ ইয়র্ক প্রবাসী ভারতীয় হিন্দু সম্প্রদায় ও ক্যারিবিয়ান গায়নিজ ত্রিনিদাদ প্রবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি সিটির পাবলিক স্কুলে দিওয়ালী ছুটি। মূলত ভারতীয় প্রবাসী হিন্দুদের লবিং-এ এই বিল পাস হল। ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসের দওয়ালী থেকে বছরে একদিন সিটির পাবলিক দিওয়ালী ছুটি থাকবে।

নিউ ইয়র্ক সিটির পাবলিক স্কুলে দিওয়ালী ছুটি নিয়ে প্রবাসী হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে আনন্দের বন্যা বইছে। গেল বছর নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক এ্যাডাম আনুষ্ঠানিক ভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের ঈদে স্কুল ছুটির ঘোষণা দেয়। এবার সিটি অ্যাসেম্বীতে আইনটি পাস হওয়ার মাধ্যমে দিওয়ালী ছুটি আইনে পরিণত হল।

নিউইয়র্ক সিটির পাবলিক স্কুলে দিওয়ালী ছুটির বিষয়ে প্রবাসী বাংলাদেশী হিন্দুদের কোন ভূমিকা ছিলো না। বিষয়টি পুরাপুরি ভারতীয় হিন্দুদের বিজয় ও ক্রেডিট। তবু নিউ ইয়র্কের প্রবাসী বাংলাদেশী হিন্দু সম্প্রদায়-এর একটি গ্রুপ নিউইয়র্ক রাজ্যের রাজধানী আলবেনীতে ২৪শে জানুয়ারি অংশ নিয়ে এই ঐতিহাসিক দিনের সাক্ষী থাকে।

এদিন বাংলাদেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের যারা আলবেনীতে এই অনুষ্ঠানে অংশ নেয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সর্বশ্রী সুশীল সাহা, শংকর পারিয়াল, প্রিয়তোষ দে, সমর রায়, রামদাস ঘরামী, ভজন সরকার ও সুশীল সিনহা সহ আরও অনেকে।

বাংলাদেশের জলসীমায় অনুমতি নেই ৬৯ জাহাজের

তালিকায় থাকা জলযানসমূহ। ইতোমধ্যে এ তালিকায় থাকা 'এমভি উরসা মেজর' নামের রুশ পতাকাবাহী জাহাজকে দেশের জলসীমায় প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি। এ জাহাজটি রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের যন্ত্রপাতি মালামাল নিয়ে এসেছিল। ২৪ ডিসেম্বর এ জাহাজটি মোংলা বন্দরে ভেড়ার কথা থাকলেও অনুমতি না পেয়ে সমুদ্র হতেই ফিরতে হয়। মার্কিন নিষেধাজ্ঞার তালিকায় থাকা বিদেশগামী জাহাজের বিষয়টি দেশের তিনটি সমুদ্রবন্দর কর্তৃপক্ষ ও শিপিং এজেন্টসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে অবগত করা হয়েছে।

জানা গেছে, ৫ জানুয়ারি নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের চুক্তি ও প্রটোকল শাখা থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে সমুদ্রবন্দর কর্তৃপক্ষকে এ সংক্রান্ত অবগতপত্র পাঠায়। নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের চুক্তি ও প্রটোকল শাখার উপসচিব এসএম মোস্তফা কামাল স্বাক্ষরিত এ পত্রে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিষেধাজ্ঞানুযায়ী, রুশ সরকার ও ব্যক্তিমালিকানাধীন ৭টি কোম্পানির ৬৯টি বাণিজ্যিক জাহাজকে বন্দরে প্রবেশ, নিবন্ধন, জাহাজের বাঙ্কারিং (জ্বালানি তেল সরবরাহ), শ্রেণিকরণ, সনদায়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, পুনঃসরবরাহ, রিফুয়েলিং, বিমা এবং অন্যান্য সামুদ্রিক পরিষেবা ইত্যাদি নিষেধাজ্ঞার আওতায় এনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ পতাকা রেজিস্ট্রেশনকারী সংস্থা কর্তৃক তালিকাভুক্ত জাহাজগুলোর জন্য স্থায়ী ও অস্থায়ী যে কোনো ধরনের রেজিস্ট্রেশন প্রদান না করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

নিষেধাজ্ঞার তালিকায় থাকা জয়েন্ট স্টক কোম্পানি নর্দান শিপিং কোম্পানির জাহাজ রয়েছে ২৭টি। এছাড়া ট্রান্সমোটফ্লটের ১৬টি, নর্ড প্রজেক্ট ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির ১৫টি, এসসি সাউথের ৪টি, ওবোরন লজিস্টিক ও এম লিজিংয়ের ৩টি করে এবং মেরিন ট্রান্স শিপিংয়ের ১টি জাহাজ রয়েছে।

বীনাপানি সংঘের সরস্বতী পূজায় থাকবে মেয়র এ্যারিক অ্যাডাম

নিউইয়র্কের এ সপ্তাহে সরস্বতী পূজা শুরু

৪০ পৃষ্ঠার পর

অ্যাডাম সহ আরও অনেকেই উপস্থিত থাকবে।

২৬শে জানুয়ারী সরস্বতী পুজা হবে উডসাইডের কুইন্স প্যালেসের বীণাপানি সংঘের। এই প্রথম কোন সিটির মেয়র সরস্বতী পূজায় আসবেন।

এদিকে গতকাল বুধবার রীচমুন্ড হিলের শ্রীশ্রী হরি মন্দির সরস্বতী পুজা অনুষ্ঠিত হয়। হরি মন্দিরে হলের ভেতর উপছে পড়া ভীড়। পূজা,অর্চ্চনা,অঞ্জলীর পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিলো মনমাতানো। এবার সরস্বতী পুজার সেবক ছিলেন ভক্ত ইন্দ্রজিত সরকার।

নিউইয়র্কে আরও বিভিন্ন সংগঠনের সরস্বতী পুজার প্রস্তুতি চলছে।

বিদ্যার দেবী সরস্বতী পুজা যাকে বাণী অর্চ্চনা ও বলা হয়। মূলত: ছাত্র ছাত্রীদের মাঝেই উৎসাহ উদ্দীপনা বেশী। শিক্ষাঙ্গন তথা স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় সরস্বতী পূজা বর্ণাঢ্য আয়োজনে হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেকের বাড়ীতে মন্দিরে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠাতে সরস্বতী পুজার আয়োজন দেখা যায়। এই উত্তর আমেরিকায় প্রবাসী বাংলাদেশীদের মাঝেও সরস্বতী পুজার

ব্যাপক আয়োজন হচ্ছে। বুধবার তিথিমত সরস্বতী পুজা অনুষ্ঠিত হবে। ।

জ্যামাইকায় শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত সংঘ তাদের নিজস্ব মন্দির, বাংলাদেশ হিন্দু মন্দিরে। এসোসিয়েশন নিউইয়র্ক করবে ফ্লোরাল পার্কের শিব শক্তি পিঠ ও পুজা সমিতি উডসাইডে ।

গ্রোসারি স্পেন্ডিং কার্ডে ৯০০ ডলার পাওয়ার সুযোগ

৪০ পৃষ্ঠার পর

এতে রয়েছে ভাড়া সহায়তা, ইউটিলিটি বিল সহায়তা, ফার্মেসি খরচ, ডেন্টাল কেয়ার কভারেজ, গ্লাসেস কভারেজ, ট্র্যাসপর্টেশন, এবং আরও অনেক কিছু!

ফোনকলে একজন এজেন্টের সাথে কথা বলতে সময় গড়ে ২-৩ মিনিট। কল করার কোন ঝুঁকি নেই, এটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত এবং গোপনীয়।

সুবিধাটির যোগ্য কিনা জানতে, ফোন কলে নিজের নাম, জন্ম তারিখ, ঠিকানা, মেডিকেইড নম্বর, মেডিকেয়ার নম্বর, অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্ল্যান কার্ড সাথে রাখতে হবে।

দীর্ঘদিন যাবত চিকিৎসাসেবা দেয়া প্রাইমারি ডাক্তারটি কী এই নতুন প্ল্যানের নেটওয়ার্কে যুক্ত আছে কিনা, তা অবশ্যয়ই কাস্টমার কেয়ারে কথা বলার সময় জেনে নিতে হবে।

গ্রোসারি স্পেন্ডিং কার্ড মেডিকেয়ারের জন্য একটি ত্রাণ হিসাবে আসে, বিশেষত খাদ্য খরচ বৃদ্ধির সাথে।

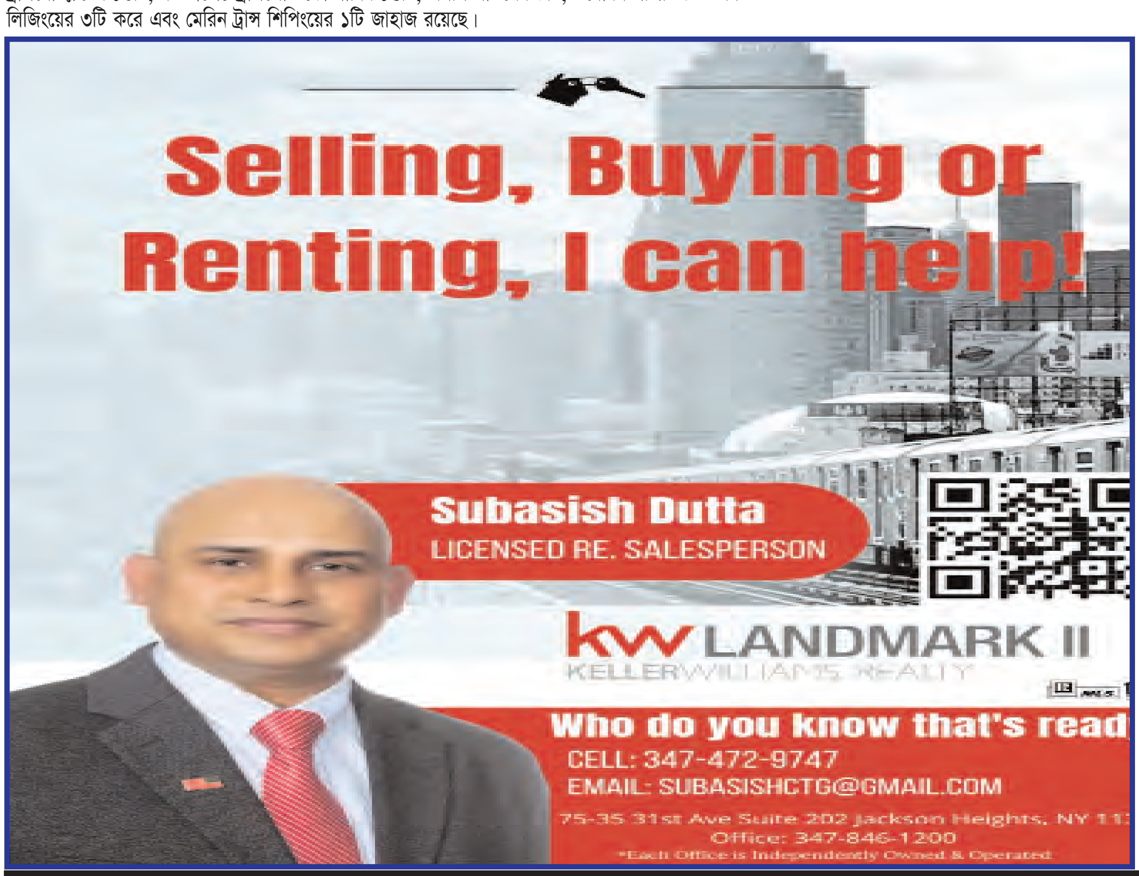

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com

বাংলাদেশী আমেরিকান এনওয়াইসিটির জমজমাট প্রথম বার্ষিক ফ্যামিলি নাইট

আমেরিকার বাণিজ্যিক রাজধানী এবং বিশ্বের সেরা ব্যয়বহুল সিটি হচ্ছে নিউইয়র্কে। এই নিউইয়র্কেই বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশের মানুষের বাসবাস। প্রায় ২০০ ভাষার মানুষ এই সিটিতে বাসবাস করেন। তার মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশীরা। এই সিটির যাতায়াতের প্রধান অবলম্বন হচ্ছে নিউইয়র্ক সিটি ট্রানজিট (এমটিএ)।

২০২১ সালের তথ্য অনুযায়ী নিউইয়র্ক সিটিতে বসবাস করেন প্রায় ৮.৪৬৮ মিলিয়ন মানুষ। যার মধ্যে ট্রেন ব্যবহার করেন প্রতিদিন প্রায় ২.৪ মিলিয়ন মানুষ এবং বাস ব্যবহার করেন ১.২ মিলিয়ন মানুষ। নিউইয়র্কে বাংলাদেশীদের সংখ্যা বাড়ছে। সেই সাথে নিউইয়র্কের বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করার সংখ্যাও বাড়ছে বাংলাদেশী আমেরিকানদের। নিউইয়র্ক সিটিতে যাতায়াতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বাহন হচ্ছে নিউইয়র্ক সিটি ট্রানজিট।

যাকে সংক্ষেপে বলা হয়ে থাকে এমটিএ। এমটিএতে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী এখন কর্মরত আছেন। এমটিএতে কতজন বাংলাদেশী বর্তমানে কাজ করছেন তার সঠিক কোন তথ্য জানা না থাকলে জুবায়ের আহমেদ জানান, এমটিএ বাংলাদেশীদের সংখ্যা হবে প্রায় ৭,৫০ থেকে ৮০০ জনের মত। অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারির সাথে বাংলাদেশী আমেরিকানরাও প্রতিদিন নিউইয়র্ক সিটির সর্বসাধারণকে সেবা দিয়ে আসছেন। মানব সেবাই বড় সেবা সেই বাক্যটিকে ব্রতি হিসাবে নিয়ে তারা প্রতিদিন কাজ করে যাচ্ছেন। যারা এমটিতে কাজ করছেন তারা একটি সংগঠন করেছেন। আর এই সংগঠনের নাম হচ্ছে- বাংলাদেশী আমেরিকান এনওয়াইসিটি এ্যাম্পয়িস। অনুষ্ঠানের নাম দেয়া হয়েছে ফার্স্ট এনওয়াইসিটি ফ্যামিলি নাইট ২০২৩।

প্রথম অনুষ্ঠানেই তারা সফল এবং স্বার্থক। কারণ এই অনুষ্ঠানে এমটিএ'র সকল উইনিয়নের সাবেক এবংব র্তমান নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন কম্যুনিটির সকল শ্রেণী পেশার লোকজন। সেই সাথে এমটিতে কর্মরত সকলের পরিবার ও পরিজন। পুরো অডিটোরিয়াম কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায় নির্ধারিত সময়ের আগেই। বাংলাদেশী অনুষ্ঠানগুলোতে সাধারণত এই ধরনের চিত্র দেখা যায় না। অন্যান্য অনুষ্ঠানে নতুন প্রজন্মের উপস্থিতি দেখা না গেলেও এই অনুষ্ঠানে প্রবাসে জন্ম নেয়া এবং বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের উপস্থিতি ছিলো চোখে পড়ার মত।

বর্ণাঢ্য এবং জমজমাট অনুষ্ঠানটি গত ১৩ জানুয়ারি সন্ধ্যায় উডসাইডের গুলশান টেরেসে অনুষ্ঠিত হয়। ইভেন্ট অর্গাইজারের মধ্যে ছিলেন আজাদ তালুকদার, রোকসানা বেগম, রুশদি হক, জুবায়ের আহমেদ, শামীম আহমেদ, সাফওয়ান চৌধুরী, সাইফ আজাদ, দীপক দাস, গোপাল দাস, এনামুল হক জনি, মোহাম্মদ মাসুম, নাজিম উদ্দিন, ফারহানা চৌধুরী এবং আহনাফ আলম। ফ্যামিলি নাইটের উদ্বোধন করেন আজাদ তালুকদার। এই সময় সব আয়োজক উপস্থিত ছিলেন। কয়েক পর্বের এই অনুষ্ঠানের

তারেক আহমেদ ও আহনাফ আলমের সঞ্চালনায় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন টিডব্লিউ লোকাল-১০০ এর সাবেক প্রেসিডেন্ট টনি ওটানো, বর্তমান প্রেসিডেন্ট রিচার্ড ডেভিড, ইউটিএল'র প্রেসিডেন্ট মারিও বুচ্যারি, ক্যানেথ বালিয়ার, নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর জন লু, নিউইয়র্কের প্রথম মুসলিম এবং বাংলাদেশী আমেরিকান কাউন্সিল ওম্যান শাহানা হানিফ, নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কন্স্যুলেটের ডেপুটি কন্সাল জেনারেল নাজমুল হাসান, কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক এ্যাট লার্জ ও বিশিষ্ট এটর্নী মঈন চৌধুরী, পুলিশ অফিসার লুথ্যারেন্ট কমান্ডার শামসুল হক, লুথ্যারেন্ট ফখরুল ইসলাম, লুথ্যারেন্ট মাহবুবুর খান, নিউইয়র্ক সিটির ডেপুটি পাবলিক এডভোকেট তারিক আহমেদ। অনুষ্ঠানে কাউন্সিল ওম্যান শাহানা হানিফ বলেন, আমি আপনাদের সাথে কাজ করতে চাই। কারণ আমার কাজই হলো আপনাদের নিয়ে। আপনাদের সহযোগিতায় আমি প্রথম মুসলিম এবং প্রথম বাংলাদেশী আমেরিকান কাউন্সিলওম্যান নির্বাচিত হই। তিনি বলেন, আমি আমার বাবা- মার গর্বিত সন্তান। কারণ তারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন, যে কারণে আমি আজকে এখানে পৌঁছাতে পেরেছি। তিনি বলেন, আমি ইতিমধ্যে ৬টি বিল পাশ করিয়েছি। আগামীতে ইমিগ্র্যান্ট কম্যুনিটির স্বার্থে কাজ করতে চাই। তিনি বলেন, আমার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা এখানেই। তারপরেও আমি বাংলায় কথা বলছি। এটি আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনাদের সন্তানদেরও বাংলা ভাষা এবং বাংলা সংস্কৃতির সাথে রাখবেন, যাতে করে তারা যেন শিকড়কে ভুলে না যায়।

ডেপুটি কন্সাল জেনারেল নাজমুল হাসান বলেন, আজকে এই অনুষ্ঠানে আসতে পেরে আমার কাছে খুবই ভাল লাগছে। কারণ বাংলাদেশী আমেরিকানও এই দেশের বা এই সিটির উন্নয়নে কাজ করছে। তিনি বলেন, আপনাদের মনে রাখতে হবে আপনারা সত্যিকারের বাংলাদেশের প্রতিনিধি। তিনি বাংলাদেশে বৈধ পথে অর্থ প্রেরণ করার আহবান জানান এবং সেই সাথে নতুন প্রজন্মকে বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতি শেখানোর আহবান জানান। তিনি আরো বলেন, আপনাদের যে কোন প্রয়োজনে কন্স্যুলেট সব সময় পাশে থাকবে।

স্টেট সিনেটর জন লু এমটিতে কর্মরত বাংলাদেশীদের অভিনন্দন জানিয়ে তাদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। এটর্নী মইন চৌধুরী বলেন, আজকের অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই অনুষ্ঠানে আসতে পেরে আমার কাছে ভাল লাগছে। তিনি বলেন, আমি এজন এটর্নী হলেও আমি একজন রাজনীতিবিদ। আপনাদের যে কোন কাজে আমি সহযোগিতা করতে চাই। তিনি অনুষ্ঠানে আয়োজকদের পরিচয় করিয়ে দেন।

জুবায়ের আহমেদ সংগঠনের কর্মকান্ড তুলে ধরে বলেন, এটা আমাদের প্রথম প্রয়াস। আশা করি আগামীতে এই ধারা অব্যাহত থাকবে। তিনি অনুষ্ঠানকে সফল এবং স্বার্থক করার জন্য সকার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এ কে আজাদ তালুকদার সবাইতে স্বাগত জানিয়ে অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্য এবং অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

ইউনিয়ন লিড়াররা বলেন, যেসব বাংলাদেশী আমেরিকান এমটিতে কাজ করছে তাদের সকল সুবিধা নিশ্চিত করা হবে এবং তাদের চাকরিও নিশ্চিত করা হবে। তারা বলেন, নিউইয়র্কে বাংলাদেশীদের সংখ্যা বাড়ছে, আগামীতে এমটিতেও বাংলাদেশীদের সংখ্যা বাড়বে।

পুলিশ অফিসাররাও এমটিতে যারা কাজ করছেন তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে এমটিএতে প্রথম বাংলাদেশী (পুরুষ) মোহাম্মদ আলী বিশেষ সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। তিনি এমটিতে ১৯৮৭ সালে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি ২০১৩ সাল পর্যন্ত এমটিতে কর্মরত ছিলেন। প্রথম মহিলা নীনা রহমানকেও ক্রেস্ট এবং সম্মাননা প্রদান করা হয়।

তিনি ১৯৯৬ সালে এমটিএতে যোগদান করেন এবং ২০২১ সালে অবসর গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। পরিবেশনায় ছিলেন এনওয়াইসিটি পরিবারের সদস্যরা।

অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে সঙ্গীত, নৃত্য, কবিতা আবৃত্তি ও কৌতুক পরিবেশন করেন গোপাল দাস, অপর্ণা রয়, সুপ্তি, সানভি, অশোক ব্যানার্জি, জামিলুর রহমান, অসীম সাহা, ইয়াসমীন রহমান, মাসতুল্লাহ, কাঞ্চন দাস, বাংলাদেশের জনপ্রিয় শিল্পী তনিমা হাদী, মিতু মাহমুদ। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন তারেক আহমেদ।

সোনালী ব্যাংকের ই-সেবা ও ই-ওয়ালেট ব্যবহার করা যাবে যুক্তরাষ্ট্রে বসেও

ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো: আফজাল করিম। বক্তব্য রাখেন সোনালী ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুভাস চন্দ্র দাশ এবং পারসুমা আলমসহ সোনালী ব্যাংকের ঊর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বেশ কয়েকজন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ভাই-বোন।

অনুষ্ঠানে ভিডিও প্রদর্শনের মাধ্যমে সোনালী ই-সেবা ব্যবহার করে একাউন্ট খোলা এবং সোনালী ই-ওয়ালেট ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং লেনদেন প্রক্রিয়া খুব ভালো ভাবে প্রবাসী ভাই-বোনদের সামনে উপাস্থাপন করা হয়। এখানে উল্লেখ করা হয় যে, সোনালী ই-সেবা এপস্ধসঢ়; থেকে মাত্র দুই মিনিটে প্রবাসে থেকেও প্রবাসীরা ব্যাংক একাউন্ট খুলতে পারবেন। আর সোনালী ই-ওয়ালেট ব্যবহার করে একাউন্ট ব্যালেন্স ও স্টেটমেন্ট দেখা, ডিপিএস জমা করা, সোনালী ব্যাংক ও অন্যান্য বাংলাদেশী ব্যাংকের একাউন্টে বা ওয়ালেটে টাকা ট্রান্সফার, একাউন্ট থেকে ওয়ালেট বা ওয়ালেট থেকে একাউন্টে টাকা ট্রান্সফার, ইটিলিটি বিল পেমেন্ট, বিএফটিএনের মাধ্যমে বাংলাদেশে টাকা ট্রান্সফার, মোবাইল রিচার্জ, সোনালী ব্যাংকের যেকোন শাখা ও এটিএম বুথর লোকেশন জানা, সোনালী ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ডের বিল জমাসহ নানাবিধ কাজ করা যাবে অতি সহজে। যুক্তরাষ্ট্র বা প্রবাসে বসেও এই এপস্ধসঢ়; আইওএস(এ্যাপেল) ও এন্ড্রেধসঢ়্রায়েড ফোনে ডাউন্ডলোড করে কিভাবে সোনালী ব্যাংকে হিসাব খোলা আর অন্যান্য লেনদেন করা যায়- তার একটি চমৎকার ধারণা পেয়ে উপস্থিত প্রবাসীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি হয়। পাশাপশি তাঁরা উপস্থিত প্রধান অতিথিকে ভার্চুয়ালি পেয়ে ব্যাংকিং সংক্রান্ত বিভিন্ন সুবিধা-অসুবিধার কথা জানান।

প্রধান অতিথি সোনালী ব্যাংকের সিইও এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো: আফজাল করিম বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে এবং তাঁর বক্তব্যে বলেন, আমরা দেশের পাশাপাশি প্রবাসী ভাই-বোনদের জন্য সবচেয়ে দ্রুত ও নিরাপদ সেবা নিশ্চিত করতে চাই। আর উদ্ভাবনী ব্যাংকিং এর ¯োগান সামনে রেখে সোনালী ব্যাংক বিশ্বস্ততার সাথেই এ কাজ করছে। তাইতো অনলাইন ব্যাংকিংসহ প্রযুক্তিগত নানা ব্যাকিং সেবা সবার জন্য নিশ্চিত করে এর সুফল সবার মাঝে ভাগ করে দিতে আমরা বদ্ধ পরিকর। এরই ধারাবাহিকতায় সোনালী ই-সেবা এবং সোনালী ই-ওয়ালেট যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পেরে আমরা খুশী। তিনি বর্তমান ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানে সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এ ধরনের প্রযুক্তিগত সুবিধা নিশ্চিত করাতে বর্তমান সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পাশাপাশি, বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক ভাবে শক্ত অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রবাসীরা, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসী ভাই-বোনেরা যেভাবে তাঁদের কষ্টার্জিত অর্থ দেশে পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রেখেছেন তাঁদের সবাইকে তাঁর পক্ষ থেকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এ ছাড়াও, বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রবাসীদের বাংলাদেশে আরো বেশী বিনিয়োগের আহবান জানান এবং বৈধ চ্যানেলে রেমিটেন্স প্রেরণের প্রতি গুরত্ব আরোপ করেন।

যুক্তরাষ্ট্রে সফরে ঢাকা উত্তর সিটি মেয়র আতিক

ফ্লোরিডায় বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল কার্যালয়ে মতবিনিময়কালে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাঙালিদের উদ্দেশে এ কথা বলেন ডিএনসিসি মেয়র।

প্রবাসীদের উদ্দেশে মেয়র বলেন, 'আপনাদের জন্য ডিএনসিসির দুয়ার ২৪ ঘণ্টা খোলা। যেকোনো নতুন ধারণা আমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন। প্রবাসে থেকেও করতে পারেন আবার কেউ চাইলে দেশে ফিরেও শেয়ার করতে পারেন। আপনাদের সবার সহযোগিতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট সিটি করপোরেশনের কাজ ডিএনসিসি থেকেই শুরু করতে চাই। স্মার্ট সিটি গড়তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থায় কর্মরত বাঙালিদের সহযোগিতা চেয়েছেন তিনি।

কনসাল জেনারেল ইকবাল আহমেদের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন ডিএনসিসির সচিব মোহাম্মদ মাসুদ আলম ছিদ্দিক, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা সাজিয়া আফরীন, কাউন্সিলর মো. মতিউর রহমান, কাউন্সিলর ফরিদ আহমেদ, কাউন্সিলর মিতু আক্তার। এছাড়া ফ্লোরিডা ও আশপাশের সিটির আওয়ামী লীগের নেতা, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও ব্যবসায়ীরা। প্রবাসীদের পক্ষ থেকে অনেকেই দেশে তাদের মেধার বিকাশ তুলে ধরার সুযোগ চান।

আতিকুল ইসলাম বলেন, 'কোনো কিছুর গবেষণা না থাকলে টেকসই উন্নয়ন হবে না। আমি আপনাদের সহযোগিতা চাই। ডিএনসিসিতে ট্যাসেবা অনলাইনে শুরু হয়েছে। এটি বাস্তবায়ন করতে অনেক কষ্ট হয়েছে। অনলাইন চালু হওয়ায় দুষ্টু লোকদের দৌরাত্ম্য কমেছে। তাই সেবাটি চালু করা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে অনেক কষ্ট করছেন। পদে পদে বাধা তারপরও চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আমরাও প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাকে বাস্তবে রূপ দিতে কাজ করে যাচ্ছি।

তিনি বলেন, 'রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) ও ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির (ডিপিডিসি) ডাটাবেজ সংগ্রহ করা হবে। সেই ডাটাবেজ সমন্বয় করে বাসা-বাড়ির সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করা হবে। তখন আর কেউ রাজস্ব ফাঁকি দিতে পারবেন না। আমরা ট্রেড লাইসেন্স অনলাইনে চালু করেছি। রিকশার জন্য কিউআর কোড চালু করতে যাচ্ছি। আমরা অনেক কিছুতেই স্মার্ট বাংলাদেশের ছোঁয়া দিতে শুরু করেছি। স্মার্ট সিটি গড়তে আপনাদের সহযোগিতা লাগবে।'

'বিদেশের যে যেখানে গবেষণা কাজ করছেন বা যাই ভালো কিছু করছেন সবাই দেশের জন্য কিছু করতে চান। ডিএনসিসিতে যেকোনো ভালো চর্চা যদি কেউ করতে চান সেই সুযোগ আমি দেবো। এমনও হতে পারে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আপনারা আমাদের পরামর্শ দিতে পারেন। আপনাদের সহযোগিতায় নগরবাসীর জন্য নতুন কিছু করতে চাই। দেশ আপনাদের দিকে তাকিয়ে আছে। সিটি আপনাদের দিকে তাকিয়ে আছে। যে কোনো নতুন ধারণা থাকলে যোগাযোগ করবেন।

এসময় ডিএনসিসির প্রতিনিধিদলের যুক্তরাষ্ট্রে সফরের বিষয় উল্লেখ করে মেয়র বলেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের অর্থায়নে আমরা ফ্লোরিডার মিয়ামিতে কয়েকদিন ধরে বেশকিছু বিষয়ের ওপর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। এখানকার ভালো চর্চা দেশেও বাস্তবায়ন করতে চাই। আমরা এখানে শিখতে এসেছি, ঘুরতে নয়। প্রতিটি বিষয়ের ওপর গুরুত্বসহকারে শেখানো হচ্ছে।'

যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের অর্থায়নে নগর ব্যবস্থাপনায় আধুনিক পদ্ধতি, মশক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ড্রেনেজ ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, রাজস্ব আহরণ পদ্ধতিসহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ নিতে ডিএনসিসির একটি প্রতিনিধিদল ফ্লোরিডার মিয়ামিতে সফরে রয়েছে। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন মেয়র মো. আতিকুল ইসলাম।

সাপ্তাহিকজন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

বাংলাদেশী আমেরিকারন পোষ্টাল এ্যামপ্লয়িস এসোসিয়েশন-এর প্রথম সভা

আলম মিনা সভার সঞ্চালন করেন। কিছু গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডা সহ সংগঠনের নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় উপস্থিত সকলের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সিনিয়র সহ সভাপতি সানি গোপ। সহ সভাপতি মতিলাল দাস।সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব লোকমান ইসলাম। অর্থ সম্পাদক আমানুল ইসলাম। প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মোঃ মোজাম্মেল হক। সহকারী প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন। ওয়েলফেয়ার ও সোসাল সম্পাদক সাউদ আকাশ। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি সম্পাদক মহিউদ্দিন রাজু। সহকারি ক্রীড়া ও সংস্কৃতি সম্পাদক আল ফাহাদ। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কার্যকরি কমিটির সদস্য দিপক দেবনাথ ও মোঃ নুরুল আমিন।

পিকনিক স্পট প্রসঙ্গে:

সংখ্যা গরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে ২০২৩ ইং এর পিকনিক স্পট প্রথম চয়েজ লংআইল্যান্ড এর যে কোন পার্ক বুকিং দেওয়ার জনগ্য সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সংগঠনের গঠনতন্ত কমিটি প্রসঙ্গে-

সংখ্যা গরিষ্ঠেরমতামতের ভিত্তিতে সংগঠনের গঠনতন্ত তৈরী করার জন্য সংগঠনের সিনিয়র সহসভাপতি সানি গোপ কে আহবায়ক করে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়, যার অন্য সদস্যরা হলেন : আমানুল ইসলাম মোঃ মোজাম্মেল হক লোকমান ইসলাম সাজ্জাদ হোসেন।

অভিষেক অনুষ্ঠান প্রসঙ্গ :

কার্যকরি কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান সুন্দর ও স্বার্থক হয়েছে বলে উপস্থিত সকলে মতামত ব্যাক্ত করেন এবং সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কে এই মর্মে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বিবিধ আলোচনা প্রসঙ্গ :

বিবিধ আলোচনায় সংগঠনকে কি ভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়া যায় এ ব্যাপারে উপস্থিত সকলে নানা রকম মতামত ও পরামর্শ ব্যাক্ত করেন। এর পর সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মুঃ এন আলম মিনা সভায় আলোচিত সকল বক্তার আলোচনার সারাংশ মতামত ও সকলের মাঝে সংগনের উদ্দেশ্য এবং কি ভাবে এর উত্তরোত্তর উন্নতি ও সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়া যায় তার একটা দিকনির্দেশনা তুলে ধরেন। পরিশেষে সভার সভাপতির সমাপনী বক্তব্যে সহকলের সহযোগিতা সংগঠকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য একটা দিকনির্দেশনা দিয়ে রাতের ডিনার শেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের যৌথ সভায় নির্বাচন কমিশন গঠন

বৎসরের শুভেচ্ছা ও কুশলাদি বিনিময়ের পর সংগঠনের সভাপতি ডাঃ মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ-এর সভাপতিত্বে ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোঃ শফিউল আলম-এর পরিচালনায় যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফাউন্ডেশনের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টা চৌধুরী ডাঃ সারোয়ারুল হাসান, নাসির আলী খান (পল), ডাঃ মোঃ মাসুদুল হাসান, ডঃ মোঃ রুহুল কুদ্দুস, জহুরুল ইসলাম (টুকু), মোঃ দবিরুল ইসলাম, এ্যাডঃ মাহবুবুর রহমান (বকুল)। কার্যকরী কমিটির মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ নার্গিস রহমান, মোজাফফর হোসেন, মোস্তফা কামাল মিল্টন, মোহর উদ্দিন খান, মোঃ শরিফুল ইসলাম, গোলাম রাব্বানি, এ.এইচ.এল মিল্টন, মোঃ জাহাঙ্গীর আলম ও মোহাম্মাদ মিয়াঁ(দুলু)। সভায় কিছুগুরুত্বপর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। তারমধ্যে (১) নির্বাচন কমিশন গঠন (২) একুশে ফেব্রুয়ারি পালন ও মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন (৩) ইফতার মাহফিল ও বার্ষিক বনভোজন (৪) বিবিধ। উপস্থিত সবার মতামতে ও প্রস্তাবের মাধ্যমে প্রধান নির্বাচন কমিশন হিসেবে ডাঃ মাসুদুল হাসান, নির্বাচন কমিশনার হিসেবে ডঃ মোঃ রুহুল কুদ্দুস ও মোঃ দবিরুল ইসলাম মনোনীত করা হয়। মনোনীত কমিশনারবৃন্দ আগামী ৯০ দিনের মধ্যে একটি সুষ্ঠ ও সুন্দর কমিটি গঠনের দায়িত্ব পালন করবেন। নিরপেক্ষ নির্বাচন ও সততা এবং নিষ্ঠার সাথে নতুন কমিটি গঠনের জন্য সবার সহযোগিতা কামনা করেন নির্বাচন কমিশনারগন। পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করা হবে।

যথাযোগ্য মর্যাদায় আগামী একুশে ফেব্রুয়ারি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও মহান স্বাধীনতা দিবস উযাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নবনির্বাচিত কমিটি মাহে রমজানের ইফতার মাহফিল ও বার্ষিক বনভোজন ২০২৩ইং এর স্থান ও তারিখ নির্ধারণ করবেন। উপরে উল্লেখিত সকল সিদ্ধান্তই সবার প্রস্তাবে ও আলোচনার মাধ্যমে পাশ হয়। সভাপতির বক্তব্যে জনাব আব্দুল লতিফ বলেন, আমি কারো সাথে বৈরিতা চাই না, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি আরো সুদৃঢ় হোক এটাই আমার কামনা। তিনি বলেন যারা ২০২৩ ও ২০২৪ সালের জন্য ১০ ডলার জমা দিয়ে সদস্য হয়েছেন তাঁদের তালিকা আমি আগামী মাসে নির্বাচন কমিশনারের নিকট জমা দিবেন। চুড়ান্ত তালিকার সদস্যবৃন্দ এবং আজীবন সদস্যবৃন্দ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। সভাপতি সবার সুস্বাস্থ ও শুভ কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ডিসি সম্মেলনে ২৫ নির্দেশনা
ট্যাক্সে বেতন, জনগণের সেবা করুন : প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা, জেলা প্রশাসকদের (ডিসি) উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, জনগণের ট্যাক্সের পয়সায় আপনাদের বেতন-ভাতা হয়। জনগণ ট্যাক্স দেয় সেবা পাওয়ার জন্য। সেবা দেওয়া প্রতিটি সরকারি কর্মচারীর দায়িত্ব। সেজন্য সেবার মনোভাব নিয়ে সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল থেকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে 'জেলা প্রশাসক সম্মেলন-২০২৩'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। এ সময় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণসহ ২৫টি নির্দেশনা বাস্তবায়নের পাশাপাশি কেবল প্রয়োজনীয় প্রকল্পই গ্রহণ করতে বলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, তৃণমূল পর্যায়ে সরকারের নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন, সমস্যা এবং এর থেকে উত্তরণের কৌশল নির্ধারণে 'জেলা প্রশাসক সম্মেলন' কার্যকর ভূমিকা পালন করে। জেলা প্রশাসক সম্মেলনে সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের সঙ্গে মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সরাসরি মতবিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। প্রধানমন্ত্রী জেলা প্রশাসকদের বহুবিধ কাজের মধ্যে কিছু বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। পতিত জমিতে ফসল ফলাতে হবে। কোনো জমি যেন অনাবাদি না থাকে সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন, সরকারি অফিসগুলোয় সাধারণ মানুষ যেন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বিঘ্নে যথাযথ সেবা পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। সেবাপ্রত্যাশীদের সন্তুষ্টি অর্জনই যেন হয় সরকারি কর্মচারীদের ব্রত। সরকারি তহবিল ব্যবহারে কৃচ্ছ্রসাধন করতে হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠদান কার্যক্রমের মানোন্নয়নে উদ্যোগী হতেও জেলা প্রশাসকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, অপেক্ষাকৃত দুর্গম এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জনগণের ট্যাক্সের পয়সায় জনপ্রতিনিধি এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাসহ সব সুযোগ-সুবিধা আসে। সবাইকে আন্তরিকভাবে জনগণের সেবা করতে হবে। সরকারপ্রধান বলেন, এটাই বাস্তব কথা যে জনগণের সেবক হওয়া; আজকে আমরাও যারা নির্বাচিত প্রতিনিধি যতটুকু সুযোগ-সুবিধা পাই বা আপনারাও সরকারি কর্মচারী-কর্মকর্তা হিসেবে যেসব সুযোগ-সুবিধা পান এগুলোর অবদান তো জনগণের। কারণ জনগণের অর্থ ও ট্যাক্সের টাকা দিয়ে কিন্তু সবকিছু চলে। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য থেকে উদ্ধৃত করে শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতা পয়লা ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সালে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে সরকারি কর্মচারীদের উদ্দেশে এক ভাষণে বলেছিলেন, 'সরকারি কর্মচারী ভাইয়েরা, আপনাদের জনগণের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করতে হবে এবং জাতীয় স্বার্থকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হবে। এখন থেকে অতীতের আমলাতান্ত্রিক মনোভাব পরিবর্তন করে নিজেদের জনগণের খাদেম বলে বিবেচনা করতে হবে।' মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আপনারা যারা জনপ্রশাসনে কাজ করেন, মাঠ পর্যায়ে কাজ করেন, আপনাদের দায়িত্ব অনেক। এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, শুধু একটা চাকরি করা নয়, জনসেবা দেওয়া। সেজন্য আপনারা জানেন, আমি এই মন্ত্রণালয়ের নামটাও পরিবর্তন করে দিয়েছি। এটা আগে ছিল সংস্থাপন মন্ত্রণালয়। সেটাকে আমি জনপ্রশাসন নাম দিয়েছি। নামেরও একটা তাসির থাকে; নামের সঙ্গে যেন কর্মক্ষেত্র আপনাদের বিস্তৃত হয়। শেখ হাসিনা বলেন, একটা পরিবর্তন আমি দেখেছি আপনাদের মাঝে। আমার বাবাও ক্ষমতায় ছিলেন, তখনও দেখেছি, আমি যখন বিরোধী দলে বা আমি যখন '৮১ সালে বাংলাদেশে ফিরে আসি, যখন আমি সারা বাংলাদেশ ঘুরি তখনো দেখেছি। তবে এটুকু আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, আমি আসার পর থেকে আমাদের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে এই যে জনমুখী হওয়া, জনগণের পাশে দাঁড়ানো, জনগণের সেবা দেওয়ার আন্তরিকতাটা সৃষ্টি হয়েছে।

প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসীদের ব্যতিক্রমী পিঠা উৎসব
আহমেদ শরীফ আর অমিত হাসানের কথায় মুগ্ধ সবাই

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএসএ'র ব্যতিক্রমী পিঠা উৎসবে বাংলাদেশের হরেক রকমের পিঠা-পুলির সমাবেশ ঘটে। বৃষ্টিমুখর সন্ধ্যা উপেক্ষা করে অর্ধ শতাধিক প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ পিঠাগুলো খাওয়ার পাশাপাশি, আড্ডা, স্মৃতিচারণ আর কবিতা-গানে উৎসবটি মুখরিত ও সফল করে তুলেন এবং দেশের অন্যতম জেলা টাঙ্গাইলের ইতিহাস-ঐতিহ্য তুলে ধরেন। পাশাপাশি প্রবাসে ঐক্যবদ্ধ থেকে প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ও দেশের মানুষের সেবার যার যার অবস্থান থেকে সার্বিক সহযোগিতার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। খবর ইউএনএ'র।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন টাঙ্গাইলের কৃতি সন্তান ও বাংলা চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় নায়ক/খলনায়ক অমিত হাসান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তী আরেক শক্তিমান অভিনেতা খলনায়ক আহমেদ শরীফ, আয়োজক সংগঠনের উপদেষ্টা ডা. মনিবুর রহমান খান ও তরিৎ বোস। উৎসবের উদ্বোধন করেন নিউইয়র্কের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, ফাতেমা গ্রুপ ইনক'র চেয়ারম্যান হাজি শামসুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে আহমেদ শরীফ আর অমিত হাসানের স্মৃতিচারণমূলক কথায় মুগ্ধ হন উপস্থিত দর্শক-শ্রোতা সবাই।

সিটির জ্যামাইকার ইকরা পার্টি হলে গত ২২ জানুয়ারী রোববার সন্ধ্যায় এই পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়। ব্যতিক্রমী এই উৎসবের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাজী মো: হযরত আলী মিয়া। এরপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএসএ'র সাধারণ সম্পাদক মো: আতিকুর রহমান আনিস। অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের স্বাগত জানান সংগঠনের সভাপতি আব্দুল হাকিম।

সংগঠনের সহ সভাপতি সুলতান কবীর বোখারীর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা খন্দকার আশেক শামীম, প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক মীর মাহবুবুর রহমান বাবু, সাবেক সভাপতি ফরহাদ তালুকদার, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব ও টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, ফাতেমা মানবকল্যাণ ফাউন্ডেশন-এর প্রতিষ্ঠাতা তৌফিকুর রহমান, আবুল খায়ের মোরশেদ স্বপন, সৈয়দ আশরাফ প্রমুখ। এসময় প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি ফরিদ খান, হাজী মোজাম্মেল হক, আকতারুজ্জামান হ্যাপী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক খন্দকার জাকির হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে নায়ক/খলনায়ক অমিত হাসান বলেন, ঐহিত্যবাসী টাঙ্গাইলের মানুষ হিসেবে দেশ ও প্রবাসে নিজেদের সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে হবে। যার যার অবস্থান থেকে ভালো কাজ করতে হবে। দেশের কৃষ্টি-কালচার তুলে ধরতে হবে। তিনি আহমেদ শরীকে দেশের কিংবদন্তী শক্তিমান অভিনেতা উল্লেখ করে বলেন, তার কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু শিখেছি। তিনি আমার গুরু, বড় ভাই। অমিত হাসান অনুষ্ঠানে তার কলেজ জীবনে লেখা একটি রোমান্টিক কবিতাও আবৃত্তি করে শুনান।

আহমেদ শরীফ তার বক্তব্যে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করে বলেন, টাঙ্গাইলের কথা বলতে হলে ভাসানীকে আগে স্মরণ করতে হবে। তিনি বলেন, দেশের অন্যান্য জেলার মতো টাঙ্গাইল সব দিক দিয়েই ঐতিহ্যবাহী জেলা। টাঙ্গাইলের নায়ক মান্না, অমিত হাসান, শাবনাজ-নাঈম অভিনয়ের মাধ্যমে দেশের চলচ্চিত্রকে সমৃদ্ধ করেছে, সুনাম কুড়িয়েছে। আহমেদ শরীফ তার অভিনয়ের কয়েকটি ডায়লগ পাঠ করে শুনান।

হাজী শামসুল ইসলাম প্রবাসের সামাজিক সংগঠনগুলোর কমিউনিটিতে অবদান ও ভূমিকার কথা তুলে ধরে বলেন, এসব সংগঠনের কারণেই আমরা একে অপরকে চিনতে পারছি, আনন্দমূলক অনুষ্ঠান আয়োজন হচ্ছে। তিনি সকল প্রবাসীকে ঐক্যবদ্ধ থাকার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন মনিকা দাস ও নূরুজ্জামান লাল্টু। এছাড়াও কবিতা আবৃত্তি করেন সুলতান কবীর বোখারী ও জিন্নুরাঈন মিয়ান মেরী।

পিঠা উৎসব আয়োজনে সহযোগিতায় ছিলেন খ: বদরুজ্জামান পিকলু, আরীফ বিন আনোয়ার, শরীফ শিকদার, আব্দুর রউফ, সানোয়ার হোসেন, শামীম মিয়া, আবু আওয়াল সিদ্দিকী, শাহীনুর রহমান, আব্দুর রব, সালমা আক্তার ও মলি আক্তার।

সংসদে শীর্ষ ২০ ঋণখেলাপির তালিকা প্রকাশ

ঢাকা, অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল সংসদে জানিয়েছেন, দেশে মোট ঋণখেলাপির সংখ্যা ৭ লাখ ৮৬ হাজার ৬৫ জন। এরমধ্যে শীর্ষ ২০ ঋণখেলাপির কাছে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা পাওনা রয়েছে। এরমধ্যে খেলাপি ঋণ ১৬ হাজার ৫৮৭ কোটি ৯২ লাখ টাকা। গতকাল জাতীয় সংসদ অধিবেশনে এ তথ্য উপস্থাপন করেন অর্থমন্ত্রী। স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অধিবেশনে এ সংক্রান্ত প্রশ্নটি উত্থাপন করেন সরকারি দলের সংসদ সদস্য শহীদুজ্জামান সরকার। লিখিত জবাবে মন্ত্রী দেশের মোট ঋণখেলাপির সংখ্যা ও শীর্ষ ২০ জনের তালিকা তুলে ধরেন। ওই ২০ জনের মোট ঋণের পরিমাণ ১৯ হাজার ২৮৩ কোটি ৯৩ লাখ টাকা। মন্ত্রীর দেয়া তথ্য অনুযায়ী, শীর্ষ ২০ ঋণখেলাপির মধ্যে সিএলসি পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের ঋণের স্থিতি এক হাজার ৭৩২ কোটি ৯২ লাখ টাকা। তাদের খেলাপি ঋণ এক হাজার ৬৪০ কোটি ৪৪ লাখ টাকা। ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড লিমিটেডের ঋণের স্থিতি এক হাজার ৮৫৫ কোটি ৩৯ লাখ টাকা।তাদের খেলাপি ঋণ এক হাজার ৫২৯ কোটি ৭৪ লাখ টাকা। রিমেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেডের ঋণের স্থিতি এক হাজার ৭৭ কোটি ৬৩ লাখ টাকা। এদের পুরোটাই খেলাপি ঋণ। রাইজিং স্টিল কোম্পানি লিমিটেডের ঋণের স্থিতি এক হাজার ১৪২ কোটি ৭৬ লাখ টাকা।তাদের খেলাপি ঋণ ৯৯০ কোটি ২৮ লাখ টাকা। মোহাম্মদ ইলিয়াস ব্রাদার্স (প্রা.) লিমিটেডের ঋণের স্থিতি ৯৬৫ কোটি ৬০ লাখ টাকা। তাদের পুরোটাই খেলাপি ঋণ। মন্ত্রী জানান, রুপালি কম্পোজিট লেদার ওয়্যার লিমিটেডের স্থিতি ও খেলাপি ঋণের পরিমাণ একই। তাদের খেলাপি ঋণ ৮৭৩ কোটি ২৯ লাখ টাকা। ক্রিসেন্ট লেদারস প্রডাক্ট লিমিটেডের স্থিতি ও খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৮৫৫ কোটি ২২ লাখ টাকা। কোয়ান্টাম পাওয়ার সিস্টেমস লিমিটেডের স্থিতি ও খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৮১১ কোটি ৩৩ লাখ টাকা। সাদ মুসা ফেব্রিক্স লিমিটেডের ঋণের স্থিতি এক হাজার ১৩১ কোটি ৮৩ লাখ টাকা। তাদের খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৭৭৬ কোটি ৬৩ লাখ টাকা। বি আর স্পিনিং মিলস লিমিটেডের স্থিতি ও খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৭২১ কোটি ৪৩ লাখ টাকা। মন্ত্রী আরও জানান, এস.এ অয়েল রিফাইনারি লিমিটেডের ঋণের স্থিতি এক হাজার ১৭২ কোটি ৬৯ লাখ টাকা। তাদের খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৭০৩ কোটি ৫৩ লাখ টাকা। মাইশা প্রপার্টি ডেভেলমেন্ট লিমিটেডের ঋণের স্থিতি ৬৮৬ কোটি ১৪ লাখ টাকা। তাদের খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৬৬৩ কোটি ১৮ লাখ টাকা। রেডিয়াম কম্পোজিট টেক্সটাইল লিমিটেডের ঋণের স্থিতি ৭৭০ কোটি ৪৮ লাখ টাকা।

www.jonmobhumi.com

www.jonmobhumi.com

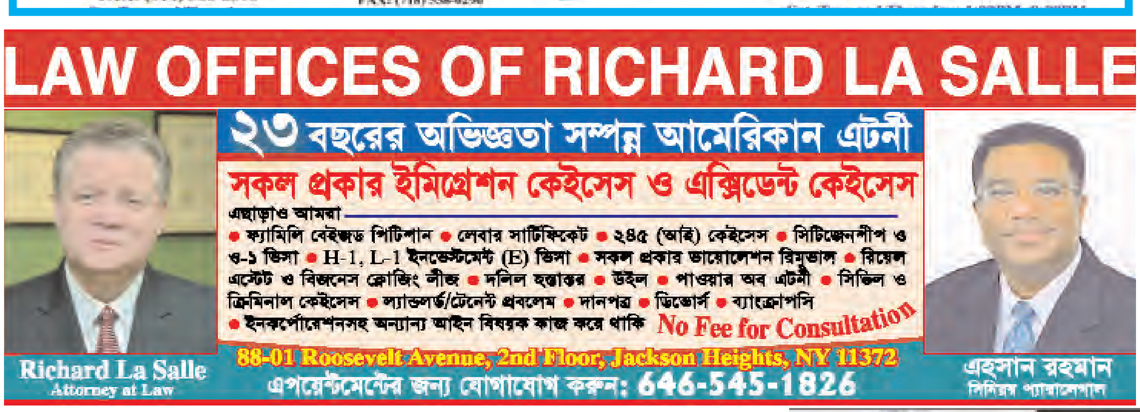

অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.janmobhumi.com

www.jonmobhumi.com

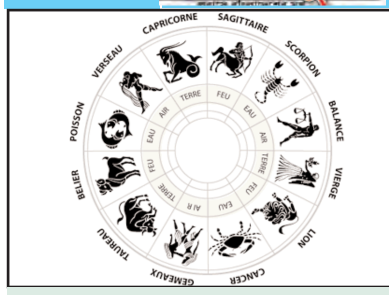

এ সপ্তাহের রাশি ফল

ড. জি সি সরকার

মেষ : বেকারদের কেউ কেউ আজ নতুন কাজের সন্ধান পেতে পারেন। পারিবারিক দ্বন্দ্বের অবসান হবে। আজ কারো প্রেমের আহবানে সাড়া দিতে হতে পারে। দূরের যাত্রা শুভ। রাজনীতিতে আপনার অবস্থান সুসংহত হতে পারে।

বৃষ : ব্যবসায়ে নতুন বিনিয়োগ আশার সঞ্চার করবে। পারিবারিক দ্বন্দ্বের অবসান হবে। প্রেমের ব্যাপারে কেউ আপনার মনের দরজায় কড়া নাড়তে পারে। দূরের যাত্রায় সতর্ক থাকুন। আর্থিক লেনদেন শুভ।

মিথুন : কর্মস্থলে পদস্থদের ব্যক্তিদের আনুকূল্য পাবেন। ফাটকা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে লাভবান হতে পারেন। বিপরীত লিঙ্গের কারো কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পেতে পারেন। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য দিনটি শুভ।

কর্কট : দিনটি শুরু হতে পারে প্রিয়জনের কাছ থেকে পাওয়া কোনো সুসংবাদ দিয়ে। বেকারদের কারো কারো কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা আছে। আজ আপনার অর্থভাগ্য বিশেষ শুভ। প্রেমে ইতিবাচক সাড়া পাবেন।

সিংহ : শিক্ষা কিংবা গবেষণার জন্য সম্মাননা পেতে পারেন। পারিবারিক দ্বন্দ্বের অবসান হবে। উচিত হচ্ছে না জেনেও কেউ কেউ পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। জনসংযোগ ও প্রচারের কাজে সাফল্যের সম্ভাবনা আছে।

কন্যা : আজ আকস্মিকভাবে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। বেকারদের কেউ কেউ আজ নতুন কাজের সন্ধান পেতে পারেন। কর্মস্থলে আগের জমে থাকা কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের সুযোগ আসবে। প্রেমে সফল হবেন।

তুলা : দিনের শুরুতেই আর্থিক বিষয়ে কোনো সুখবর পেতে পারেন। যেকোনো চুক্তি সম্পাদনের জন্য দিনটি শুভ। ব্যর্থ প্রেমের সম্পর্কে নতুন সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে। পাওনা আদায় হবে। রাজনৈতিক তৎপরতা শুভ।

বৃশ্চিক : কর্মস্থলে আপনার ওপর বসের সুনজর পড়তে পারে। পারিবারিক দ্বন্দ্বের অবসান হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বন্ধুত্বের সম্পর্ক প্রেমে রূপ নিতে পারে। মামলা-মোকদ্দমা থেকে দূরে থাকুন। দূরের যাত্রা শুভ।

ধনু : ব্যবসায়ে আগের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাবেন। পাওনা আদায়ে তৎপর হোন। ফেসবুকে কারো সঙ্গে মতবিনিময় থেকে প্রেমের শুভ সূচনা হতে পারে। সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতি হতে সময় লাগবে।

মকর : ফাটকা ব্যবসায়ে বিনিয়োগে করে লাভবান হতে পারেন। সামাজিক কর্মকা- ব্যস্ততা বৃদ্ধি পেতে পারে। আপনার প্রেমিক মন আজ তার ঠিকানা খুঁজে পাবে। রাজনীতিতে আপনার অবস্থান সুসংহত হতে পারে।

কুম্ভ : শিল্পকলায় অবদানের জন্য সম্মাননা পেতে পারেন। বিপরীত লিঙ্গের কারো কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পেতে পারেন। কোনো গোপন শত্রুর পরিচয় জানা যেতে পারে। রাজনৈতিক তৎপরতা শুভ।

মীন : বৈদেশিক বাণিজ্যে বিদেশি প্রতিপক্ষের কাছ থেকে লোভনীয় প্রস্তাব পেতে পারেন। যাবতীয় কেনাকাটা শুভ। পেশাগত দ্বন্দ্বের অবসান হবে। আজ কারো কারো মনে প্রেমের ছোঁয়া লাগতে পারে।

২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পুতিন কি প্রার্থী হচ্ছেন?

মস্কোঃ রাশিয়ার পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে ২০২৪ সালের মার্চে। দেশটির বর্তমান প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন আগামী বারও প্রার্থী হবেন কিনা সে ব্যাপারে এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা আসেনি। খবর দ্য মস্কো টাইমসের। সোমবার বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন রুশ প্রেসিডেন্টের

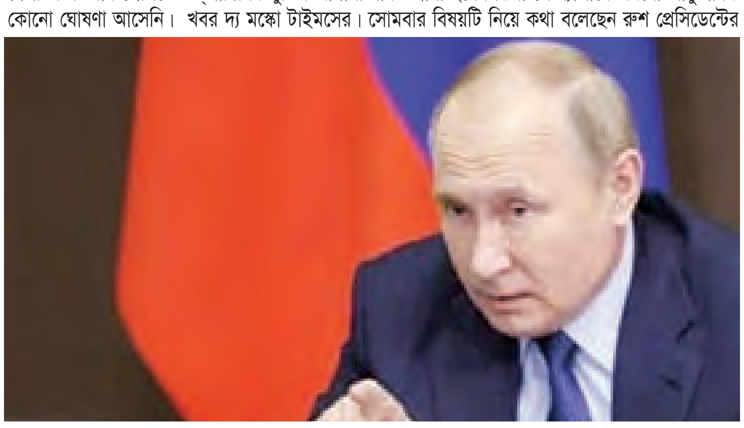

দপ্তর ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ। তিনি বলেন, এ সম্পর্কে কথা বলার সময় এখনো আসেনি।
দিমিত্রি পেসকভ বলেন, এ নিয়ে এখনো পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির তরফে কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি।
২০২১ সালে পুতিন এমন একটি আইনে স্বাক্ষর করেন যার ভিত্তিতে জীবদ্দশায় আরও দুবার রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ পাবেন তিনি। সে ক্ষেত্রে ২০৩৬ সাল পর্যন্ত ক্রেমলিনের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখার সুযোগ পাবেন গোয়েন্দা বিভাগ থেকে উঠে আসা ঝানু এ রাজনীতিক।

ইউক্রেন পারমাণবিক কেন্দ্রের কাছে অস্ত্র মজুত করছে: রাশিয়া

মস্কোঃ ইউক্রেন পারমাণবিক কেন্দ্রের কাছে পশ্চিমাদের কাছ থেকে পাওয়া অস্ত্র ও গোলাবারুদ মজুত করছে বলে দাবি করেছে রাশিয়া। রাশিয়ার বিদেশি গোয়েন্দা শাখার (এসভিআর) পরিচালক সোমবার এ দাবি করেছেন। খবর ইয়েনি সাফাকের।
এসভিআর পরিচালক সেরগেই নারিশকিন বলেছেন, হিমার্স ও অত্যাধুনিক আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থাসহ গুরুত্বপূর্ণ সমরাস্ত্রগুলো ইউক্রেন তার পারমাণবিক কেন্দ্রের কাছে মজুত রাখছে।
রাশিয়ার ওই গোয়েন্দা কর্মকর্তা আরও বলেন, ইউক্রেন মনে করছে পারমাণবিক কেন্দ্রে রাশিয়া হামলা চালাবে না। এ জন্য নিরাপদ স্থান মনে করে ভয়ঙ্কর সব অস্ত্র পারমাণবিক কেন্দ্রের কাছে মজুত করছে ইউক্রেন।
এসভিআর পরিচালক সেরগেই নারিশকিন বলেন, রিভনি পারমাণবিক কেন্দ্রের কাছে রাফালিভকা রেলস্টেশনের কাছে ২০২২ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে কার্গো ট্রেনের বগিতে করে এসব সমরাস্ত্র রাখা হয়েছে।
রাশিয়ার অধিকৃত দোনবাস অঞ্চলের বেসামরিক লোকজনের ওপর হামলা চালাতে এসব অস্ত্র ওই রেলস্টেশনের কাছে মজুত রাখা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, জাপোরঝিয়ায়ও একই কাজ করেছে ইউক্রেন। জাতিসংঘকে বুঝিয়েছে রাশিয়া সেখানে হামলা করলে বিপর্যয় ঘটবে। অন্যদিকে তারা এ সুযোগে অস্ত্রের গুদাম বানিয়েছে।

এখনো বিদ্যুৎহীন পাকিস্তান

ইসলামাবাদ ঃ বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের ধাক্কা এখনো সামলে উঠতে পারেনি পাকিস্তান। গতকাল সোমবার সকালে দেশটি বড় ধরনের বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। করাচি, লাহোরসহ দেশটির বেশির ভাগ এলাকায় ২২ কোটিরও বেশি মানুষ দুর্ভোগে পড়ে। এখনো দেশটির বেশির ভাগ এলাকায় বিদ্যুৎ ফেরেনি। পুরো রাত কেটেছে অন্ধকারে।
পাকিস্তানের জ্বালানিমন্ত্রী খুররাম দস্তগির গতকাল রাতে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, দেশজুড়ে বিদ্যুৎ-সংযোগ আবারও চালু করতে কাজ করে যাচ্ছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। তবে রাজধানী ইসলামাবাদ ও বেলুচিস্তান প্রদেশে বিদ্যুৎ-সংযোগ চালু করা সম্ভব হয়েছে।
এর আগে খুররাম দস্তগির বলেছিলেন, জাতীয় গ্রিডে মেরামতের কাজ পুরোদমে চলছে। (সোমবার) রাত ১০টা নাগাদ দেশজুড়ে বিদ্যুৎ-সংযোগ চালু হয়ে যেতে পারে।দেশটির জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, জাতীয় গ্রিডে বিপর্যয়ের কারণে এ অবস্থা দেখা দিয়েছে। গতকাল সকাল ৭টা ৩৪ মিনিটে বিদ্যুৎ চলে যায়। বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে দেশটির ২২ কোটিরও বেশি মানুষ।
বলা হয়, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে রাতে বিদ্যুৎ-ব্যবস্থা সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। সকালে আবার চালু করা হয়। গতকাল সকালে যখন চালু করা হয়, তখন দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ফ্রিকোয়েন্সি ও ভোল্টেজ ওঠানামা হয়। দাদু ও জামশোরো জেলার মাঝামাঝিতে কোথাও এ ঘটনা ঘটে। এ কারণে একের পর এক বিদ্যুৎ উৎপাদন ইউনিটগুলো বন্ধ হয়ে যায়।
গতকাল সকাল ১০টায় খুররাম দস্তগির বলেন, জাতীয় গ্রিডে সমস্যা খুব বড় নয়। মেরামতের কাজ চলছে। পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে আসবে। তিনি দেশবাসীকে আশ্বস্ত করে আরও বলেন, '১২ ঘণ্টার মধ্যে দেশে বিদ্যুৎ-ব্যবস্থা সচল করা হবে বলে আমি আপনাদের আশ্বস্ত করছি।'
এর আগে গত বছরের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় ১২ ঘণ্টা বিদ্যুৎ ছিল না। জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রিডে চাপের কারণে পাকিস্তানে প্রায়ই এ ধরনের বিদ্যুৎ বিপর্যয় হয়ে থাকে।

একই সময়ে দুই দেশে ঘুমানো যায় যে হোটেলে!

লন্ডন ডেস্কঃ হোটেল আরবেজ ফ্রাঙ্কো-সুইচ, এটি ফ্রান্স ও সুইজারল্যান্ডের আন্তর্জাতিক সীমান্তের ঠিক ওপরে নির্মিত। হোটেলটির অর্ধেক অংশ ফ্রান্সে এবং বাকি অর্ধেক সুইজারল্যান্ডে অবস্থিত।

অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

ওই হোটেলের বিছানাগুলো এমনভাবে রাখা হয়েছে, সেখানে একই সঙ্গে দুই দেশে ঘুমানো যায়
ছোট্ট একটি পরিবার হোটেলটির পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে। ওই হোটেলের পেছনে ১৮৬২ সালের ইতিহাস রয়েছে। ফ্রান্স ও সুইজারল্যান্ডের মধ্যে একটি চুক্তির অধীনে হোটেলটি নির্মাণ করা হয়।
ওই চুক্তি অনুসারে, নিকটবর্তী রাস্তায় ফরাসি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটা ছোট অঞ্চল অদলবদল করতে সম্মত হয়েছিল ফ্রান্স ও সুইজারল্যান্ড। ফ্রান্স-সুইজারল্যান্ড সীমান্তে যেকোনও স্থাপনা অক্ষত রাখার জন্য নিয়মও বলবৎ করা হয়েছিল। কিন্তু ওই হোটেল আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্যের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে।
ফ্রান্স ও সুইজারল্যান্ড সীমান্তে অবস্থিত লা কিওর নামক ছোট গ্রামে অবস্থিত হোটেল আরবেজ। ১৯২১ সালে খোলা হয় এটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হোটেলটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। জার্মানদের ফ্রান্স দখলের সময় হোটেলের সুইজারল্যান্ডের অংশে আশ্রয় নিয়েছিল অনেক ফরাসি।
জানা গেছে, হোটেলটির ডান দিক হল সুইজারল্যান্ড এবং বাঁ দিকে ফ্রান্স। ফ্রান্স ও সুইজারল্যান্ড সীমান্ত হোটেলের একটি ঘরের বিছানা এবং বাথরুমের মধ্য দিয়ে চলে গেছে। ওই নির্দিষ্ট ঘরে যদি কোনও ব্যক্তি ঘুমাতে যান, তাহলে তার সুইজারল্যান্ডে মাথা এবং ফ্রান্সে পা থাকবে। কক্ষটির নম্বর ৯।

হঠাৎই ইউক্রেনে বরিস জনসন

লন্ডন ডেস্কঃ হঠাৎ করেই রোববার ইউক্রেন সফরে যান যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। কিইভে তিনি দেশটির প্রেসিডন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে দেখা করে যুক্তরাজ্য 'যতদিন প্রয়োজন ইউক্রেনের পাশে থাকবে' বলে পনুরায় আশ্বস্ত করেন।
নানা কেলেঙ্কারির জেরে গত বছর সেপ্টেম্বরে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হন জনসন। গত বছর ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া যখন ইউক্রেনে আগ্রাসণ শুরু করে তখন থেকেই জনসন দৃঢ়ভাবে কিইভকে সমর্থন দিয়ে দেশটির পাশে দাঁড়ান। যুদ্ধ শুরুর পরপর জনসনই প্রথম বিশ্বনেতা যিনি কিইভ ছুটে গিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় তিনি নিয়মিত জেলেনস্কির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ রাখতেন।
বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানায়, রোববার জনসন কিইভ উপকণ্ঠের দুই শহর বোরোদিয়াঙ্কা ও বুচা সফরও করেছেন। বুচার মেয়রকে তিনি বলেন, আমি আপনাকে বলতে পারি, যতদিন প্রয়োজন ঠিক ততদিনই যুক্তরাজ্য ইউক্রেনের পাশে থাকবে।

www.jonmobhumi.com

www.jonmobhumi.com

চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইন্‌ক
Chittagong Association of North America Inc.

Phone # 347-365-8607 | Email: Chittagong.Association.na@gmail.com

সদস্য সংগ্রহ অভিযান

সম্মানিত চট্টগ্রামবাসী

আসসালামু আলাইকুম / আদাব

চট্টগ্রাম সমিতির (Chittagong Association of North America Inc.) সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন পত্র আগামী ১৪ই জানুয়ারী ২০২৩, শনিবার থেকে ১৯শে মার্চ ২০২৩, রবিবার পর্যন্ত গ্রহণ করা হবে।

উল্লেখ্যঃ যাঁরা আগামী নির্বাচনে ভোট দিতে আগ্রহী তাঁরা অবশ্যই ১৯ শে মার্চ বা কর্তৃপক্ষকর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই আবেদন পত্র জমা করতে হবে। অন্যথায় ভোটার লিস্টে নাম অন্তর্ভূক্তি হবেনা।

দ্বি-বার্ষিক মেম্বারশিপ ফি $24.00
লাইফ মেম্বর ফি $500.00

নিয়মাবলীঃ

১। সমিতির গঠনতন্ত্রের ৩ (পরিসীমা) ও ৫ (যোগ্যতা ও মেয়াদ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আবেদনকারী সঠিক ফী ও আবেদন পত্র পূরণের মাধ্যমে মেম্বার হিসেবে বিবেচিত হবেন ।

২। আবেদন পত্র জমা দানের সময় যথনে ব্যক্তিগত এবং পরিবার প্রধানের স্বাক্ষরের সাথে আইডির সাক্ষর মিল থাকতে হবে।

৩। আবেদন পত্রে অবশ্যই সঠিক ঠিকানা, ফোন নাম্বার ও ই-মেইল এড্রেস দিতে হবে, যাতে মেম্বার আইডি ই-মেইল অথবা টেক্সট করা যায় এবং প্রয়োজনে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভোট দিতে পারে।

৪। নতুন আবেদনকারীকে সমিতির প্রাক্তন কোন মেম্বার কর্তৃক সত্যায়িত করতে হবে।

৫। আবেদনকারী নিজের বা পরিবারের সদস্য ছাড়া অন্য কারো আবেদনপত্র জমা দেওয়া গ্রহনযোগ্য হবেনা।

৬। ডাকযোগে বা অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দিতে পারবেন।

৭। আবেদনকারীর কোন চেক বাউন্স হলে তিনি পুনরায় আবেদনের গ্রহণযোগ্যতা হারাবেন, অন্যথায় ব্যাঙ্ক ফি বা জরিমানা সহ আবেদন করতে হবে।

৮। আবেদন পত্র জমা দিলেই সদস্যপদ চুড়ান্ত নয়, এ ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষ যাচাই বাছাই করে সদস্য ফরম অনুমোদন দেবেন।

সদস্য ফরম সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার স্থান ও তারিখঃ

আবেদন পত্র সমিতির অফিস, ওয়েবসাইট, ফেইসবুক ও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নির্ধারিত স্থান থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন।

চট্টগ্রাম ভবন (সমিতির অফিস) Address: 545 McDonald Ave., Brooklyn, NY 11218 প্রতি শনি – রবিবার, সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা Tel: 347-651-7903, 347-416-0632, 718-306-7288, 347-596-9223, 917-882-7066, 917-365-8420, 516-405-4438	**Jackson Heights -** Jan 28th, 29th Address: 3766 , 72 street, 2nd FL , Queens, NY 11372 শনি – রবিবার, সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৯টা Tel: 917-854-4144, 917-775-4178, 646-284-3008
Jackson Heights - Feb 18th, 19th কর্ণফুলী ট্রাভেলস Address: 37-16 73rd St Suite 201, Queens, NY 11372 শনি – রবিবার, সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা TEL– 646-284-3008, 917-775-4178, 917-854-4144, 347-283-4204	**Jamaica -** Feb 11th, 12th Address: 87-77- 168Th Place, Jamaica, NY 11432 (2nd FL) শনি – রবিবার, সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা Tel: 718-607-9002, 646-284-3008, 917-775-4178, 917-854-4144, 347-283-4204
Bronx - February 4th, 5th খলিল বিরিয়ানি Address: 1457 Unionport Rd. Bronx, NY 10462 শনি – রবিবার, সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা Tel: 347-993-6461, 718-415-2528	**Ozone Park -** Feb 25th, 26th রাঁধুনী রেস্টুরেন্ট Address: 1203 Liberty Ave, Brooklyn, NY 11208 শনি – রবিবার, সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা TEL: 917-775-4178, 347-651-7903, 516-405-4438

নিবেদকঃ

অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি

চিটাগাং এসোসিয়েশন অফ নর্থ আমেরিকা ইন্‌ক।

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

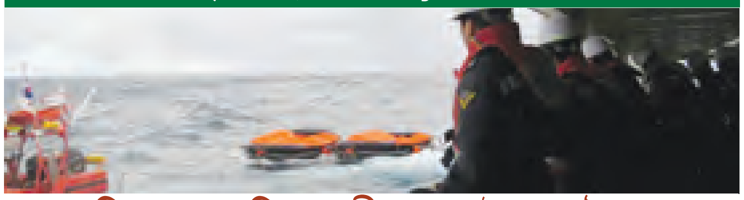

এশিয়াজুড়ে বিস্তৃত চীনের অবৈধ নৌবহর

১ পৃষ্ঠার পর

দেশের সমুদ্রাঞ্চলে বিচরণ করে মাছ শিকার করে চীনের এসব জাহাজ। খবর হংকং পোস্টের।

দ্য হংকং পোস্ট বলছে, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও এশিয়ার দেশগুলোর জলসীমায় অবৈধভাবে মাছ শিকার করে চীনের জাহাজ। বিশেষ করে ভারত সাগর অঞ্চলের দেশ, দক্ষিণ চীন সাগর অঞ্চলের দেশ, রাশিয়া এবং পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো চীনের অবৈধ কার্যক্রমের ভুক্তভোগী।

ভারতীয় নৌবাহিনীর দেয়া তথ্যমতে, ২০২১ সালে ভারত সাগরের উত্তরাঞ্চলে প্রায় চারশো অবৈধ মাছ শিকারের ঘটনা ঘটেছে। আর এগুলো ঘটিয়েছে চীনের জাহাজ। ওই অঞ্চলে অবস্থিত দেশসমূহের জলসীমাও লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে চীনের বিরুদ্ধে। ভারত, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, ইরান, ওমানের অবস্থান ভারত সাগরের তীরে। চীনের এসব কর্মকাণ্ডের কারণে ব্যাপক সতর্ক অবস্থানে থাকতে হয় দেশগুলোকে।

হংকং পোস্ট আরও বলছে, মাছ ধরার জাহাজের আড়ালে জাহাজ ব্যবহার করে গোয়েন্দাগিরিরও করে চীন।

অনেক সময় অন্য দেশের পতাকা ব্যবহার করেও মাছ শিকার করে চীনের জাহাজ। ২০১৬ সালের পর এ হার বেড়েছে। ইরানের পতাকা ব্যবহার করে দেশটির এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোনে ঢুকে প্রায় ৪৬ হাজার মেট্রিক টন মাছ ধরে নিয়ে যায় চীন। এ সময় ইরানের পতাকা ব্যবহারে করে চীনের জাহাজ। পরে এই মাছ দিয়ে বিভিন্ন ঔষধ তৈরির কাজে লাগায় চীন।

চীনের প্রতিবেশী হওয়ায় সবচেয়ে ভুক্তভোগী দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপান। দেশগুলোর জলসীমার কোন তোয়াক্কাই করে না চীন। আন্তর্জাতিক কোন আইন না মেনে অবৈধ মাছ শিকার করে দেশটি। একাধিকবার দক্ষিণ কোরিয়ার এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোনে ঢুকে মাছ শিকার করেছে চীন।

বাংলা একাডেমি পুরস্কার পাচ্ছেন যারা

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার কমিটি ২০২২’ এর সদস্যের সম্মতিক্রমে এবং বাংলা একাডেমি নির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে সাহিত্য পুরস্কার ২০২২ ঘোষণা করা হলো।

১০ ক্যাটাগরিতে ১৫ জনকে পুরস্কার দেওয়া হবে। তারা হলেন- কবিতায় ফারুক মাহমুদ ও তারিক সুজাত, কথাসাহিত্যে তাপস মজুমদার ও পারভেজ হোসেন, প্রবন্ধ/গবেষণায় মাসুদুজ্জামান, অনুবাদে আলম খোরশেদ, নাটকে মিলন কান্তি দে ও ফরিদ আহমদ দুলাল, শিশুসাহিত্যে ধ্রুব এষ, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গবেষণায় মুহাম্মদ শামসুল হক, বঙ্গবন্ধুবিষয়ক গবেষণায় সুভাষ সিংহ রায়, বিজ্ঞান/কল্পবিজ্ঞান/পরিবেশ বিজ্ঞানে মোকারম

হোসেন, আত্মজীবনী/স্মৃতিকথা/ভ্রমণকাহিনীতে ইকতিয়ার চৌধুরী, ফোকলোরে আবদুল খালেক ও মুহম্মদ আবদুল জলিল।

অমর একুশে বইমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের এ পুরস্কার প্রদান করবেন বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

কাদের সিদ্দিকীর অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় নেতা, অস্বস্তিতে জেলা আ.লীগ

সভাপতি এবং জেলার সংসদ সদস্যদের নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করেন। এ নিয়েই এ অস্বস্তি ও ক্ষোভের কথা প্রকাশ করেছেন জেলা আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা ও কয়েকজন সংসদ সদস্য। এ ছাড়া আবদুল কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তমের আমন্ত্রণে একজন মন্ত্রী ও একজন কেন্দ্রীয় নেতা জেলায় এলেও জেলা আওয়ামী লীগের নেতারা তাঁদের এ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার বিষয়ে কিছুই জানতেন না।

আওয়ামী লীগ সূত্রে জানা যায়, ১৯৯৯ সালে কাদের সিদ্দিকী আওয়ামী লীগ থেকে বের হয়ে যান। তিনি কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ নামে নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। আওয়ামী লীগ থেকে বের হওয়ার আগে থেকেই জেলা আওয়ামী লীগের সঙ্গে কাদের সিদ্দিকীর দূরত্ব ছিল। ২০১৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর কাদের সিদ্দিকীর কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ থেকে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অনেক নেতাই আওয়ামী লীগে ফিরে আসেন। ফলে দলটি সাংগঠনিকভাবে অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে।

গত ২৩ ডিসেম্বর কাদের সিদ্দিকী সপরিবার গণভবনে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এর পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন শুরু হয়, তিনি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জোটে যাচ্ছেন। ওই সাক্ষাতের পর গতকালই ছিল কাদের সিদ্দিকীর টাঙ্গাইলে প্রথম কোনো সভা।

টাঙ্গাইল শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে মন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় নেতার উপস্থিতিতে ওই অনুষ্ঠানে বক্তৃতার একপর্যায়ে কাদের সিদ্দিকী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ফজলুর রহমান খান সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য করেন। কাদের সিদ্দিকী বলেন, অনুষ্ঠানে ফজলুর রহমান খানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি অনুষ্ঠানে আসতে অপারগতা প্রকাশ করেছেন। এ জন্য তাঁকে (ফজলুর রহমান) আর শ্রদ্ধা করেন না। তিনি মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য ফজলুর রহমান খানকে একুশে পদক দেওয়া সঠিক হয়নি বলেও মন্তব্য করেন। এ ছাড়া জেলার সংসদ সদস্যদের অযোগ্য বলে উল্লেখ করেন।

এ প্রসঙ্গে ফজলুর রহমান খানের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। তবে টাঙ্গাইল-৪ (কালিহাতী) আসনের সংসদ সদস্য হাসান ইমাম খান ওরফে সোহেল হাজারী বলেন, আওয়ামী লীগের সতীর্থ হলে কাদের সিদ্দিকী আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য ও দলের নেতাদের সম্পর্কে এমন মন্তব্য করতে পারতেন না। দলীয় সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদ সদস্যদের মনোননয়ন দিয়েছেন। তাঁদের সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য করা মানে প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করা।

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী মোজাম্মেল হক বক্তৃতাকালে বলেন, ‘বঙ্গবীরের বক্তব্যে স্থানীয় আওয়ামী লীগ সম্পর্কে যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, তা আমার জন্য বিব্রতকর। আমরা এই অনুষ্ঠানকে জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে দেখতে চাই। সম্পর্কের কোনো অবনতি থাকলে তা জাতীয়ভাবে নিতে চাই না।’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের উদ্যোগে সম্মিলিত একুশ উদযাপনের মতবিনিময়

নিউইয়র্কঃ ২২শে জানুয়ারী রবিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে সম্মিলিত একুশ উদযাপনের জন্য সাংস্কৃতিক সংগঠন সমূহের সাথে এক মতবিনিময় সভা (৭৬-২৬-ব্রডওয়ে এলেমাস্ট) অনুষ্ঠিত হয়, সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি সাইদা আক্তার লিলি ও পরিচালনা করেন গাজী

সামসউদ্দিন। সভায় ১২ই ফেব্রুয়ারী ২০২৩ শিশু-কিশোরদের মেধা প্রতিযোগিতা ও ২০শে ফেব্রুয়ারী একুশের অনুষ্ঠান সফল করার জন্য বিস্তারিত আলোচনা হয়। মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহন করেন বহ্নীশিমা নিকেতনের সভাপতি ও একুশ উদযাপনের সাংস্কৃতিক উপপরিষদের চেয়ারম্যান সবিতা দাস। আড্ডার পরিচালক আলপনা গুহ, শিল্পকলা একাডেমির পরিচালক মনিকা রায়, উদীচী যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি, সুরছন্দের পরিচালক এমদাদুল হক, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই সভাপতি সামিনা শারমিন নিহার, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি মিজানুর রহমান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলামনাই এসোসিয়েশনের পক্ষে স্বপন বড়ুয়া, গোলাম মোস্তফা, রুহুল আমিন সরকার, মোঃ হানিফ মজুমদার, মোঃ তাজুল ইসলাম, গাজী সামসউদ্দিন ও সাইদা আক্তার লিলি।

সভায়, সভাপতি সাইদা আক্তার লিলি সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং কোভিড ১৯ উত্তর মহান একুশ উদযাপনকে সফল ও সার্থক করার জন্য বিভিন্ন প্রস্তুতির কথা তুলে ধরেন।

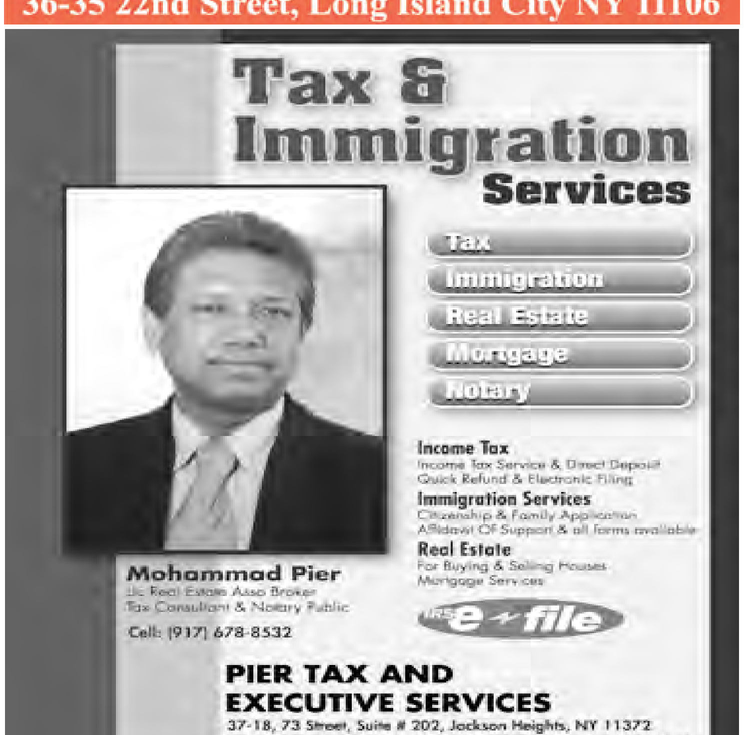

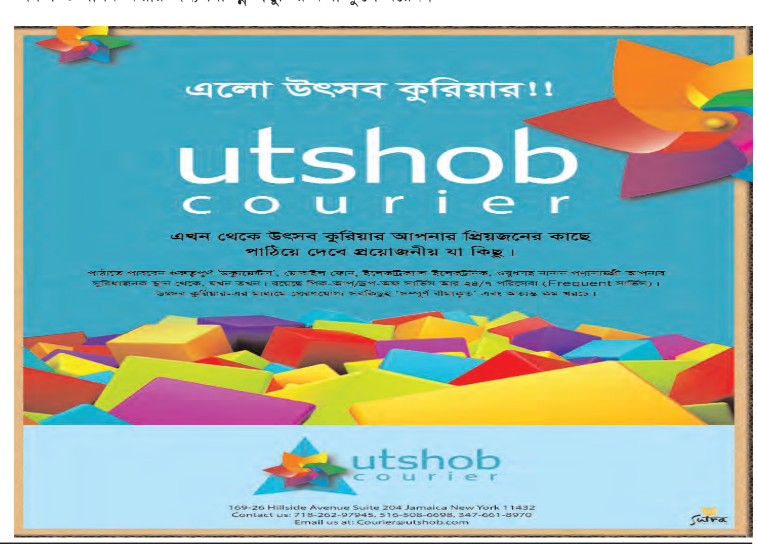

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২ ÷ ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

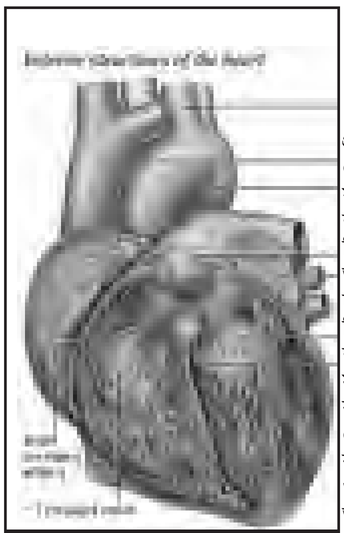

স্বাস্থ্য

শীতে শ্বাসকষ্ট বাড়ে কেন, কী করবেন?

প্রকৃতিতে শীত ঋতু আসন্ন। শিশু থেকে সব বয়সি মানুষ এই সময়ে ঠান্ডা-শর্দিতে ভোগেন। অনেকের শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়।

শীতকালে শ্বাসকষ্ট বাড়ার কারণ ও প্রতিকার নিয়ে পরামর্শ দিয়েছেন পান্থপথের অ্যালার্জি ও অ্যাজমা সেন্টারের অ্যালার্জি ও অ্যাজমা রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. গোবিন্দ চন্দ্র দাস।

শিশু থেকে বয়স্ক সবাই অ্যাজমা বা শ্বাসকষ্টে ভোগেন। শীতকালে অ্যাজমার প্রকোপ অনেকটাই বাড়ে এবং সুচিকিৎসার অভাবে ভোগান্তিও বাড়ে।

বাংলায় প্রচলিত হাঁপানি রোগই অ্যাজমা। এটি শ্বাসনালির একটি দীর্ঘস্থায়ী বা ক্রনিক প্রদাহজনিত সমস্যা। অ্যাজমার কারণে শ্বাসনালিতে বিভিন্ন কোষ বিশেষত ইয়োসিনোফিল ও অন্যান্য কোষের উপাদান জমা হয় এবং শ্বাসনালিকে অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়াশীল করে তোলে। পরিবেশের সাধারণ বস্তুগুলোর প্রতি অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়াশীল হয় বলে অ্যাজমা রোগীর শ্বাসনালির পথও সংকীর্ণ হয়। তখন রোগী শ্বাসকষ্ট, শুকনা কাশি, বুক জ্যাম হওয়া, বুকে বাঁশির মতো শব্দ ইত্যাদি সমস্যায় ভুগতে থাকে।

কারণ : অ্যাজমার কারণ এখনও অজানা। কিছু উপাদান অ্যাজমা রোগের উৎপত্তি, আক্রমণ, স্থায়িত্বকে বেশ প্রভাবিত করে, যাদের বলে 'ঝুঁকিপূর্ণ' উপাদান।

এসব কারণ বংশগত ও পরিবেশগত, এটা দু'ধরনের হয়।

বংশগত : অ্যাজমা রোগটি অনেকটা জেনেটিক বা বংশগত। যদি বংশে কারও অ্যাজমা থাকে, তবে আরেকজনের থাকার আশঙ্কা বেশি।

পরিবেশগত : কিছু পরিবেশগত কারণে অ্যাজমার প্রকোপ বাড়ে। যেমন- অ্যালার্জি, শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়ামজনিত, ভাইরাস সংক্রমণ, পেশাগত কারণ বা ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত থাকা, আবহাওয়া, আবেগপ্রবণতা, দীর্ঘদিন ধরে অপরিকল্পিত বা অনিয়মিতভাবে অপর্যাপ্ত ওষুধ সেবন ইত্যাদি।

লক্ষণ : কারও অ্যাজমা হয়েছে কিনা তা কিছু লক্ষণ দেখে বোঝা যায়। যেমন-

× অ্যাজমা হলে রোগীর শ্বাসনালি সংকুচিত হয়ে শ্বাসকষ্ট হয়।
× বুকে চাপ অনুভূত হয়।
× কাশি থাকে, বুকে বাঁশির মতো শব্দ হয় ইত্যাদি।

এ লক্ষণগুলো সব রোগীর ক্ষেত্রে একইভাবে থাকে না। কারোর ক্ষেত্রে শ্বাসকষ্ট বেশি হয়, কারোর বুকে চাপ লাগা বেশি হয়। আবার অনেকের শুধু শুকনা কাশি হয়। নিচের লক্ষণগুলো কারোর থাকলে কালক্ষেপণ না করে চিকিৎসক দেখানো উচিত।

যেমন-

× রোগীর বুকে বাঁশির মতো শব্দ।
× রাতে তীব্র কাশি থাকা।
× ব্যায়ামের পর কাশি বা শ্বাসকষ্ট।
× বায়ুবাহিত অ্যালার্জেন বা উত্তেজকের সংস্পর্শে কাশি বা শ্বাসকষ্ট অনুভব করলে।
× রোগীর কখনও ঠাণ্ডা লাগলে এবং তা ভালো হতে ১০ দিনের বেশি সময় লাগলে।
× অ্যাজমার ওষুধে রোগীর লক্ষণ ভালো হয়ে গেলে ইত্যাদি।

পরীক্ষা : বেশিরভাগ রোগীর ক্ষেত্রেই অ্যাজমা নির্ণয়ে তেমন কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হয় না। অ্যাজমা রোগের তীব্রতা জেনে তার যথাযথ চিকিৎসার জন্য কিছু পরীক্ষার প্রয়োজন আছে। যেমন-

× অ্যাজমা রোগীর শ্বাসনালির বাধা পরীক্ষায় স্পাইরোমেট্রি বা পিক ফ্লো পরীক্ষা করা হয়।
× 'কফ ভ্যারিয়ান্ট' অ্যাজমার ক্ষেত্রে 'মেথাকলিন চ্যালেঞ্জ টেস্ট' করা হয়, যাতে শ্বাসনালির অতি প্রতিক্রিয়াশীলতা দেখা যায়।
× 'কাশিপ্রধান' অ্যাজমার ক্ষেত্রে কফ পরীক্ষায় ইয়োসিনোফিল পাওয়া যায়।
× সিরাম ওমউ পরীক্ষা দিয়ে এটোপি নির্ণয় করা যায় ইত্যাদি।

চিকিৎসা

ওষুধবিহীন ও ওষুধ ব্যবহার করে, এ দু'ধরনের অ্যাজমার চিকিৎসা রয়েছে। ওষুধবিহীন চিকিৎসার ক্ষেত্রে সতর্কতাই মূল উপায়।

ওষুধবিহীন চিকিৎসা

× অ্যাজমার প্রধান কারণ অ্যালার্জি। কোনো জিনিসে বা খাদ্যে কারও অ্যালার্জি হয়, তা জেনে যথাসম্ভব পরিহার করা উচিত।
× ধূমপান পরিহার।
× অ্যালার্জেন নয়, অথচ শ্বাসকষ্ট বাড়ায় এমন জিনিস পরিহার।
× ধুলাবালি, ময়লা, গন্ধ ইত্যাদি এড়িয়ে চলা।
× যথাসম্ভব মানসিক চাপ কমানো।
× ঘুমের ওষুধ, তীব্র ব্যথানাশক ওষুধ পরিহার করা।

ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা : ওষুধের মাধ্যমে অ্যাজমা নির্মূল করা যায় না, নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। অ্যাজমার ওষুধ দু'ধরনের- উপশমকারী ও প্রতিরোধককারী। সালবিউটামলজাতীয় ওষুধ উপশমকারী ওষুধ, যা তাৎক্ষণিকভাবে শ্বাসনালির ছিদ্রপথকে প্রসারিত করে শ্বাস-প্রশ্বাসের বাধা কমিয়ে দেয়। তবে এর কার্যকাল খুবই কম। ইনহেল স্টেরয়েড, ক্রোমোগ্লাইকেট, মন্টিলুকাস্ট ইত্যাদি হল প্রতিরোধক ওষুধ, যা ধীরে ধীরে কাজ করে।

অ্যাজমার এসব ওষুধ নানাভাবে প্রয়োগ করা যায়। যেমন-

ইনহেলার পদ্ধতি : এটি সবচেয়ে উপকারী এবং আধুনিক পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে ওষুধ নিঃশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে প্রবেশ করে শ্বাসনালিতে কাজ করে।

ট্যাবলেট অথবা সিরাপ : এ পদ্ধতিতে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বেশি। কারণ অধিক মাত্রার ওষুধ রোগীর রক্তে প্রবেশ করে।

নেবুলাইজার : তীব্র অ্যাজমার আক্রমণে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

ইনজেকশন : অ্যাজমার মারাত্মক আক্রমণে স্টেরয়েড ইনজেকশন শিরায় দেয়া হয়।

জটিলতা : অ্যাজমা কোনো কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে কি না তা কিছু লক্ষণ দেখে বোঝা যায়। এ সময় উপশমকারী ওষুধের পরিমাণ বেশি লাগে এবং ইনহেলার দ্বারা ৩-৪ ঘণ্টার বেশি শ্বাসকষ্টের উপশম থাকে না। তা ছাড়া রাতে শ্বাসকষ্টে ঘুম ভেঙে যাওয়া, স্বাভাবিক কাজকর্মে শ্বাসকষ্ট হওয়া, পিক ফ্লো ধীরে ধীরে কমাও জটিলতার লক্ষণ। তখন বিশেষ সতর্ক হয়ে চিকিৎসা নিতে হবে।

অ্যাজমা প্রতিরোধে কী করবেন

× সব রকমের ধুলাবালি এড়িয়ে চলতে হবে। বিশেষ করে অ্যাজমা আক্রান্ত রোগীর শোবার ঘরটি সব সময় শুষ্ক, ধুলা ও মাইটমুক্ত হতে হবে।
× ঘরে যাতে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস থাকে সে ব্যবস্থা করুন। রাতে ঘুমানোর সময় পর্যাপ্ত উষ্ণতায় থাকুন।
× সকালে প্রস্রাব-পায়খানার সময় মুখে কাপড় বা মাস্ক ব্যবহার করুন।
× সকালে ও রাতে চলাফেরার সময় নাকে কাপড় বা মাস্ক ব্যবহার করা।
× দিনে বা রাতে কুয়াশায় চলাফেরার সময় নাক ঢেকে রাখুন (গায়ে পর্যাপ্ত শীতের কাপড় থাকলেও)।
× ঠাণ্ডা বাতাস, ঠাণ্ডা পানি ও ঠাণ্ডা খাবার এড়িয়ে চলুন।
× স্যাঁতসেঁতে বা ঘিঞ্জি পরিবেশ এড়িয়ে চলুন। অতিরিক্ত গরম বা ঠাণ্ডা পরিবেশ নয়।
× পুরনো জামাকাপড় ধুয়ে ভালো করে রোদে শুকিয়ে ব্যবহার করুন।
× ডাস্ট মাইট কমানোর জন্য ব্যবহৃত বালিশ, তোশক, ম্যাট্রেস ইত্যাদির ধুলাবালি নিয়মিত পরিষ্কার করুন এবং রোদে দিন।
× মশার কয়েল বা স্প্রে, চুলার আগুনের ধোঁয়া থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকুন।
× হাত-মুখ নিয়মিত ধৌত করুন। কারোর সঙ্গে করমর্দন করলেও হাত ধুয়ে ফেলুন।

শিশুর অ্যালার্জি ও অ্যাজমার লক্ষণ, কী করবেন

শিশুদের অ্যালার্জি একটি কমন সমস্যা। অনেকের আবার অ্যাজমাও হয়ে থাকে। শিশুরা এসব সমস্যায় ভোগলে বাবা-মায়ের দুঃশ্চিন্তার অন্ত থাকে না।

শীতকালে শিশুর অ্যালার্জি ও অ্যাজমার কারণ ও প্রতিকার নিয়ে পরামর্শ দিয়েছেন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. তানজিনা আল-মিজান।

শীতকালে চলার গতি একটু সীমিত হলেও রোগ জীবাণু কিন্তু থেমে থাকে না। তারা যেন আরও একধাপ এগিয়ে যায়। ফুসফুসে ভাইরাল ইনফেকশন হলেই শ্বাসকষ্ট হয়। ভাইরাস ফুসফুসের সারফেস লাইনিং নষ্ট করে দেওয়ায় মিউকোসাল ইমিউনিটি কমে যায়। এতে করে ব্যাকটেরিয়ার গ্রোথ হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়। ফুসফুসের এ ভাইরাল ইনফেকশন এবং ব্যাকটেরিয়ার গ্রোথ থেকেই হতে পারে নিউমোনিয়া।

শিশুদের বেশি নিউমোনিয়া হওয়ার প্রবণতা থাকে। কারণ বাচ্চাদের ডিফেন্স মেকানিজম বড়দের তুলনায় দুর্বল। তার ওপর বাচ্চারা স্কুলে অনেক বাচ্চাদের সঙ্গে মিশে, মাঠে খেলাধুলা করে তাই বাচ্চাদের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কাছাকাছি আসার আশঙ্কাও বেশি। বড়রা যদি বাচ্চাদের সামনে ধূমপান করেন তা থেকেও বাচ্চারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শিশুর শ্বাসকষ্টের লক্ষণ

× বেশ কয়েক দিন টানা জ্বর
× ঘন ঘন শ্বাস নেবে এবং শ্বাস নেওয়ার হাড় বেড়ে যাবে
× শ্বাসের সঙ্গে কোনো আওয়াজ হলে
× শ্বাস নেওয়ার সময় পেট ভেতরে ঢুকে গেলে
× বুকে ব্যথা হলে
× ঘন ঘন শুকনা কাশি
× অতিরিক্ত খিটখিটে মেজাজ
× ঘুমঘুম ভাব এগুলোর সঙ্গে যদি কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এবং নাকের মাথা, ঠোঁটের চারপাশে নীল হয়ে যায় তাহলে অবহেলা না করে চটজলদি একজন শিশু বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হতে হবে।

প্রতিরোধ ও প্রতিকার

পরিবারে কারও এ্যাজমার হিস্ট্রি না থাকলেও প্রথম থেকেই কিছু প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিতে পারলে ভালো।

× জন্মের পর থেকে ছয় মাস পর্যন্ত বাচ্চাকে এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং করান অতি জরুরি। এতে বাচ্চার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায়।
× ভ্যাকসিনেশন-সবগুলো ভ্যাকসিন যেন সঠিক সময়ে অবশ্যই দেয়া হয় সেদিকে খুব গুরুত্ব দিতে হবে।
× বাচ্চার ঘর যেন হয় আলো বাতাসে ভরপুর।
× প্রতিদিন বাচ্চা যেন রোদে কিছু সময় হলেও থাকতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সূর্যরশ্মি থেকে আমাদের শরীরে যে ভিটামিন তৈরি হয় তাও আমাদের রোগ প্রতিরোধ করে।
× বাচ্চাদের নিউট্রিশনাল ব্যালান্স জরুরি।
× পর্যাপ্ত পানীয় খাবার নিশ্চিত করতে হবে।
× বাসার কাজে সাহায্যের জন্য যারা আছেন তাদের দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। তাদেরও প্রপার হাইজিন মেইনটেইন করতে হবে।
× স্কুল থেকে এবং বিকালে খেলাধুলা করে বাচ্চারা বাসায় ফিরলে তাদের ঘামে ভেজা জামা-কাপড় পাল্টে দিয়ে হাত মুখ ধোয়ানোর অভ্যাস করতে হবে।
× বাইরে যাওয়ার সময় এবং ঘুমানোর সময় বাচ্চাদের শরীরে পর্যাপ্ত শীতের কাপড় যেন থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এতে করে রোগাক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেকাংশেই কমে যাবে।

মধ্য কর্ণের সার্জারি কখন করা হয়

মধ্য কর্ণ ও এর ম্যাসটরেড হাড়ের ইনফেকশনের জন্য বা পর্দা ফাটা বা ছিদ্র থাকার কারণে কানে কম শোনার জন্য অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে কানের কারণে মাথা ঘুরানোর জন্য কানের মাইক্রোসার্জারি করা হয়ে থাকে।

অপারেশনের উদ্দেশ্য

- কানের ভেতরের ইনফেকশনের মাত্রা এবং ব্যক্তি নিরূপণ করা।
- ইনফেকটেড টিস্যুকে সম্পূর্ণরূপে দূর করা এবং ইনফেকশনের কারণে কানে শোনার যাতে আর কোনো অবনতি না হয়, তার ব্যবস্থা করা।
- কানের ইনফেকশন যাতে মস্তিষ্কে না ছড়ায়, তার ব্যবস্থা করা।

আপনার কথা, আপনার ব্যথা বাংলায় বলুন, বাংলায় শুনুন

Board Certified
Internal Medicine
Pulmonary Medicine
Critical Care Medicine
Also Specialized in Sleep Medicine

ডাঃ সমীর সরকার, এমডি

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন England & America তে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
Triple Board Certified বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Attending Physician - Jamaica Hospital
134-20 Jamaica Avenue, Jamaica, NY 11418
Tel: 718-206-6742

NYS Tax & Multi- Services, Inc

INCOME TAX
» Individual
» Corporation
» Self-employed (UBER/ LYFT/VIA/YELLOW CAB)
» Small Business
» Sales Tax
» Not for Profit Tax

ACCOUNTING
» Financial Statement
» Payroll
» Book-Keeping
» Accounting
» Auditing
» Consulting

AUTHORIZED e-file PROVIDER

BUSINESS FORMATION
» Partnership
» LLC/LLP
» C-Corporation
» S-Corporation

IMMIGRATION & FORMS
(Non-attorney)
» Green Card Renewal
» Applying for Citizenship
» Employment Authorization

MOHD. SURUZZAMAN, CA
President
Cell: 516-884-1090

72-28 Broadway, 4th Floor, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 929-418-5228, Fax : 929-208-1115
Email: nystaxmulti@gmail.com

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমি
VOL. 23, No. 45, Thursday 26 January 2023, Weekly Janmobhumi

নারী

'তবুও শরীরে কৌটিল্যের চেয়ে বেশি জ্ঞান'

ফয়জুল লতিফ চৌধুরী

যার শরীরে কৌটিল্যের চেয়ে বেশি জ্ঞান তিনি একজন নারী। হয়তো এ কথার বিশিষ্ট উল্লেখ আবশ্যক ছিল না। এই বিবৃতিটি যার, তিনি একজন পুরুষ, তিনি কবি, তিনি জীবনানন্দ। নারীর শরীরে তিনি আবিষ্কার করেছেন কৌটিল্যের চেয়ে বেশি জ্ঞান। কোনো নারী কৌটিল্যের চেয়ে ঢের বেশি জ্ঞান পুরুষশরীরে আবিষ্কার করেছে কিনা তার বিবৃতি কোনো কবিতা বা গল্পে অদ্যাবধি পরিদৃষ্ট হয় না। বিংশ শতাব্দীর শুরু অবধি কৌটিল্যের গ্রন্থ 'কৌটিলীয়ম অর্থশাস্ত্রম' সাধারণ মানুষের নিকটলভ্য ছিল না। ১৯০৯ সালে শ্যামশাস্ত্রী মহোদয় আবিষ্কারপূর্ব এই বিখ্যাত গ্রন্থও প্রকাশ করেন। এরপর নানা পণ্ডিত কর্তৃক সংস্কৃত থেকে এটি নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। কোনো কোনো বাঙ্গালী সংস্কৃত না জেনেও এ গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন। কৌটিল্য তথা চাণক্য তথা বাৎসায়ন কবে কোন্? কালে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তা আমাদের বিচার্য বিষয় নয়। তার জন্ম মৌর্য যুগে হয়ে থাকুক কি যিশুখ্রিষ্টের জন্মের পরবর্তীকালে হয়ে থাকুক, তাতে এ গ্রন্থের বনেদি কৌলিন্য বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। বাংলায় লিখিত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয়ের 'কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থটি আপনারা কেউ কেউ ইতোমধ্যে পাঠ করে থাকবেন। যারা করেননি, বলা অন্যায্য হবে না, তারা এ গ্রন্থে নিহিত রসমঞ্জরী থেকে আপনাদের বঞ্চিত করে রেখেছেন। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা এই যে এটি প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান মাত্র। অনেকের ধারণা, এটি ম্যাকিয়াভেলির 'দ্য প্রিন্স' জাতীয় একখানা কিতাব। কিন্তু কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র একটি রসময় গ্রন্থ যার বিষয়পরিধি বিস্তৃত। অন্যান্য চিত্তাকর্ষক বিষয়ের মধ্যে এতে রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিধবা রমণীর দ্বিতীয়বার পতি গ্রহণের অধিকার সংক্রান্ত বিধান, স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে শাসন ও শাস্তি প্রদান, প্রবাসী স্বামীর জন্য স্ত্রী কতকাল অপেক্ষা করবেন তার বিধান, স্ত্রী-সংগমের নিয়মকানুন, বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়ার উপযুক্ত বয়স, স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের অধিকার, গণিকাদের বিষয়ে বিধিনিষেধ ইত্যাদি।

যারা ভেবেছেন কূট কিংবা কুটিল শব্দের সঙ্গে কৌটিল্য নামের সম্বন্ধ রয়েছে, তাদের সম্যক অনুধাবনের স্বার্থে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করছি। ভেবে দেখুন, কোনো একজন ব্রাহ্মণ পুরুষের বহু সংখ্যক বালিকা স্ত্রী রয়েছে। ধরুন, প্রকৃতির ক্রীড়ায় সেসব বালিকা স্ত্রী একই সঙ্গে ঋতুমতী হয়েছে। এখন বলুন, সর্বপ্রথম কোন্? স্ত্রীর সঙ্গে যৌনসংগম করা উক্ত ব্রাহ্মণের জন্য ন্যায্য হবে?

প্রশ্নটি সহজ কিছু নয়। কারণ, এতে ন্যায়পরায়ণতা জড়িত। মহামতি কৌটিল্য এই প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করে বলেছেন, এবম্বিধ ক্ষেত্রে উক্ত ব্রাহ্মণ প্রথম যৌনসংগমের ক্ষেত্রে স্ত্রীগণের শ্রেণিগত অবস্থান মান্য করিবেন। তদুপরি, দুইজন বালিকা স্ত্রী যদি সমশ্রেণির হইয়া থাকে, তবে অগ্রে যাহাকে বিবাহ করা হইয়াছে, ব্রাহ্মণ স্বামী প্রথমত তাহাতে উপগত হইবেন।

যদি কোনো গ্রিক কবি এ কথাটিই তার কবিতায় লিখতেন তবে কি তাতে আরিস্তোতলের কথা উল্লিখিত হতো? কোনো গ্রিক কবি কি আরাধ্য, কি অনারাধ্য কোনো গ্রিক নারীর শরীরে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন আরিস্তোতলের চেয়ে বেশি জ্ঞান?

কৌটিল্য তার অর্থশাস্ত্রে নানারকম চিন্তার জন্ম দিয়েছেন। কৌটিল্য ছাড়াও আরও নানাজনের পাণ্ডিত্যের কথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে পুনঃপুন উচ্চারিত হয়ে থাকে। তবে জীবনানন্দ দাশ বেছে নিয়েছেন কৌটিল্যকেই। যে রকম ছান্দসিকতা জীবনানন্দের বৈশিষ্ট্য ছিল তার কাঠামোতে নামটি মসৃণভাবে খাপ খেয়ে গেছে।

নারীর শরীরে কৌটিল্যের চেয়ে বেশি জ্ঞান- এ কথা লিখে জীবনানন্দ তাঁর নারীবিষয়ক ধারণার নতুন পরিচয় দিয়েছেন। এটি একটি অসাধারণ বাকপ্রতিমা। এর মধ্যে যে কূটাভাষ নিহিত তা মনোজ্ঞ। মস্তিস্ক নয় বরং জীবনানন্দ জ্ঞানের সন্ধান পেয়েছেন নারীর দেহবল্লরীতে। আজকের পৃথিবীতে কিছু মানুষ নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলে। তারা সমাজে পুরুষের আধিপত্য লক্ষ্য করে দুশ্চিন্তিত হয়ে থাকে। তারা নারীর সামাজিক অবস্থান নিয়ে চিন্তিত থাকতে ভালোবাসে। তারা মনে করে নারী ঘরের বাইরে এলে তবেই সমাজের উন্নতি। তারা পরিবারের কথা উহ্য রাখে। তাদের কাছে মনে হয় নারী পুরুষের শত্রু। তাদের কাছে মনে, পুরুষ নারীকে ভয় পায় পাছে নারী বলশালী হয়ে পুরুষকে ক্ষমতাচ্যুত করে ফেলে।

জীবনানন্দ কখনও নারীকে নিজের প্রতিপক্ষ ভাবেননি। বরং নারীর প্রতি নিজের মুখাপেক্ষিতার ব্যাপারে তিনি সচেতন ছিলেন। স্বাভাবিক যে, যে-কোনো সকাম পুরুষ নারীসঙ্গ আকাঙ্ক্ষা করবে এবং সংগমের মধ্য দিয়ে শারীরিক সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করবে। পুরুষ ভালোবাসে নারীর দেহসৌষ্ঠব, নারীর রমণীয় অঙ্গভঙ্গি, নারীর চিকন কণ্ঠস্বর ও মোহনীয় বাকভঙ্গি, কিন্তু সে কখনও নিজে নারী হয়ে উঠতে চায় না।

স্বকামের মধ্য দিয়ে যে যৌনতৃপ্তি ঘটে তা নারীসংগমের বিকল্প হতে পারে না। সক্ষম পুরুষ নারীসঙ্গ কামনা করে। জীবনানন্দ দাশের শরীরবৃত্তি এর ব্যতিক্রম ছিল না। অথচ তার দাম্পত্য জীবনের গোড়ার দিকেই জীবনানন্দ একা হয়ে গিয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালের দিনলিপিতে জীবনানন্দ আক্ষেপ ক'রে লিখেছেন, (জেওয়াই এর কথা স্মরণ করে) অবিরল স্বকাম তাকে দ্রুত বার্ধক্যের পথে নিয়ে গেছে।

অনেকে তার কাছে এর-ওর গোপন অভিসারের কথা বলত। কিন্তু জীবনানন্দ কেবল যৌনমিলনের জন্য উদগ্রীব ছিলেন, তা নয়। তিনি ভালোবাসা চেয়েছিলেন। একটি সময় ছিল যখন প্রতি রাতে তিনি আত্মহননের কথা ভাবতেন। ছয়টি কারণ তিনি উল্লেখ করেছেন দিনলিপিতে। তার চতুর্থটি হলো- 'নারী নেই, ভালোবাসা নেই।' বাসে চড়তে এ রকম অনেক নারী তিনি দেখেছেন যাদের কামনা করা যায়; কিন্তু তাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া ও সম্পর্ক গড়ে তোলার পথ তার জানা ছিল না। একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন- 'কোনো কোনো অঘ্রানের পথে পায়চারি করা শান্ত মানুষের/ হৃদয়ের পথে ছাড়া মৃতেরা কোথাও নেই বলে মনে হয়/ তাহলে মৃত্যুর আগে আলো অন্ন আকাশ নারীকে কিছুটা সুস্থিরভাবে পেলে ভালো হত।' (১৯৪৬-৪৭)

দিনলিপিতে তিনি চার শ্রেণির নারীর কথা উল্লেখ করেছেন : হেরোডিয়াসের কন্যারা, বনলতা সেন, কাল্পনিক নারী এবং বাসে দেখা কামিনীরা।

জীবনানন্দের কাল্পনিক নারীদের কথা আমরা জানি। নানা নামে তারা জীবনানন্দের কবিতায় এসেছে। নানাভাবে নারীকে উপস্থাপন করেছেন জীবনানন্দ তাঁর কবিতায়। 'নগ্ন নির্জন হাত' কবিতায় লিখেছেন, 'আবার আকাশে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠছে/ আলোর রহস্যময়ী সহোদরার মতো এই অন্ধকার/ যে আমাকে চিরদিন ভালোবেসেছে/ অথচ যার মুখ আমি কোনোদিন দেখিনি/ সেই নারীর মতো/ ফাল্গুন আকাশে অন্ধকার নিবিড় হয়ে উঠেছে।' 'সুরঞ্জনা' কবিতায় লিখেছেন- 'সুরঞ্জনা, আজও তুমি আমাদের পৃথিবীতে আছ/ পৃথিবীর বয়সিনী তুমি এক মেয়ের মতন/ কালো চোখ মেলে ঐ নীলিমা দেখেছ/ গ্রীক-হিন্দু-ফিনিশিয় নিয়মের রূঢ় আয়োজন শুনেছ ফেনিল শব্দে তিলোত্তমা-নগরীর গায়ে/ কী চেয়েছে? কী পেয়েছে?-গিয়েছে হারায়ে।"

'মিতভাষণ' কবিতায় লিখেছেন- 'তোমার সৌন্দর্য নারী, অতীতের দানের মতন/ মধ্যসাগরের কালো তরঙ্গের থেকে/ ধর্মশোকের স্পষ্ট আহ্বানের মতো/ আমাদের নিয়ে যায় ডেকে/ শান্তির সঙ্ঘের দিকে-ধর্মে-নির্বাণে/ তোমার মুখের স্নিগ্ধ প্রতিভার পানে।'

আরেকটি কবিতায়- 'আমরা জটিল ঢের হয়ে গেছি- বহুদিন পুরাতন গ্রহে বেঁচে থেকে/ যদি কেউ বলে এসে : 'এই সেই নারী/ একে তুমি চেয়েছিলে; এই সেই বিশুদ্ধ সমাজ-'/ তবুও দর্পণে অগ্নি দেখে কবে ফুরায়ে গিয়েছে কার কাজ।'এ রকম অসংখ্যা উদাহরণ দেওয়া সম্ভব জীবনানন্দের কাব্যসমগ্র ঘেঁটে।

হেরোডিয়াসের কন্যা ছিল একজন, সালোমে। সেইন্ট জনের হত্যায় সালোমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। জীবনানন্দের সালোমে দুইজন- একজন ওয়াই অর্থাৎ বেবী বা শোভনা। অপরজনকে জেওয়াই বলে উল্লেখ করেছেন জীবনানন্দ। এদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে গেলে জীবনটা আরও তিক্ত হয়ে ওঠে। মরে যেতে ইচ্ছে করে। একদিন রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে জীবনানন্দ তাঁর জীবনের হতাশার আটটি কারণ উল্লেখ করেছেন; যার মধ্যে একটি হলো নারী, যাদের মধ্যে হেরোডিয়াসের কন্যারা অন্যতম।

এ প্রসঙ্গে 'লোকেন বোসের জার্নাল' কবিতার কথা মনে পড়ে। কবিতাটি শুরু হয়েছে একটি স্বগতোক্ত প্রশ্ন দিয়ে- 'সুজাতাকে ভালোবাসতাম আমি/ এখনো কি ভালোবাসি?' কিছু পরেই সুবলের প্রেমিকা অমিতা সেনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে জীবনানন্দ লিখেছেন- 'কিন্তু কথাটা থাক।' কিন্তু আমাদের বুঝতে সমস্যা হয় না এই অমিতা সেনের প্রতিও কবির অনুরাগ অঙ্কুরিত হয়েছিল। 'সুজাতা এখন ভুবনেশ্বরে' এই তথ্যটি পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে তাই প্রশ্নবোধক স্বগতোক্তিটিও শ্রুত হয় 'অমিতা কি মিহিজামে'। একই কবিতায় দুই নারীর প্রতি অনুরাগ প্রকাশের উদাহরণ অন্য কারো কবি রাখেননি।

জীবনানন্দের অস্তিত্বে নারীশূন্যতা হতে দেয়নি যা তিনি হতে পারতেন। তার জীবনকে অপূর্ণ করে রেখেছিল নারীসঙ্গহীনতা। পরমেশ্বর আদমের নিঃসঙ্গতা ঘোচাতে হাওয়াকে সৃষ্টি করেছিলেন। জীবনানন্দের জন্য কাউকে সৃষ্টি করেননি তিনি?

তুমি যে শরীর নিয়ে রয়ে গেছ, সেই কথা সময়ের মনে
জানাবার আধার কি একজন পুরুষের নির্জন শরীরে
একটি পলক শুধু-হৃদয়বিহীন সব অপার আলোকবর্ষ ঘিরে?
অধঃপতিত এই অসময়ে কে-বা সেই উপচার পুরুষমানুষ?-
ভাবি আমি-জানি আমি, তবু
সে কথা আমাকে জানাবার
হৃদয় আমার সেই-
যে-কোনো প্রেমিক আজ এখন আমার
দেহের প্রতিভূ হয়ে নিজের নারীকে নিয়ে পৃথিবীর পথে
একটি মুহূর্তে যদি আমার অনন্ত হয় মহিলার জ্যোতিস্কজগতে। ('সূর্য্য নক্ষত্র নারী')

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com

তাসনিম সিদ্দিকী

৬ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশিদের জন্য অভিবাসনের ব্যয় এখনও দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে সর্বোচ্চ। মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশের প্রধান শ্রমবাজার সৌদি আরবে কর্মী যাওয়ার হার বাড়লেও কোনোমতে অভিবাসন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। সরকারের বেঁধে দেওয়া অভিবাসন ব্যয়ের দুই থেকে তিন গুণ টাকা দিতে হচ্ছে অভিবাসীদের। অতিরিক্ত অভিবাসন ব্যয় হওয়ার কারণে একজন শ্রমিকের বিদেশে যাওয়া খরচের টাকা তুলতেই অন্তত দুই থেকে আড়াই বছর পরিশ্রম করতে হচ্ছে। মালয়েশিয়ায় কর্মী যাওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অংশের খরচ নির্ধারণ করা হয়েছে ৭৮ হাজার ৯৯০ টাকা। তবে সরকার নির্ধারিত খরচের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি টাকা কর্মীদের খরচ করতে হচ্ছে। আড়াই লাখ থেকে শুরু করে চার লাখ টাকা পর্যন্ত নেওয়ার তথ্য রয়েছে একজন কর্মীর কাছ থেকে।

প্রবাসীকল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে বিদেশফেরত কর্মীদের ঋণ বিতরণে নানা রকম চ্যালেঞ্জ আছে। বিদেশফেরত কর্মীদের জন্য গৃহীত ঋণ প্রকল্পগুলো লিঙ্গবান্ধব করা প্রয়োজন। বরাদ্দকৃত ঋণের অর্থ ছাড়ে নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে ব্যাংকটি। ঋণ সেবা, এজেন্ট ব্যাংকিং, বিদেশফেরত নারী কর্মীদের জন্য বিশেষ ঋণ প্যাকেজ তৈরি করা প্রয়োজন।

সৌদি আরব সরকার সেখানকার নারী গৃহকর্মীদের জন্য ভিশন ২০৩০-এর আওতায় আইন সংস্কার করেছে। নতুন আইন অনুযায়ী নারী গৃহকর্মীরা চাকরিদাতার অনুমতি ছাড়াই চাকরি পরিবর্তন করতে পারবেন। তা ছাড়া কর্মীর কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন করতে চাইলে নিয়োগকর্তাকে অবশ্যই কর্মীর অনুমতি নিতে হবে। নিয়োগকর্তা যদি কর্মীর অনুমতি ছাড়া কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন করে এবং চাকরির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে চাকরিচ্যুত বা চুক্তি বাতিল করে, তবে নিয়োগকর্তাকে শাস্তির আওতায় আনা হবে। এই আইনের আওতায় কর্মীকে সময়মতো বেতন-ভাতা না দিলে বা বিপজ্জনক কাজ করালে নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগের সুযোগ রয়েছে। সৌদি সরকারের এ উদ্যোগের সুফল সে দেশে কর্মসংস্থানের জন্য যাওয়া আমাদের নাগরিকরা পাবেন। এটিকে একধাপ অগ্রগতি বলা যায়। এখন সময় এসেছে কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রে তৈরি হওয়া সিন্ডিকেট ভেঙে দেওয়ার। এটা করতে পারলে তুলনামূলক কম খরচে কর্মীরা বিদেশে যেতে পারবেন এবং অল্পসময়ের মধ্যে খরচ তুলে রেমিট্যান্স পাঠাতে পারবেন।

অধ্যাপক তাসনিম সিদ্দিকী: চেয়ারপারসন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, রামরু

সালমান জাফর

ব্যবহার একেবারে কমিয়ে ফেলা হয়েছে। ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গায় নিহত মানুষের স্বজনদের জীবন নিয়ে বানানো ছবি ফিরাক ২০০৮ সালে মুক্তি পায়।

ওই সময় মোদি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। গুজরাট দাঙ্গায় মোদির প্রশ্নবিদ্ধ ভূমিকার জন্য যুক্তরাষ্ট্র তাঁর বিরুদ্ধে ভ্রমণনিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল এবং তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগপর্যন্ত তা বহাল ছিল। কিন্তু ফিরাক-এর মতো ছবি এখন ভারতের সেন্সর বোর্ড মুক্তির অনুমতি দেবে–এটি এখন কেউ কল্পনাও করতে পারে না। উল্টো এখন ইসলামবিদ্বেষকে উসকে দেওয়া ছবি 'কাশ্মীর ফাইলস' সরকারি সমর্থনে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে।

সাম্প্রতিক পুনরুজ্জীবনের আগে পাকিস্তানের চলচ্চিত্রশিল্প সাম্প্রতিক পুনরুজ্জীবিত হওয়ার একটি দীর্ঘ সময় ধরে পতনের মধ্য দিয়ে গেছে। পাকিস্তানের চলচ্চিত্রশিল্পের সেই নিষ্ফলা সময়ের কারণে বলিউডের প্রতি পাকিস্তানিরা গভীর টান অনুভব করেছিল। সেই টান ছিল একাধিক প্রজন্ম ধরে।

কয়েক দশক ধরে পাকিস্তানিরা বলিউডের সিনেমা দেখার সময় কোনো রাজনৈতিক পার্থক্য মাথায় আনেনি। একটা আন্তরিক উষ্ণতা তারা অনুভব করেছে। বলিউডের ভাষা ও সংস্কৃতি– কোনোটিকেই তাদের কাছে ভিনদেশি বা এলিয়েন গোছের কিছু মনে হয়নি। এমনকি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বাধার পর এবং প্রায়-স্থায়ী উত্তেজনা বিরাজ করার পরও তাদের মনোভঙ্গিতে পরিবর্তন আসেনি। দুঃখজনকভাবে, ভারতে হিন্দুত্ববাদের উত্থান সেই সুদিনকে অপূরণীয়ভাবে শেষ করে দিয়েছে।

আল-জাজিরা থেকে নেওয়া, অনুবাদ: সারফুদ্দিন আহমেদ

সালমান জাফর কানাডায়?বসবাসরত পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত লেখক ও চলচ্চিত্র বিশ্লেষক

বঙ্গবন্ধু সেদিন বিনা জামিনেই খান-এ-সবুরকে কারামুক্ত করেছিলেন

ব্রান্ডন জে ওয়াইকার্ট

অসম্ভব একটা বিষয়। কিন্তু ওয়াশিংটনে কল্পনাজগতে বসবাসকারী নীতিনির্ধারকেরা এই বিভ্রমের মধ্যেই নিজেদের ছুড়ে দিয়েছেন। আর অসম্ভব এক স্বপ্ন দেখিয়ে ইউক্রেনীয়দের কৌশলগত আত্মহত্যার পথে নিয়ে গেছেন।

কৌশলগত বিষয়ে মূর্খ আমেরিকানদের অন্ধের মতো অনুসরণ করে ইউক্রেনীয়রা নিজেদের নিঃশেষ করে দিচ্ছেন। একই সঙ্গে রাশিয়া যে বিশাল পাল্টা আঘাত করে চলেছে, তাতে ন্যাটোর দেশগুলোর কোষাগার ও অস্ত্রভান্ডার শূন্য হচ্ছে। আর ইউক্রেনে অবিকল এটাই ঘটে চলেছে।

ভূরাজনৈতিক দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ইউক্রেন প্ররোচনার ফাঁদে পা দিয়ে পারমাণবিক অস্ত্রসমৃদ্ধ রাশিয়ার বিরুদ্ধে এমন এক হঠকারী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে, যেটা জেতা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আর যুদ্ধ বড় পরিসরে ছড়ানোর যে প্ররোচনা পশ্চিমারা দিচ্ছে, তার জন্য নিজেরাও প্রস্তুত নয়। এই সংকটকালে ওয়াশিংটনে কি এমন কোনো তরুণ নেই, যিনি কিনা বলবেন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধটা পুরোপুরি এড়ানো যেত। হায়, ওয়াশিংটনের শাসকগোষ্ঠী নিজেদের আত্মসক্ষমতা কতটা, সেটা নিজেরাই বুঝতে অক্ষম।

এই 'অপদার্থ যুবরাজ'দের এখন উচিত তাঁদের ব্যর্থ কৌশলের যুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী ইউক্রেনীয় ও আমেরিকান তরুণদের রক্তের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো। ওয়াশিংটনের শাসকশ্রেণি দশকের পর দশক ধরে কৌশলগত জায়গায় বোকার মতো পদক্ষেপ নিয়ে চলেছে। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে একেকটা বিপর্যয় বিশ্ব ব্যবস্থায় শীর্ষে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান একটু একটু ধসিয়ে দিচ্ছে। নিজেদের শুরু করা এই অন্তহীন যুদ্ধে বিশ্বে শীর্ষ অবস্থান ধরে রাখতে হলে যুক্তরাষ্ট্রের সামনে খুব বেশি বিকল্প নেই।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসতে হলে ওয়াশিংটনকে হয় একটা অলৌকিক ঘটনার জন্য অপেক্ষা করতে হবে, নাহয় রাশিয়া যত দিন না পর্যন্ত ইউক্রেনকে চুরমার করে ফেলছে, তত দিন অপেক্ষা করতে হবে। সে ক্ষেত্রে ইউরোপে যুক্তরাষ্ট্রের ভূকৌশলগত অবস্থান এবং ন্যাটো জোটের মেরুদণ্ড ভেঙে পড়বে। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে এক মেরুর বিশ্ব ব্যবস্থার বদলে নতুন বহু মেরুকেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে উঠবে।

ব্রান্ডন জে ওয়াইকার্ট, যুক্তরাষ্ট্রের ভূরাজনৈতিক বিশ্লেষক

এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত অনুবাদ

চেয়ারম্যান জিএম কাদেরের বিরুদ্ধে মামলা

মামলা প্রত্যাহার করার দাবীতে জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখা এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতি হাজী আবদুর রহমানের সভাপতিত্ব ও সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব চৌধুরী চান্দুর পরিচালনায় আরো বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির উপদেষ্টা গিয়াস মজুমদার, ব্রিগেডিয়ার (অব) মোঃ নাছির খান, সিনিয়র সহ সভাপতি জসিম চৌধুরী, সহ সভাপতি এডভোকেট হারিস উদ্দিন আহমেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাং আবদুল করিম, সাংগঠনিক সম্পাদক ওসমান চৌধুরী, যুব বিষয়ক সম্পাদক শফি আলম, যুগ্ম প্রচার সম্পাদক ওয়াহিদ ফেরদৌস, সদস্য দেলওয়ার মজুমদার, রাসেল সরকার।

সভায় বক্তারা বলেন, চেয়ারম্যান জি.এম কাদেরকে পার্টির কার্য পরিচালনায় মহামান্য আদালত থেকে বাধা দেন, তাই আমরা মনে করি পার্টির সকল সাংগঠনিক কার্যকলাপ আজ বাধার মুখে, জাতীয় পার্টি বাংলার মেহনতি মানুষের পার্টি, বাংলার মানুষ আজ বর্তমান সরকারের দমননীতি, জনগণের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে দ্রব্যমূল্য বিধিতে আজ মানুষ অসহায়, জাতীয় পার্টি সকল গ্রাম শহর এবং প্রবাসী সকল কমিটির কার্য পরিচালনায় কোন কেন্দ্রীয় কর্মসূচী পাওয়া যাইতেছে না, আমরা পার্টির প্রধান পৃষ্টপোষক মাতা বেগম রওশন এরশাদের প্রতি বিশেষ ভাবে অনুরোধ পার্টির সকল শীর্ষ নেতৃবৃন্দ নিয়ে আজকে এই রাজনৈতিক সমস্যার সমাধাণ করে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য পার্টিকে প্রস্তুত করার জন্য অন্যথায় জাতীয় পার্টির রাজনৈতিক কার্য্যকলাপের গতি কমে যাবে। বর্তমান সরকার মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়েছে। জাতীয় পার্টি বাংলার মানুষের তার পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার নিশ্চয়তা দিবে।

বক্তারা বলেন, আমরা জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখাকে দালাল মুক্ত চাই, অবৈধ ব্যবসায়ী দিয়ে জাতীয় পার্টি চলবে না।

পরে জাপার যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক মীর জাকিরের প্রিয়-মাতার অকাল মৃত্যুতে জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখা গভীর শোক প্রকাশ করে এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালন যুক্তরাষ্ট্র মহিলা আওয়ামী লীগের

অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভার আয়োজন করে। সভায় সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাষ্ট্র মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অধ্যাপিকা মোমতাজ শাহনাজ। পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র মহিলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি রওশন আরা বেগম, জাহানারা আলী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক সবিতা দাস, কার্যকরী সদস্য নাহার আলম, সুরাইয়া হাসান ডোনা, বাফেলো থেকে আগত ফারজানা পারভিন সহ আরো অনেকে।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপিকা মোমতাজ শাহনাজ বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বার্ষিকী ১০ জানুয়ারি। ১৯৭২ সালের এই দিনে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন তিনি। তাঁর আগমনে দেশের জনগণ সত্যিকারে স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ করে ছিল।

তিনি বলেন, ভিনদেশি শক্তির কাছে মাথা নত করে নয়, জাতির পিতার স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষ আজ বিশ্বের বুকে গর্বের সঙ্গে মাথা উঁচু করে চলছে, সেটাই আমাদের পরম পাওয়া।' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় আজ দেশের মানুষ স্বাধীনতার সুখ উপভোগ করছে। তিনি সরকারের উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহবান জানান এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ূ কামনা করে, সুন্দর অনুষ্ঠান উপহার দেওয়ার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান।

নিউ ইয়র্কে 'তুষারঝড় নায়ক' সম্মাননা পেলেন ২ বাংলাদেশি

নিউইয়র্কঃ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক অঙ্গরজ্যের বাফেলো শহরে সাম্প্রতককালে ভয়াবহ তুষারঝড়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধারকাজে অংশ নেওয়ায় 'তুষারঝড়ের নায়ক' (ব্লিজার্ড হিরো) সম্মাননা পেয়েছেন দুই বাংলাদেশিসহ ও একটি বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান। স্থানীয় সময় শনিবার (২১ জানুয়ারি) দুপুরে বাফেলো সিটিতে স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্কের ক্যাম্পবেল স্টুডেন্ট ইউনিয়ন হলে এ সম্মাননা তুলে দেন নিউইয়র্ক স্টেটের গভর্নর ক্যাথি হোকুল। নিউইয়র্কের বাফেলো সিটিতে গত ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে ভয়াবহ তুষারঝড়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধারকাজে অংশ নিয়েছিল একদল বাংলাদেশি। তাদের মধ্য থেকে দুজন এমডি তাজুল ইসলাম মানিক ও মোহাম্মদ ওসমান শিমুলকে তাদের বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য 'তুষারঝড়ের নায়ক' বা ব্লিজার্ড হিরো হিসেবে দ্য গভর্নরস মেডাল অব পাবলিক সার্ভিস সম্মাননা দেয়া হয়। একইসাথে তুষারঝড় পরবর্তী সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরিতে সম্মাননা দেয়া হয় বাফেলো সিটিতে বাংলাদেশি মালিকানাধীন লাভবার্ডস রেস্টুরেন্টকে। প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে এ সম্মাননা গ্রহণ করেন এর অন্যতম স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ আলম। অনুষ্ঠানে বাফেলো সিটির মেয়র বায়রন ব্রাউন উপস্থিত ছিলেন।

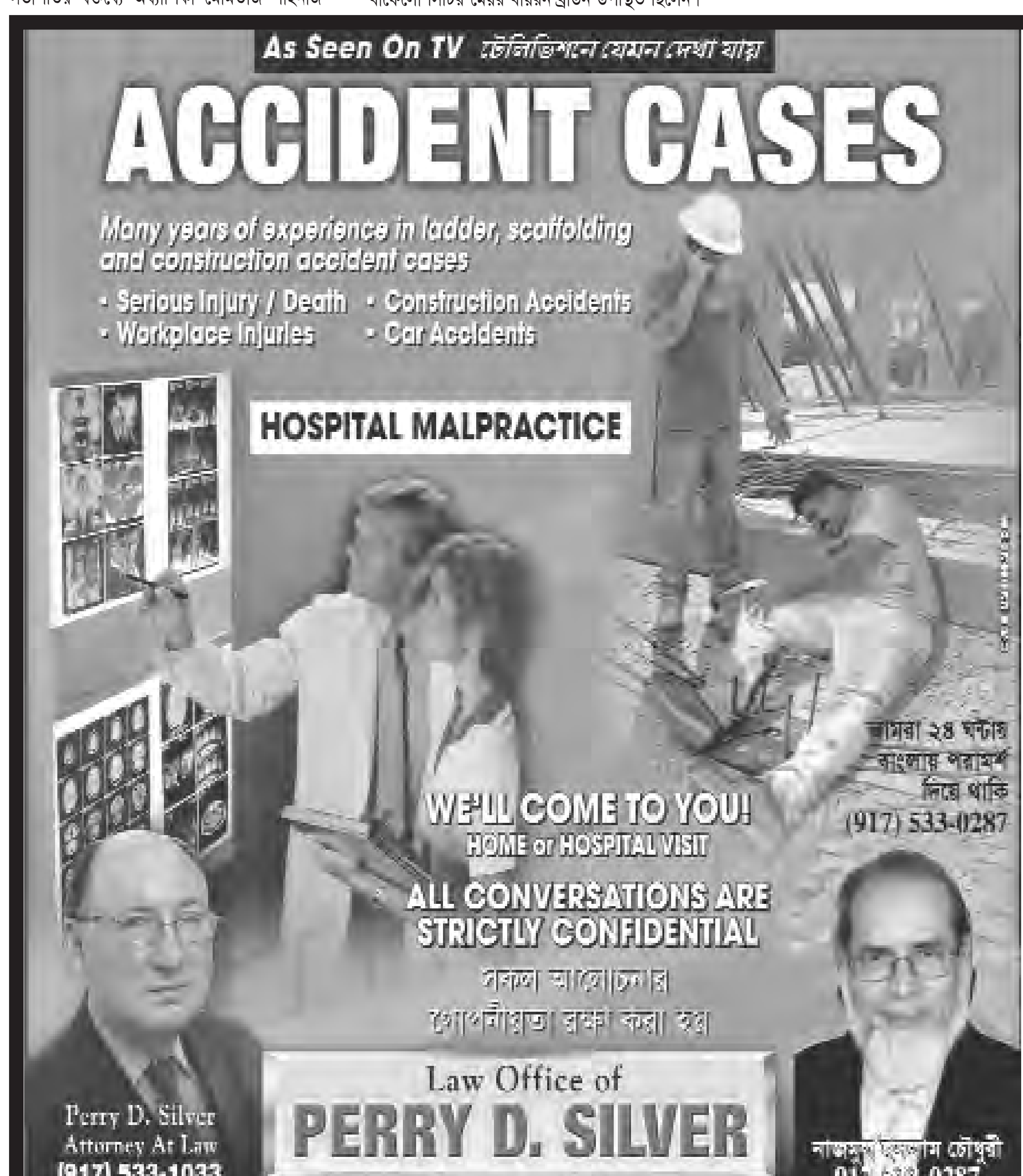

11 PARK PLACE, SUITE 1503
NEW YORK,NY-10007, Phone: 212-661-8400

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

সঞ্জয় দত্তের নামে ৭২ কোটি টাকার সম্পত্তি লিখে দিয়ে মারা যান ভক্ত!

মোমবাই,ভারত ঃ বলিউডের জনপ্রিয় সুপারস্টার সঞ্জয় দত্ত। ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার পর সুস্থ হয়ে সিনেমায় ফিরেছেন তিনি। ক্যানসার আক্রান্ত অবস্থাতেই তিনি উপহার দিয়েছেন কেজিএফ-২ সিনেমা। যেটি সুপার হিট হয়।

সম্প্রতি সঞ্জয় একটি অবাক করা ঘটনা প্রকাশ করেছেন তার এক ভক্তকে নিয়ে।

স্বাভাবিকভাবেই ভক্তরা অনেক সময়ই প্রিয় অভিনেতাকে বিভিন্ন উপহার সামগ্রী দিতে চান, যা তাকে আকৃষ্ট করতে পারে। তবে সঞ্জয়ের সঙ্গে ঘটেছে অদ্ভুত এক ঘটনা।

মৃত্যুর আগে এক নারী ভক্ত তার স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তি উইল করে গিয়েছিলেন সঞ্জয়কে। সেটি নিয়ে চরম বিপাকে পড়েছিলেন তিনি। খবর আনন্দবাজারের।

সঞ্জয় জানান, সেটি ছিল ২০১৮ সালের ঘটনা। হঠাৎ থানা থেকে ফোন পেয়েছিলেন সঞ্জয়। পুলিশ তাকে জানায়, নিশা পাতিল নামে এক নারী ১৪ দিন আগে মারা গেছেন। তবে মারা যাওয়ার আগে সঞ্জয়ের নামে লিখে রেখে গেছেন ৭২ কোটি টাকার সম্পত্তি।

এটি শুনে রীতিমতো হতভম্ব অবস্থা অভিনেতার। সঞ্জয় স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, সব সম্পত্তি তার পরিবারকেই দেওয়া উচিত। তবে ব্যাংক থেকে জানানো হয়, নমিনি হিসেবে সঞ্জয় দত্তের নামই উল্লেখ করা হয়েছে। তার পালি হিলের বাসভবনও ব্যাংক ডিটেইলসে রয়েছে।

সঞ্জয় বলেন, আমাদের মতো অভিনেতার নামে লোকে সন্তানের নাম রাখেন, রাস্তায় পিছু নেন, উপহারও পাঠান। কিন্তু এ ঘটনা আমাকে হতবাক করেছে। আমি নিশাকে চিনি না। কিন্তু তিনি যা করেছেন তার পর আমি বাক্যহারা।

এর পর আইনজীবীরা যোগাযোগ করলেও সঞ্জয় সেই সম্পত্তি নিতে পারবেন না বলে সাফ জানিয়ে দেন। শেষমেশ মধ্যস্থতা করতে চেয়ে বলেন, সম্পত্তির অধিকার যাতে পরিবার পায় তার জন্য আমি যে কোনো আইনি পথে হাঁটতে রাজি আছি।

তাসনিয়া ফারিণের বৃহস্পতি তুঙ্গে

ঢাকা ডেস্ক, এ সময়ের জনপ্রিয় অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণ। টিভি ও ওটিটি প্ল্যাটফর্মে অভিনয়ের মাধ্যমে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। শুধু দেশেই নয়, 'লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান' ও 'কারাগার' নামে দুটি ওয়েব সিরিজে অভিনয় করে ভারতীয় দর্শকেরও মন কেড়েছেন এ অভিনেত্রী।

তার রেশ ধরেই কলকাতার সিনেমায় অভিনয়ের প্রস্তাব পান। এরই মধ্যে একটি সিনেমার কাজও শেষ করেছেন তিনি।

নাম 'আরও এক পৃথিবী'। এটি পরিচালনা করেন অতনু ঘোষ। সম্প্রতি সিনেমাটির মুক্তির তারিখ চূড়ান্ত হয়েছে। আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি কলকাতার বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে আসছে তাসনিয়া ফারিণের প্রথম সিনেমা 'আরও এক পৃথিবী'।

বর্তমানে সিনেমাটির প্রচারে অংশ নিতে কলকাতায় অবস্থান করছেন এ অভিনেত্রী।

তিনি বলেন, "ওয়েব সিরিজে আমার অভিনয় দেখে 'আরও এক পৃথিবী' সিনেমার পরিচালক অতনু ঘোষ যোগাযোগ করেন। সিনেমার গল্প ও চরিত্র ভালোলাগায় আমিও কাজ শুরু করি। এ সিনেমায় আমার চরিত্রের নাম 'প্রতীক্ষা'।

এতে আমার সংলাপ নয় বরং মুখের অভিব্যক্তির ওপর বেশ জোর দিতে হয়েছিল। আমার বিশ্বাস, সিনেমাটি দর্শকের ভালোলাগবে।' এদিকে এ অভিনেত্রীর একাধিক একক নাটক টেলিভিশন ও ইউটিউবে প্রচারের অপেক্ষায় রয়েছে।

সংখ্যা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়: সোহানা সাবা

ঢাকা ডেস্ক, প্রয়াত অভিনেত্রী কবরী পরিচালিত 'আয়না' সিনেমার মাধ্যমে অভিনয় শুরু করেন সোহানা সাবা। কাজ করেন দেশের বাইরেও। সম্প্রতি এ অভিনেত্রীর নতুন একটি সিনেমা সেন্সর বোর্ড থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে। নতুন সিনেমা, বর্তমান ব্যস্ততা ও সমসাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে আজকের 'হ্যালো...' বিভাগে কথা বলেছেন তিনি।

× কিছুদিন আগে আপনার অভিনীত 'অসম্ভব' নামে একটি সিনেমা সেন্সর থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে। এ সিনেমার গল্প কী নিয়ে?

×× অভিনেত্রী অরুণা বিশ্বাসের পরিচালনায় এ সিনেমাটি মূলত সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত। এতে একজন তরুণীর জার্নি, তার কলেজে পড়াশোনা করার কিছু গল্প, তার বিয়ের পর নতুন একটি বাড়িতে আসা, সেখানে তার জীবন কেমন, এসব গল্প দেখানো হয়েছে। শুনেছি জুনের দিকে সিনেমাটি মুক্তি পাবে।

× অভিনয়ে আপনাকে কম দেখা যায় কেন?

×× আসলে সংখ্যা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। অনেক কাজ করতে হবে এমন কখনো ভাবিনি। আমি শুরু থেকেই ঠিক করেছিলাম ভালো কাজ করতে চাই। ভিন্ন ধারার কাজ করব, এমনকি একটু কম কাজ হলেও সমস্যা নেই। অহরহ কাজ করে সংখ্যা বাড়াতে কখনোই আগ্রহী ছিলাম না।

× ওটিটি প্ল্যাটফর্ম নিয়ে আপনার ভাবনা কী?

×× বর্তমান সময়ে বেশ জনপ্রিয় হচ্ছে ওটিটি। এটি মূলত একটি প্রচারমাধ্যম। তবে আমি মনে করি ভালো নির্মাণের ক্ষেত্রে মাধ্যম কোনো বিষয় নয়। ওটিটি সম্ভাবনাময় একটি মাধ্যম। ওটিটিতে আমি অভিনয়ও করেছি। ভবিষ্যতেও করব।

× বর্তমানে কী নিয়ে ব্যস্ততা যাচ্ছে?

×× সিনেমার পাশাপাশি ওয়েব সিরিজেও কাজ করেছি। তবে বিস্তারিত এখন বলতে চাই না। অনেক দিন টেলিভিশনে আসা হয়নি, এখন টেলিভিশনেও অভিনয় করছি। 'খেলাঘর' নামে একটি ধারাবাহিক নাটকের দ্বিতীয় সিজনে কাজ করেছি।

২০ মাস পর টুইটার অ্যাকাউন্ট ফিরে পেলেন কঙ্গনা

মোমবাই,ভারত ঃ কঙ্গনা রানাউত অবশেষে ২০ মাস পর নিজের টুইটার অ্যাকাউন্ট ফিরে পেলেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগে ২০২১ সালের মে মাসে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল কঙ্গনার টুইটার অ্যাকাউন্ট।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফিরে এসেই দিলেন পোস্ট। লিখলেন, এখানে ফিরে এসে ভাল লাগছে। সাথে শেয়ার করলেন তার পরবর্তী ছবি 'ইমার্জেন্সি'-র একটি ভিডিও ক্লিপ। আরও জানান, ছবির শুটিং ভাল ভাবে শেষ হয়েছে। খবর হিন্দুস্তান টাইমসের। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগে একাধিকবার বিতর্কে জড়িয়েছেন 'কুইন'। বার বার টুইটারের নিয়ম ভঙ্গ করার অভিযোগও উঠেছিল তার বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগে ২০২১ সালের মে মাসে বন্ধ করে দেওয়া হয় অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউতের টুইটার অ্যাকাউন্ট।

টুইটার অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়ার পর এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, আমি খুশি যে আমি টুইটারে নেই। আমি টুইটারে ফিরে এলে মানুষের জীবনে উত্তেজনা বেড়ে যায়, আর আমার জীবনে সমস্যা। বিভিন্ন রাজ্যে আমার বিরুদ্ধে মামলা হয়ে যায়।

তবে এত দিন পরে অ্যাকাউন্ট ফিরে পেয়ে খুশি 'কুইন' খ্যাত অভিনেত্রী। টুইটারে তা লিখে জানাতেও ভোলেননি তিনি।

শাহরুখের চেয়ে এগিয়ে অক্ষয়!

মোমবাই,ভারত ঃ বলিউড অভিনেতা শাহরুখ খান বর্তমানে তার অভিনীত নতুন সিনেমা 'পাঠান'র প্রচারণা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। জানা গেছে, 'পাঠান'র জন্য ৪০ কোটি রুপি সম্মানি নিয়েছেন কিং খান।

সম্প্রতি সিনেমাটিতে শাহরুখের পারিশ্রমিক নিয়েও শুরু হয়েছে আলোচনা। শাহরুখের এ পারিশ্রমিকের সঙ্গে অক্ষয় কুমারের পারিশ্রমিকের তুলনা করে কেউ কেউ বলছেন, অক্ষয় এগিয়ে রয়েছে।

সম্প্রতি ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তিপ্রাপ্ত রহস্য ঘরানার সিনেমা 'কাঠপুতলি' সিনেমার জন্য অক্ষয় ১২০ কোটি রুপি সম্মানি নিয়েছেন বলে গুঞ্জন উঠেছে!

অক্ষয় যদি মোটা অঙ্কের সম্মানি নিয়ে থাকেন, তবে তা 'কাটপুতলি' সিনেমার বাজেটের প্রায় ৮০ শতাংশ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে এ তথ্য আদৌ সত্য কিনা তা নিয়ে শাহরুখ কিংবা অক্ষয় কেউ মুখ খোলেননি।

পদ্মশ্রী পুরস্কার পেলেন রাভিনা ট্যান্ডন

ঢাকা ডেস্ক, ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসের আগের রাতে ঘোষণা হলো পদ্ম সম্মানপ্রাপ্তদের তালিকা। আর সেই তালিকায় রয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী রাভিনা ট্যান্ডন।১৯৭৪ সালে মুম্বইয়ে জন্ম অভিনেত্রীর। বলিউড ছাড়াও তেলুগু, তামিল, কন্নড় ও বাংলা চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন তিনি। তিনি অভিনয় জীবন শুরু করেন 'পাত্থর কে ফুল' (১৯৯১) ছবি দিয়ে, এবং এই ছবিতে অভিনয়ের জন্য ফিল্মফেয়ার পুরস্কারও পান। নব্বইয়ের দশকে তিনি বেশ কয়েকটি বাণিজ্যিক ভাবে সফল চলচিত্রে অভিনয় করেন। যার মধ্যে রয়েছে- 'দিলওয়ালে' (১৯৯৪), 'মোহরা' (১৯৯৪), 'খিলাড়িয়ো কা খিলাড়ি' (১৯৯৬) এবং 'জিদ্দি' (১৯৯৭) । বাণিজ্যিক ছবির পাশাপাশি অন্য ধরনের ছবিতেও কাজ করেছেন তিনি। ২০০১ সালে তিনি কল্পনা লাজমি পরিচালিত 'দমন' ছবিতে একজন নির্যাতনকারীর স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পান। সমালোচক ও দর্শক এই চলচ্চিত্রে তার কাজে বিস্মিত হন এবং প্রশংসা করেন।

এর পর থেকেই বাণিজ্যিক ছবির পাশাপাশি অন্য ধরনের ছবিতে কাজ করে গিয়েছেন তিনি। কাজ করছেন ওয়েব সিরিজেও।

এবার ব্রিটিশ তারকার সঙ্গে শ্রাবন্তী

ঢাকা ডেস্ক, ২৬ জানুয়ারি : টলিপাড়ার অন্যতম চর্চিত অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। তার জীবনের গল্পও খানিকটা সিনেমার মতোই। ঝড়ঝাপটা কম যায়নি। তবে তিনি সদা হাসিখুশি থাকেন। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে তার 'কাবেরী অন্তর্ধান' ছবিটি।এরই মধ্যে বুধবার তাকে দেখা গেল এক ব্রিটিশ তারকার সঙ্গে।

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

রাহুল-আথিয়ার বিয়ের ছবি ভাইরাল

কলকাতা ডেস্ক ঃ কেএল রাহুল ও আথিয়া শেঠির বিয়ের ছবি ভাইরাল! আলোর বিপরীতে তোলা একটি ছবি মনে করিয়ে দেয় ভিকি কৌশল ও ক্যাটরিনা কাইফ এবং আলিয়া ভাট ও রণবীর কাপুরের বিয়ের ছবি।

গতকাল (সোমবার) প্রেমের পাখি কে এল রাহুল এবং আথিয়া শেঠি পরিবার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের উপস্থিতিতে খান্দালায় শুনিল শেঠির বাংলোতে গাঁটছাড়া বাঁধেন। পরে দম্পতি বিবাহ অনুষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের কিছু ছবি শেয়ার করে। সেখানে আথিয়াকে অনামিকা খান্না চিকাংগারী লেহেঙ্গায় চমৎকার দেখাচ্ছিল। সঙ্গে আইভেরি শেরওয়ানিতে কেএল রাহুলকেও অসম্ভব সুন্দর লাগছিল।

যখন সব ছবিগুলোই উজ্জ্বলতা ছিল। তার মধ্যে একটি ছবিতে আলিয়া-রণবীর এবং ভিকি-ক্যাটরিনার বিয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বিয়ের ছবি শেয়ার দিয়ে কেএল রাহুল এবং আথিয়া শেট্টি লিখেছেন, আজ কিভাবে ভালোবাসতে হয় আমি শিখি আপনার আলোতে।

আমাদের প্রিয়জনদের সঙ্গে যে বাড়িতে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি সেখানে আমাদের প্রচুর আনন্দ ও প্রশান্তি দিয়েছে। একসঙ্গের যাত্রায় কৃতজ্ঞতার পূর্ণ হৃদয়ের সঙ্গে আপনাদের আশীর্বাদ খুঁজি।

শেষের ছবিতে কেএল রাহুলের চারপাশেই আথিয়ার হাত। তারা যেহেতু উভয়ের দিকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। পেছনে আলো উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে। স্টারব্রাস্টের প্রভাবে সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

ছবিগুলো জোসেফ রাধিক তুলেছিলেন এবং সেগুলো জাদুকরি থেকে কিছুতেই কমতি ছিল না।

আলিয়া ভাট এবং রণবীর কাপুর, ভিকি কৌশল ও ক্যাটরিনা কাইফের বিয়ের ছবিগুলোতেও একই ধরনেই শর্ট ছিল।

প্রাণনাশের ঝুঁকিতে দানি আলভেজের জেল পরিবর্তন

প্যারিসঃ প্রাণনাশের ঝুঁকিতে ব্রাজিলের ফুটবলার দানি আলভেজের জেল পরিবর্তন করা হয়েছে। সম্প্রতি ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন বার্সেলোনার সাবেক এ ফুটবলার। খবর মার্কার।

স্প্যানিশ পুলিশের দাবি, যে জেলে আলভেজকে রাখা হয়েছিল সেটি বিপজ্জনক। সেখানে দুই শতাধিক বন্দি আছে। তাদের বেশিরভাগই হিংসাত্মক অপরাধের জেরে বন্দি। বেশি দিন ওই জেলে রাখা হলে জীবন হারানোর মতো ঝুঁকি তৈরি হতে পারে ব্রাজিলিয়ান এ তারকার। নিরাপত্তার স্বার্থেই আলভেজকে সরানো হয়েছে অন্যত্র। উল্লেখ্য, গত ৩০ ডিসেম্বর বার্সেলোনার একটি নাইটক্লাবে এক নারীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ ওঠে দানি আলভেজের বিরুদ্ধে। গত শুক্রবার স্পেনের পুলিশ স্টেশনে হাজিরা দিতে গেলে জেরার মুখে গ্রেফতার করা হয় তাকে।

এক তরুণীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

ওই তরুণীর অভিযোগ, বার্সেলোনা কিংবদন্তি আলভেজ গত ৩০ ডিসেম্বর একটি নৈশক্লাবে অনুমতি ছাড়াই তার অন্তর্বাসের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দেন আলভেজ।

স্পেনের সংবাদমাধ্যমগুলো বলছে, বার্সেলোনার জনপ্রিয় সাটন নাইটক্লাবে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে বছর শেষের উদযাপনে গিয়েছিলেন দানি আলভেজ। ওই সময় তিনি সম্মতি ছাড়াই এক নারীর অন্তর্বাসের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দেন বলে অভিযোগ।

ঘটনার আকস্মিকতায় প্রথমে ঘাবড়ে যান ওই তরুণী। পরে বন্ধু ও নিরাপত্তারক্ষীদের ডেকে আনেন তিনি। কিছু সময়ের মধ্যেই নাইটক্লাব ছাড়েন দানি আলভেজ।

তবে এই অভিযোগ অস্বীকার করেন এ ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার। তিনি বলেন, আমি নাচছিলাম এবং কাউকে কোনোভাবে আক্রমণ না করেই ভালো সময় কাটাচ্ছিলাম। আমি জানি না ওই নারী কে আমি কীভাবে একজন নারীর সঙ্গে এটি করব?

গত ডিসেম্বরে কাতার বিশ্বকাপে ক্যামেরুনের বিপক্ষে ম্যাচে ব্রাজিলের অধিনায়কত্ব করেন আলভেজ। ওই ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়ে বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি বয়সী অধিনায়ক বনে যান ৩৯ বছর বয়সী এ ফুটবলার।

একটি সংস্করণে বাবরের অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেওয়া উচিত: আজহার

ঢাকা ডেস্ক, আন্তর্জাতিক সূচি এখন অনেক আঁটসাঁট, ক্রিকেটারদেরও সে কারণে প্রচুর চাপ নিতে হয়। বছরের বেশির ভাগ সময় মাঠে কিংবা সফরে কাটাতে হয়। অধিনায়কদের আবার বাড়তি দায়িত্বও থাকে। সতীর্থদের উদ্দীপ্ত করার পাশাপাশি নিজেকেও ভালো খেলতে হয়। নেতৃত্ব দিতে হয় সামনে থেকে। কিন্তু তিন সংস্করণেই অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করলে, কাজটা খুব কঠিন হয়ে ওঠা অস্বাভাবিক কিছু নয়। বাবর আজমের কথাই ধরুন। তিনি তিন সংস্করণেই পাকিস্তানের অধিনায়ক। দলের ভালো-মন্দ তাকেই দেখতে হয়। আবার ব্যাটিংয়েও হতে হয় দলের 'মেরুদণ্ড'। এভাবে সবকিছু চালিয়ে নিতে গেলে পারফরম্যান্সে প্রভাব পড়বেই। ভারতের সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ আজহারউদ্দিন ঠিক এটাই ভাবছেন। চাপ কমিয়ে ব্যাটিংয়ে মনোযোগ দিতে বাবরের অন্তত একটি সংস্করণে অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেওয়া উচিত বলে মনে করেন আজহারউদ্দিন।

বাবর বর্তমান বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যানদের একজন। তিন সংস্করণেই অধিনায়কত্বের দায়িত্ব পালন করে ব্যাটিংয়ে ধারাবাহিক হওয়া খুব কঠিন বলেই মনে করেন ভারতের হয়ে ৯৯ টেস্ট ও ৩৩৪ ওয়ানডে খেলা আজহারউদ্দিন। পাকিস্তানের সাবেক ব্যাটসম্যান বাসিত আলীর ইউটিউব শোতে উপস্থিত হয়ে আজহারউদ্দিন বলেছেন, 'সে (বাবর) খুব ভালো ব্যাটসম্যান, ধারাবাহিকও। তবে

অধিনায়কত্ব সমস্যা হয়ে উঠছে। যদিও এ পর্যন্ত সে ভালোভাবেই পাকিস্তানের নেতৃত্ব সামলেছে।'

আজহারউদ্দিন মনে করেন, এখন যে পরিমাণ ক্রিকেট খেলা হয় তাতে অধিনায়কত্ব ও ব্যাটিং-এ দুটো একসঙ্গে ভালোভাবে সামলানো খুব কঠিন বাবরের জন্য। যেকোনো একদিকে নেতিবাচক প্রভাব পড়বেই। অধিনায়ক বাবরের চেয়ে যেহেতু ব্যাটসম্যান বাবর পাকিস্তান ক্রিকেটের জন্য বেশি মূল্যবান, আজহারউদ্দিন তাই মনে করেন অন্তত একটি সংস্করণে বাবরের অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেওয়া উচিত, 'প্রতিটি সংস্করণে আলাদা অধিনায়ক রাখা উচিত প্রতিটি দলের। সেই সময়টা এখন এসেছে। আসলে চাপ প্রচুর। একসময় তাকে (বাবর) অন্তত একটি সংস্করণে অধিনায়কত্ব ছাড়তে হবে।'

বাবরের অধিনায়কত্বে টেস্টে সম্প্রতি বাজে সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান। ডিসেম্বরে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হয়েছে পাকিস্তান। বাবরের কাছে সংবাদকর্মীরা কিছুদিন আগে জানতে চেয়েছিলেন, টেস্টে অধিনায়কত্ব ছাড়তে চান কি না? বাবর উত্তরে বলেছিলেন, 'আমার কারও কাছে কিছু প্রমাণের নেই। আমি কী করছি আমি জানি। পাকিস্তানের হয়ে ভালো খেলাই আমার লক্ষ্য।'

আইসিসির বর্ষসেরা ওয়ানডে দলে মিরাজ

ঢাকা ডেস্ক, আগের দিন ঘোষিত আইসিসির বর্ষসেরা টি ২০ দলে জায়গা হয়নি বাংলাদেশের কারও। মঙ্গলবার মিলল সুখবর। ওয়ানডে ক্রিকেটে ২০২২ সালটা স্বপ্নের মতো কেটেছে মেহেদী হাসান মিরাজের। যার স্বীকৃতি হিসাবে প্রথমবারের মতো আইসিসির বর্ষসেরা ওয়ানডে দলে জায়গা করে নিলেন বাংলাদেশের এই অলরাউন্ডার। ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে কাল ২০২২ সালের সেরা ওয়ানডে ও টেস্ট দল ঘোষণা করেছে আইসিসি। ঘোষণা করা হয়েছে বর্ষসেরা নারী ওয়ানডে দলও। সব দল মিলিয়ে বর্ষসেরা একাদশে বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিনিধি মিরাজ।

২০২১ সালের বর্ষসেরা ওয়ানডে দলে ছিলেন বাংলাদেশের তিন ক্রিকেটার-সাকিব আল হাসান, মুশফিকুর রহিম ও মোস্তাফিজুর রহমান। এবার আইসিসির নির্বাচক প্যানেল, সাংবাদিক ও সমর্থকদের ভোটে নির্বাচিত একাদশে বাংলাদেশ থেকে অলরাউন্ডার হিসাবে জায়গা পেয়েছেন শুধু মিরাজ। বর্ষসেরা ওয়ানডে দলের অধিনায়ক পাকিস্তানের বাবর আজম। দলে অস্ট্রেলিয়া, ভারত, নিউজিল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের আছেন দুজন করে। বাংলাদেশ ছাড়া পাকিস্তান ও জিম্বাবুয়ে থেকে সুযোগ পেয়েছেন একজন করে ক্রিকেটার।

ওয়ানডেতে বল হাতে বছরজুড়ে ধারাবাহিক ছিলেন মিরাজ। ১৫ ম্যাচে ২৮.২০ গড়ে নেন ২৪ উইকেট। ব্যাটিংয়েও মুগ্ধতা ছড়িয়েছেন ২৫ বছর বয়সি এই অলরাউন্ডার। ১০ ইনিংসে একটি করে সেঞ্চুরি ও ফিফটিসহ ৬৬ গড়ে করেছেন ৩৩০ রান। ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জয়ে মিরাজ রাখেন অগ্রণী ভূমিকা। বর্ষসেরা দলে আরেক অলরাউন্ডার জিম্বাবুয়ের সিকান্দার রাজা। ওপেনিংয়ে অধিনায়ক বাবরের সঙ্গী অস্ট্রেলিয়ার ট্রাভিস হেড। এছাড়া দলে আছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের শাই হোপ ও আলজারি জোসেফ, ভারতের শ্রেয়াস আয়ার ও মোহাম্মদ সিরাজ, নিউজিল্যান্ডের টম লাথাম ও ট্রেন্ট বোল্ট এবং অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডাম জাম্পা।

বর্ষসেরা টেস্ট দলের সর্বোচ্চ চার ক্রিকেটার-অস্ট্রেলিয়ার উসমান খাজা, মার্নাস লাবুশেন, প্যাট কাসিন্স ও নাথান লায়ন। ইংল্যান্ড থেকে সুযোগ পেয়েছেন তিনজন। অধিনায়ক নির্বাচিত হওয়া বেন স্টোকসের সঙ্গে আছেন জনি

বেয়ারস্টো ও জেমস অ্যান্ডারসন। এছাড়া দলে জায়গা পেয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার কাগিসো রাবাদা, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রেগ ব্রাফেট, ভারতের ঋষভ পন্ত ও পাকিস্তানের বাবর আজম।

বর্ষসেরা নারী ওয়ানডে দলে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সর্বোচ্চ তিনজন করে ক্রিকেটার জায়গা পেয়েছেন। অধিনায়ক ভারতের হারমানপ্রিত কাউর।

বর্ষসেরা ওয়ানডে একাদশ : বাবর আজম (অধিনায়ক), ট্রাভিস হেড, শাই হোপ, শ্রেয়াস আয়ার, টম লাথাম (উইকেটকিপার), সিকান্দার রাজা, মেহেদী হাসান মিরাজ, আলজারি জোসেফ, মোহাম্মদ সিরাজ, ট্রেন্ট বোল্ট ও অ্যাডাম জাম্পা।

বর্ষসেরা টেস্ট একাদশ : উসমান খাজা, ক্রেগ ব্রাফেট, মার্নাস লাবুশেন, বাবর আজম, জনি বেয়ারস্টো, বেন স্টোকস (অধিনায়ক), ঋষভ পন্ত (উইকেটকিপার), প্যাট কামিন্স, কাগিসো রাবাদা, নাথান লায়ন ও জেমস অ্যান্ডারসন।

শ্রীলংকার পর নিউজিল্যান্ড

ঢাকা ডেস্ক, শ্রীলংকার পর নিউজিল্যান্ড। বিদেশি এই দুই দলকে ডেকে নিয়ে রীতিমতো অপমান করে ছাড়ল ভারত। এই দুই দলকে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করে রোহিত শর্মার নেতৃত্বাধীন দলটি।

মঙ্গলবার ইনডোরের হলকার স্টেডিয়ামে টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে দুই ওপেনার রোহিত শর্মা (১০১) ও শুভমান গিলের (১১২) জোড়া সেঞ্চুরি আর হার্দিক পান্ডিয়ার (৫৬) ফিফটিতে ভর করে ৯ উইকেটে ৩৮৫ রানের পাহাড় গড়ে ভারত।

টার্গেট তাড়া করতে নেমে ডেভন কনওয়ের সেঞ্চুরিতে ভর করে ৪১.২ ওভারে ২৯৫ রানে অলআউট হয় নিউজিল্যান্ড। দলের ব্যাটিং বিপর্যয়ে ১০০ বলে ১২টি চার আর ৮টি ছক্কার সাহায্যে ১২৮ রান করেন ডেভন কনওয়ে।

www.jonmobhumi.com

রান্নাবান্না

নানা স্বাদের শীতের পিঠা

প্রকৃতিতে এখন শীতকাল চলছে। আর শীত মানেই পিঠা খাওয়ার মৌসুম। গ্রামের মতো ঘরে ঘরে পিঠা তৈরি না হলেও আজকাল শীতের শুরু থেকেই নগরের অলিতে গলিতে ভিড় করেন পিঠা বিক্রেতারা।চিতাই, ভাপাসহ নানা ধরনের শীতের পিঠা পাওয়া যায় সেইসব দোকানে। কিন্তু বাড়ির তৈরি পিঠার মজাই আলাদা। চেষ্টা করলে ঘরেই বানাতে পারেন শীতের নানা স্বাদের পিঠা।

পাটিসাপটা :

পাটিসাপটা পিঠার জন্য প্রথমে ক্ষীরসা বানাতে হয়। এজন্য প্রয়োজন ১ লিটার দুধ, খেজুরের গুড় কিংবা চিনি পরিমাণমতো, ২ চামচ সুজি,নারিকেল বাটা বা কুড়ানো ৩ থেকে ৪ চামচ।

প্রস্তুত প্রনালী : একটি কড়াই বা প্যানে দুধ জ্বাল দিয়ে ঘন করতে হবে। এরপর সুজি, খেজুরের গুড় বা চিনি, নারিকেল বাটা বা কুড়ানো একসঙ্গে দিয়ে ঘন ঘন নাড়তে হবে।ক্ষীরসা অনেক ঘন হয়ে গেলে নামিয়ে রাখতে হবে।

এবার চালের গুড়া বা আটা নিয়ে তাতে ময়দা মেশান। এরপর গরম পানি দিয়ে খুব ভালভাবে মেশান। গোলা যেন খুব পাতলা বা ভারী না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। এখন একটি ফ্রাইপ্যানে তেল দিন। তেল গরম হওয়ার পর তাতে আটার মিশ্রণ দিন পরিমাণ মত,রুটির আকৃতি তৈরি করুন।

এবার রুটিতে আগে থেকে তৈরি করে রাখা ক্ষীরসা দিন। চামচ কিংবা হাতের সাহায্যে পুরো রুটিতে ক্ষীরসা মিশিয়ে নিন। তারপর একই রকম সাইজে মোড়াতে থাকুন।ব্যস, তৈরি হয়ে গেল মজাদার পাটিসাপটা পিঠা।

ভাপা পিঠা

উপকরণ : চালের গুঁড়া ১ কেজি, নারিকেল ১ টা (কোরানো), গুড় কুচানো (২৫০ গ্রাম), সামান্য, পানি পরিমাণ মতো।

যেভাবে বানাবেন

একটি পাত্রে চালের গুঁড়া, লবণ ও অল্প অল্প করে পানি দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে নিন। মিশ্রণটি যেন ঝরঝরে থাকে সেটা খেয়াল রাখুন। এবার এই চালের গুঁড়া চালনিতে হাত দিয়ে ঘষে ঘষে চালতে হবে। কোরানো নারিকেলের অর্ধেকটা চেলে নেওয়া চালের গুঁড়ার সঙ্গে মাখতে হবে। এবার হাঁড়ির অর্ধেকটা পানিতে ভরে জ্বাল দিয়ে পানি ফুটে ভাপ ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

এখন পিঠার জন্য ছোট বাটি নিন। বাড়িতে থাকা স্টিলের ছোট বাটি কিংবা দোকান থেকে কেনা মাটির পাত্রও ব্যবহার করতে পারেন। এবার বাটিতে এক ফোটা তেল মেখে কিছু মাখানো চালের গুঁড়া দিয়ে তার ওপর গুঁড় ছিটিয়ে দিন। এখন তার ওপর আবার চালের গুঁড়া দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। আলতো হাতে চেপে সমান করে ভাপা পিঠার আকার তৈরি করে নিতে হবে। বাটিটা ভেজা পাতলা কাপড় দিয়ে ঢেকে গরম পানির হাঁড়ির উপর উপুড় করে বসিয়ে দিতে হবে।

এবার বাটিটা আস্তে করে সরিয়ে নিতে হবে। খেয়াল করতে হবে যেন পিঠা ভেঙ্গে না যায়। ৫ থেকে ৭ মিনিট ভাপে সেদ্ধ হলে ঢাকনা সরিয়ে দেখে নিন পিঠা নরম হয়েছে কিনা। নরম হলে নামিয়ে নিন।

দুধ চিতই পিঠা

উপকরণ: চালের গুঁড়া ২ কাপ, ময়দা আধা কাপ, আখের গুড় ১ কাপ, চিনি আধা কাপ, ঘন দুধ ২ লিটার, লবণ সামান্য।

প্রস্তুত প্রণালি : প্রথমে গুড়, চিনি এবং দুধ দিয়ে ভালো করে জ্বাল দিয়ে ঘন করতে হবে। এরপর চালের গুঁড়ার সঙ্গে লবণ ও পরিমাণমতো পানি মিশিয়ে মোটামুটি পাতলা ডো তৈরি করে কিছুক্ষণ রাখতে হবে। এরপর পিঠার ডো দিয়ে একটা একটা করে পিঠা তৈরি করতে হবে। পিঠা তৈরি হয়ে গেলে দুধের মিশ্রণে ভিজিয়ে চুলায় দিয়ে কিছুক্ষণ জ্বাল দিতে হবে। এরপর ঠান্ডা করতে হবে। সারারাত রেখে দিলে পিঠা নরম তুলতুলে হবে।

ফ্রা ই ড প্র ন

উপকরণ :মাঝারি চিংড়ি ১২টি, ময়দার মিশ্রণ।

ময়দার মিশ্রণ :১ কাপ ময়দা, ১/২ কাপ পানি, লবণ স্বাদমতো, ভিনেগার ২ টেবিল চামচ, সব একসঙ্গে মি করে বেটার তৈরি করুন।

প্রণালি :একটি একটি করে চিংড়ি বেটারে ডুবিয়ে গরম তেলে বাদামি করে ভাজুন।

প্র ন চ প উ ই থ অ রে ঞ্জ সা লা দ

উপকরণ :ছোট চিংড়ি খোসা ছাড়া হাতে চটকানো ১ কাপ, ময়দা ১/২ কাপ, মরিচ কুচি ১টি, ধনে পাতা কুচি ২ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো।

প্রণালি :সব উপকরণ একসঙ্গে মি করে পছন্দমতো আকার দিয়ে তেলে ভাজুন।

অরেঞ্জ সালাদ :৩টি কমলার কোয়া, চিনি ও লেবুর রস ১ টেবিল চামচ করে মি করলে সালাদ তৈরি।

প্র ন বা স ম তী

উপকরণ :বাসমতী চাল ২ কাপ, ৫টি রসুন গ্রেট করা, ছোট চিংড়ি ১ কাপ, কাঁচামরিচ গোটা ৫টি, লবণ স্বাদমতো, পানি মধ্যমা আঙুলের ১ দাগ।

প্রণালি :৩ টেবিল চামচ তেল গরম করে রসুন ভেজে সব উপকরণ একসঙ্গে দিয়ে ভাত রান্না করুন।

মজাদার স্যুপ

এগ ড্রপ স্যুপ

যা লাগবে : মুরগির স্টক ছয় কাপ, স্যুপ পাউডার দুই প্যাকেট, কর্নফ্লাওয়ার এক টেবিল চামচ, লেটুসপাতা কুচি দুই টেবিল চামচ, পালংশাক কুচি দুই টেবিল চামচ, সেদ্ধ মুরগি কুচি আধাকাপ, ডিম দুটি, গোলমরিচ গুঁড়া আধা চা-চামচ, সয়াসস্ এক টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো।

যেভাবে করবেন : হাঁড়িতে মুরগির স্টক জ্বাল দিন। ডিম বিট করে আলাদা রেখে সব উপকরণ দিয়ে নেড়ে দশ মিনিট রান্না করুন। ডিম হাঁড়িতে দিয়ে আস্তে আস্তে নাড়তে থাকুন। এক কাপ ঠাণ্ডা পানিতে স্যুপ পাউডার ও কর্নফ্লাওয়ার গুলে হাঁড়িতে দিয়ে ক্রমাগত নাড়তে থাকুন। পাঁচ মিনিট পর নামিয়ে সয়াসস্ দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

চিকেন বল স্যুপ

যা লাগবে : স্যুপ পাউডার এক প্যাকেট, মুরগির মাংস বাটা এক কাপ, মুরগির স্টক চার কাপ, গোলমরিচ গুঁড়া দুই চা-চামচ, আদা-রসুন বাটা আধা চা-চামচ, কাঁচামরিচ বাটা তিন/চারটি, কাঁচামরিচ ফালি তিন/চারটি, থাই বা লেমন গ্রাস দুই/তিন টুকরা, লাল-সবুজ-হলুদ ক্যাপসিকাম কিউব আধাকাপ, গাজর-পেঁয়াজকলি কুচি দুই টেবিল চামচ, টেস্টিং সল্ট সামান্য, কর্নফ্লাওয়ার দুই টেবিল চামচ, মাখন বা ঘি দুই টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো।

যেভাবে করবেন : একটি পাত্র মাংসবাটা আদা-রসুন এক চা-চামচ, গোলমরিচ কাঁচামরিচ বাটা, লবণ, কর্নফ্লাওয়ার সামান্য পানি দিয়ে ভালোভাবে মেখে ছোট ছোট বল বানিয়ে মাখন বা ঘিয়ে হাল্কা ভেজে নিন। হাঁড়িতে স্টক, স্যুপ পাউডার, লেমন গ্রাস, কাঁচামরিচ, টেস্টিং সল্ট, লবণ দিয়ে মৃদু আঁচে জ্বাল দিন। পানি ফুটে এলে বল, ক্যাপসিকাম, গাজর, পেঁয়াজকলি দিয়ে পাঁচ মিনিট রান্না করুন। এবার ডিম ফেটে অল্প অল্প করে দিয়ে ক্রমাগতভাবে নাড়তে থাকুন। দু'মিনিট পর গোলমরিচ গুঁড়া ছিটিয়ে সস্ দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

রেড অ্যান্ড গ্রিন পুডিং

যা লাগবে : দুধ দেড় লিটার, ডিম আটটি, চিনি দেড় কাপ, কাজুবাদাম দুই টেবিল চামচ, লাল ও সবুজ রং ইচ্ছামতো, ঘি সামান্য, এলাচ ও দারুচিনি চারটি।

যেভাবে করবেন : দুধে এলাচ ও দারুচিনি দিয়ে জ্বাল করুন। চিনি ও ডিম ফেটে নিতে হবে। এবার দুধের গায়ে ডিমের মিশ্রণ মিশিয়ে বাদাম বাটা দিয়ে মিলিয়ে দুই ভাগ করে দুই রকম রঙ মেশাতে হবে। বাটিতে ঘি লাগিয়ে প্রথমে সবুজ রঙের মিশ্রণ ঢেলে ২০ মিনিট ভাপে রাখুন। এবার লাল রঙের মিশ্রণ ঢালুন। পুডিং জমে গেলে ঠাণ্ডা করে পরিবেশন করতে হবে।

মোরগ পোলাও উইথ ক্যাপসিকাম

যা লাগবে : চিনিগুঁড়া চাল এক কেজি, মুরগি দুটো, লাল ও সবুজ ক্যাপসিকাম দুটো, ঘি এক কাপ, পেঁয়াজ বেরেস্তা এক কাপ, টকদই আধা কাপ, ঘন দুধ এক কাপ, টমেটো সস্ আধা কাপ, তেল এক কাপ, কাজুবাদাম আধাকাপ, পোস্তবাটা দুই টেবিল চামচ, কিশমিশ এক টেবিল চামচ, গরম মশলা গুঁড়া এক চা-চামচ, কাঁচামরিচ কয়েকটি, আদাবাটা এক চা-চামচ, রসুনবাটা এক চা-চামচ, পেঁয়াজ আধাকাপ, লবণ স্বাদমতো, চিনি স্বাদমতো, শুকনা মরিচ গুঁড়া আধা চা-চামচ, মটরশুঁটি ইচ্ছামতো। বিভিন্ন বাদাম কুচি ইচ্ছামতো।

যেভাবে করবেন : মুরগি চার টুকরা করে কেটে নিতে হবে। এর সঙ্গে সব মশলা মেখে ৩০ মিনিট রেখে চুলায় পানি দিয়ে রান্না করতে হবে। অন্য পাত্রে পোলাও রান্না করে হয়ে এলে মাংস ঢেলে কিশমিশ, ক্যাপসিকাম, বেরেস্তা দিয়ে ঢেকে মৃদু আঁচে রাখুন। ৪০ মিনিট পর বাদাম ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের উদ্যোগে সম্মিলিত মহান একুশ উদযাপন ২০২৩

আয়োজনে ঃ

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আঞ্চলিক, পেশাজীবী, শিক্ষা ও সেবামূলক সংগঠনসমূহ।

সুধী,

সম্মিলিত মহান একুশ উদযাপন পরিষদের পক্ষ থেকে এবারও ব্যাপক আয়োজনে "মহান একুশ" উদযাপনের সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আগ্রহী সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আঞ্চলিক, পেশাজীবী, শিক্ষা ও সেবামূলক সংগঠনসমূহকে অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

রেজিস্ট্রেশনের জন্য যোগাযোগ করুন

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

স্থান

কুইন্স প্যালেস
37-11 57th Street
Woodside, NY 11377

২০শে ফেব্রুয়ারী সোমবার।
একুশের মূল অনুষ্ঠানমালা শুরু বিকাল ৫:৩০ মি.

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনায়

- বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন ইউএসএ ইনক
- বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস (বিপা)
- উদীচী যুক্তরাষ্ট্র
- সুর-ছন্দ শিল্পী গোষ্ঠী
- অনুপ দাশ ড্যান্স একাডেমী (আত্রা)
- শিল্পকলা একাডেমী ইউএসএ ইনক

সমগ্র অনুষ্ঠানটি TBN 24 সরাসরি সম্প্রচার করবে

মহান একুশ উপলক্ষে শিশু-কিশোরদের মেধা প্রতিযোগিতা

তারিখ: ১২ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৩, রোববার
সময়: সকাল ১১টা
স্থান: পরে জানানো হবে

ক গ্রুপ: কিন্ডারগার্টেন থেকে ২য় গ্রেড
- অংকন: উন্মুক্ত
- লিখন: বাংলা বর্ণমালা (যে কোন ১০টি অক্ষর)
- আবৃত্তি: ছড়া/কবিতা (মুখস্থ)

খ গ্রুপ: ৩য় গ্রেড থেকে ৫ম গ্রেড
- অংকন: বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার
- লিখন: ইংরেজী শব্দের বাংলা অনুবাদ (১০টি)
- আবৃত্তি: উন্মুক্ত (মুখস্থ)

গ গ্রুপ: ৬ষ্ঠ গ্রেড থেকে ৮ম গ্রেড
- অংকন: বাংলাদেশের জাতীয় স্মৃতিসৌধ
- লিখন: History of Bengali Language Movement
- আবৃত্তি: একুশের কবিতা (মুখস্থ)

ঘ গ্রুপ: ৯ম গ্রেড থেকে ১২ গ্রেড
- অংকন: অপরাজেয় বাংলা (Aparajeyo Bangla Sculpture)
- লিখন: Glory and excellence of the University of Dhaka last 100 years
- আবৃত্তি: মুক্তিযুদ্ধের কবিতা (মুখস্থ)

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

Help Wanted

ব্রুকলীন এর **Church & McDonald** এ মহিলা ডাক্তারের অফিসে, "অফিস সহকারী" হিসেবে একজন মহিলা আবশ্যক।

- **Paid Vacation**
- **Paid Sick Leave**
- **401 K** সহ অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।

MBBS ডিগ্রী ধারী ও অভিজ্ঞ পার্থীদের কে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। আগ্রহি পার্থী গন নিম্ন লিখিত ই-মেইল এ **Resume** ই-মেইল করুন।

E-mail: drsayerahaque@aol.com

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com

ডা. ফেরদৌস খন্দকারের পিতার ইন্তেকাল

নিউইয়র্কে বাংলাদেশি-আমেরিকান ডা. ফেরদৌস খন্দকারের পিতা মরহুম আবুল কাশেম ফয়েজ খন্দকার (৮৫) গত ২০ জানুয়ারি শুক্রবার বিকেলে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে রাজেউন)। মরহুম আবুল কাশেম ফয়েজ খন্দকারের নামাজে জানাজা ২১ জানুয়ারি শনিবার জামাইকা মুসলিম সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছে।জানাজা পরিচালনা করেন মসজিদের খতিব মাওলানা আবু জাফর বেগ। এর আগে ডা. ফেরদৌস খন্দকার বলেন, বাবার হাত ধরে ১৯৯১ সালে আমরা আমেরিকায় এসেছিলাম। এই মসজিদেই আমার বাবার সাথে নামাজ পড়তে আসতাম। বাবার কাছে কারও কোন পাওনা থাকলে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। বাবার হয়ে তা আমি পরিশোধ করবো। দীর্ঘদিন মরণব্যধি ক্যানসারে ভোগার পর পিতা ফয়েজ খন্দকার শুক্রবার ২০ জানুয়ারি বিকেলে আল্লাহ'র ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে বেহেস্তে নসীব করবেন। আবুল কাশেম ফয়েজ খন্দকারের মরদেহ এমিরেটেসের ফ্লাইটে শনিবারই বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া হয়। বাংলাদেশের দেবিদ্বার উপজেলার বাকশার গ্রামে মায়ের কবরের পাশে সোমবার তাকে সমাহিত করা হয়। মরহমের বডি'র সাথে ডা ফেরদৌস খন্দকার বাংলাদেশে গেছেন। ডা. ফেরদৌস খন্দকারের পিতা ফয়েজ আহমেদ খন্দকার নিউইয়র্কে একটি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীতে কাজ করতেন।

Nowsher Chowdhury
Legal Consultant
Cell: 929-328-5666
Jackson Heights Office:
রাজনৈতিক আশ্রয়ের প্রক্রিয়া ও ইমিগ্রেশনের যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন। অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এই প্রতিষ্ঠান
3755 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
E-mail: newrono1962@gmail.com

শ্রাবনী মুভিং
আপনি কি নতুন বাসায় মুভ করার কথা ভাবছেন? নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমরা আমেরিকার যে কোন স্থানে কম খরচে এবং যত্ন সহকারে মুভিং এর দায়িত্ব পালন করে থাকি। আমাদের রয়েছে এয়ারপোর্ট সার্ভিস। এছাড়া যে কোন স্টেটে ১৫ সিটিংয়ের ভ্যান ও ড্রাইভার ভাড়া দিয়ে থাকি। আমরা গ্রীন ক্যাবও ভাড়া দিয়ে থাকি।
যোগাযোগ: ৯১৭-৪০৭-১১৭৭ সেল

ইমাম মাহদী (আ:)-এর আবির্ভাব

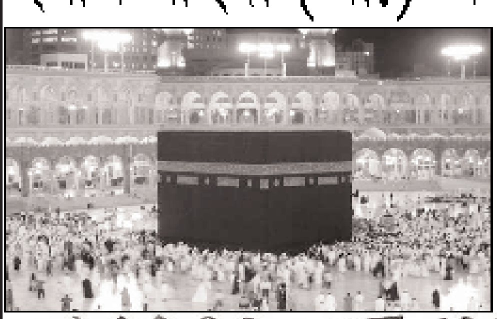

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)
পবিত্র কুরআন-হাদীস প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আ:) যথাসময়ে আবির্ভূত হয়েছেন। বর্তমানে তাঁর পঞ্চম খলিফার নেতৃত্বাধীন বিশ্বের ২০০টির অধিক দেশে তাঁর জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন :
www.alislam.org, www.MTA.TV এবং
আমাদের বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org
বিস্তারিত জানার জন্য সরাসরি প্রশ্ন করুনঃ
Call to 1-800-949-4752 and press option 3 to speak Bangla
E-mail: bangla.desk@yahoo.com

নীলফামারীর তিন ব্যক্তিকে বৃহত্তর রংপুর সমিতির সংবর্ধনা

নিউইয়র্কঃ নীলফামারী জেলার তিনজন স্বনামধন্য ব্যক্তির নিউইয়র্ক আগমন উপলক্ষে বৃহত্তর রংপুর জনকল্যাণ সমিতি গত ২১ শে জানুয়ারী শনিবার এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সংগঠনের সভাপতি খতিব উদ্দিন সরকারের সভাপতিত্বে আগত অতিথিবৃন্দকে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করা হয়। অতিথিরা হলেন নীলফামারী নতুন বাজার উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক, সমাজসেবক আলহাজ্ব আব্দুল ওয়াহেদ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর সাবেক কর্মকর্তা শামসুল ইসলাম, ঝাড়বাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল গণি খান। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট ছাত্রনেতা ও নীলফামারী জেলা এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক রোকনুজ্জামান রোকন সস্ত্রীক উপস্থিত থাকায় তাদেরকে ফুলের তোড়া দিয়ে সম্মানিত করা হয়। সংবর্ধনায় অতিথিবৃন্দ বলেন, বৃহত্তর রংপুর সমিতির মহত কর্মে আমরা অভিভূত। আমরা সমিতির সাথে একত্মতা ঘোষণা করলাম।সভাপতি খতিব উদ্দিন বলেন ১৯৯৩ সালে বৃহত্তর রংপুর জনকল্যাণ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। জন্মলগ্ন থেকে অদ্যাবধি আমরা জনকল্যাণে কাজ করে যাচ্ছি। ইতিপূর্বে উলিপুরের ৪টি পরিবারকে রিা প্রদান করেছি। ডোমারে দুস্থ মহিলাদের পূর্ণবাসনের জন্য ৮টি সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়। সমিতির উপদেষ্টা ডাঃ রেহেনা জামান এর অর্থায়নে প্রতি বৎসর ১০ জন গরীব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়। এছাড়া বন্যায় ত্রান সামগ্রী, অন্ধ লোকের মাঝে লাঠি বিতরণসহ শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এবারের শীতে সমিতির সভাপতি খতিব উদ্দিন সরকার নিজে উপস্থিত থেকে উলিপুর, ডোমার, চিলমারি, চিলাহাটি, নীলফামারী জেলায় শীতার্থ মানুষের মাঝে বিপুল পরিমাণ শীতবস্ত্র বিতরণ করে গত ১৫ই ফ্রেব্রুয়ারী ফিরে আসে। বৃহত্তর রংপুর সমিতির কার্যক্রম মানব সেবায় নিয়োজিত, এটা আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নূর ইসলাম বর্ষনের পরিচালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ মীর রশিদ, মোশারফ হোসেন, ওয়াহিদুল ইসলাম, আবদুর রহিম, রোকনুজ্জামান রোকন, সাবিহা, পিয়া, সুলতানা, নাজমা খাতুন প্রমুখ।

৫২তম বিজয় দিবসে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ক্রেস্ট প্রদান

নিউইয়র্কঃ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নিউইয়র্ক স্টেট কমান্ড ইউএসএ'র গত ১৭ ডিসেম্বর ২০২২ অনুষ্ঠিত ৫২তম বিজয় দিবস উৎসবে অনুপস্থিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ক্রেস্ট প্রদান করা হয়েছে। গত ২১ জানুয়ারী ব্রঙ্কসের এশিয়ান ড্রাইভিং স্কুল হল রুমে এ সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

নিউইয়র্ক স্টেট কমান্ডের কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা মঞ্জুর আহমেদের সভাপতিত্বে এবং সংগঠনের পৃষ্ঠপোষক মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কাজী রবি-উজ-জামানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে ক্রেস্ট গ্রহন করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রউফ, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোস্তফা কামাল ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রহমান। এসময় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ডেপুটি কমান্ডর বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালাম, পৃষ্ঠপোষক তোফায়েল চৌধুরী, কবি সুধাংশু কুমার মন্ডল, হুমায়ূন কবির, সুবেদার (অবঃ) সফিক উল্লাহ, অধ্যক্ষ সানাউল্লাহ প্রমুখ।

কবি সুফিয়ান আহমদ চৌধুরীর স্বদেশ যাত্রা

নিউইয়র্কঃ সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন স্বদেশ ফোরাম, নিউইয়র্ক ও জালালাবাদ ল-সোসাইটি ইউএসএ-এর সাধারণ সম্পাদক সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী এডভোকেট আগামী বৃহস্পতিবার স্বদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন।

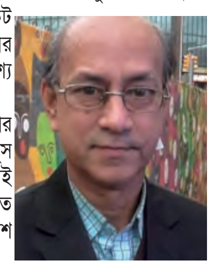

এবার বই মেলায় তাঁর ছড়ার বই ধাপুস ধুপুস ও কবিতার বই আলোর পতাকা হাতে বের হবে দর্পণ প্রকাশ থেকে।

তাঁর সম্পাদিত সাহিত্য সাময়িকী জীবন মিছিল; বই মেলা সংখ্যাও বের হবে।ইতিমধ্যে সুফিয়ান আহমদ চৌধুরীরপ্রায় চৌদ্দটি বই বের হয়েছে। তিনি ইশকুল জীবন থেকে লেখালেখি ও সংগঠনের সাথে

জড়িত। তিনি ছড়া পরিষদ, সিলেট, সিলেট সাহিত্য পরিষদ ও স্বদেশ ফোরাম, নিউইর্ক-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক।

সাহিত্য সাময়িকী জীবন মিছিল -এর সম্পাদক। অন লাইন প্রকাশ না শিশু কিশোর সাময়িকী ইলিক ঝিলিক ও ছড়া বিষয়ক কাগজ টাপুর টুপুর ও স্বদেশ ফোরাম -এর মুখপত্র স্বদেশ কণ্ঠ-এর সম্পাদক। তিনি সিলেট জেলা আইজীবি সমিতির সাবেক লাইব্রেরী সম্পাদক ও কার্যকরী সদস্য ছিলেন দুইবার। এম সি কলেজে পড়াকালীন সময়ে কলেজ সাময়িকী পূর্বাশা -এর সম্পাদনা করে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন।

অত্যন্ত আড্ডাপ্রিয়,সাহিত্যপ্রেমী সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী একজন সাদা মনের মানুষ। দেশ-প্রবাসের সকলের প্রিয়। সিলেট শহরের ধোপাদিঘীর পূর্ব পাড়ে বাসা ও গ্রামের বাড়ি বিশ্বনাথ উপজেলার চাঁন্দভরাঙ্গে।

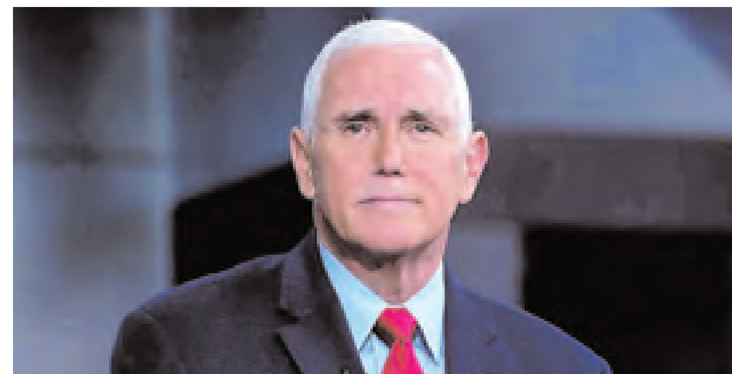

এবার মাইক পেন্সের বাড়ি থেকে গোপন

কর্মকর্তাদের বাড়িতে গোপন কাগজপত্র খুঁজে পাওয়ার সর্বশেষ ঘটনা এটি।

এর আগে বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বাড়ি থেকেও বেশ কিছু গোপন নথি উদ্ধারের ঘটনা ঘটে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে, গত সপ্তাহে মাইক পেন্সের ইন্ডিয়ানার বাড়িতে একজন আইনজীবী ওই নথিগুলো আবিষ্কার করেন। পরে সেগুলো যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই)-এর কাছে হস্তান্তর করা হয়।

বিবিসি জানিয়েছে, বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাড়ি থেকেও এর আগে এমন গোপন নথি উদ্ধার করা হয়েছিল। এর জেরে তদন্তকারীরা ইতোমধ্যে বাইডেন এবং ট্রাম্পের কাছ থেকে নথি উদ্ধারের বিষয়ে অনুসন্ধান করছেন।

এছাড়া নথি অপব্যবহারের অভিযোগে ফৌজদারি তদন্তের মুখোমুখি হয়েছেন ট্রাম্প।

অন্যদিকে পেন্সের প্রতিনিধিরা যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল আর্কাইভসকে নথিগুলোর বিষয়ে সতর্ক করে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। বিবিসি বলছে, প্রেসিডেন্সিয়াল রেকর্ডস অ্যাক্টের অধীনে যুক্তরাষ্ট্রে কোনও প্রশাসনের মেয়াদ শেষ হলে হোয়াইট হাউসের রেকর্ড ও নথিগুলো দেশটির জাতীয় আর্কাইভসে যাওয়ার কথা। নিয়ম অনুযায়ী এই ধরনের নথিপত্র নিরাপদে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। পেন্সের একজন সহযোগী বিবিসির মার্কিন অংশীদার সিবিএস নিউজকে বলেছেন, উদ্ধারকৃত নথিগুলো পেন্সের বাড়ির একটি অনিরাপদ এলাকায় বাক্সে সংরক্ষণ করা ছিল। মার্কিন সংবাদমাধ্যমের মতে, নথিগুলো প্রথমে ভার্জিনিয়ায় পেন্সের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরে ইন্ডিয়ানাতে পাঠানো হয়েছিল বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে নথি উদ্ধারের পর পেন্সকে সমর্থন করে মুখ খুলেছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে তিনি পেন্সকে 'একজন নির্দোষ মানুষ' হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

Wasi Choudhury & Associates LLC
আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?
- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation:
- Accounting:
- Business Licenses
e-file
Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com
37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com

একুশের বইমেলায় দর্পণ কবীরের দুটি বই

করছে অনুস্বর পাবলিশার্স এবং অলৌকিক আগন্তুক নামক কিশোর উপন্যাস বের করছে অনন্যা প্রকাশনী। এ ছাড়া মিথ্যাগুলোর নন্দন মুখশ্রী কাব্যগ্রন্থটি কলকাতা থেকে বের করছে একুশ শতক প্রকাশনী। এই কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদ করেছেন সব্যসাচী হাজরা এবং অলৌকিক আগন্তুক এর প্রচ্ছদ করেছেন মামুন হোসাইন। বইমেলায় কিশোর উপন্যাসটি পাওয়া যাবে অনন্যার স্টলে এবং কাব্যগ্রন্থটি পাওয়া যাবে মুক্তধারা নিউইয়র্কের স্টলে। দর্পণ কবীরের এটি ষষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ এবং দ্বিতীয় কিশোর উপন্যাস।

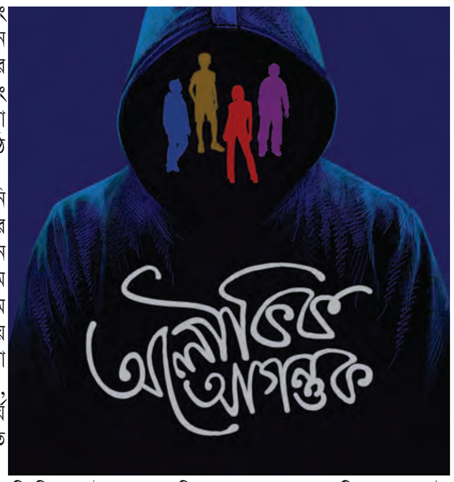

দর্পণ কবীর একজন প্রেমের কবি। তিনি ছড়া ও কবিতা লেখা দিয়ে সাহিত্য চর্চার শুরু করেন। এরপর গল্প, উপন্যাস ও গান লিখে চলেছেন। ১৯৯১ সালে তার প্রথম ছড়ার বই-ধপাস প্রকাশিত হয়। প্রথম কাব্যগ্রন্থ-কষ্টের ধারাপাত প্রকাশিত হয় ২০০০ সালে। এরপর আকাশ আয়না (২০১২), বসন্ত নয় অবহেলা (২০১৬), গল্পটার নাম নেই (২০২০), আশ্চর্য দুঃখগুলো কষ্ট হয়নি (২০২২) প্রকাশিত হয়।

এ ছড়া দর্পণ কবীরের দশটি উপন্যাস, একটি কিশোর উপন্যাসসহ কিশোর গল্প এবং রোমান্টিক গল্পের বই বেরিয়েছে। দর্পণ কবীর সপরিবারে নিউইয়র্ক শহরে বসবাস করছেন।

কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস'র জ্যামাইকা শাখার

বিকেলে জ্যামাইকার ১৬৭-১৮ হিলসাইড এভিনিউর ২য় তলায় মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের পর ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হয় নতুন এ শাখাটি। খবর ইউএসএনিউজঅনলাইন.কম'র।

দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি)-এর ইমাম ও খতিব মাওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ। প্রতিষ্ঠানটির শুভ যাত্রাসহ, দেশ, প্রবাস ও বিশ্ব মানবতার কল্যাণ কামনায় দোয়া করা হয়। এসময় স্বাগত বক্তব্য রাখেন কর্ণফুলী ট্যা সার্ভিসেস'র প্রেসিডেন্ট ও আইআরএস লাইসেন্সড প্রেক্টিশনার, এনরোলমেন্ট এজেন্ট মোহাম্মদ হাসেম।

এর পর কর্ণফুলী ট্যা সার্ভিসেস'র প্রেসিডেন্ট ও সিইও মোহাম্মদ হাসেম কর্ণফুলী ট্যা সার্ভিসেস'র কর্মকর্তা সহ কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়ে ফিতা কেটে জ্যামাইকা শাখার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এদিন বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত চলা এ অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশ গ্রহণ করেন। কর্ণফুলী ট্যা সার্ভিসেস'র কর্ণধার মোহাম্মদ হাসেম আগত অতিথিদের স্বাগত জানান। জ্যামাইকায় বাঙালীদের প্রাণকেন্দ্র হিলসাইড এলাকায় কর্ণফুলী ট্যা সার্ভিসেস'র আরেকটি শাখা উদ্বোধনে নিউইয়র্কের বাঙালী কমিউনিটিতে বেশ সাড়া জাগিয়েছে। অভিজ্ঞ আইআরএস লাইসেন্সড প্রেক্টিশনার মোহাম্মদ হাসেম এর অফিসটি পেয়ে ভীষন খুশি জ্যামাইকা প্রবাসী বাংলাদেশীরা। উপস্থিত সুধীরা প্রতিষ্ঠানটির সাফল্য কামনা করে বলেন, সেবার মাধ্যমে কর্ণফুলী ট্যা সার্ভিসেস কমিউনিটিতে ব্যাপক সুনাম কুড়িয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি প্রবাসে কমিউনিটির জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। তাদের প্রত্যাশা সাশ্রয়ী মূল্যে নির্ভুল ট্যা রিটার্নে সহায়তা সহ সংশ্লিষ্ট সকল সেবার নিশ্চয়তা থাকবে এখানে।

এনরোলমেন্ট এজেন্ট মোহাম্মদ হাসেম বলেন, কর্ণফুলী ট্যা সার্ভিসেস'র অনন্য সেবা এবং সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ২য় শাখার উদ্বোধন হলো জ্যামাইকায়। গ্রাহকদের সুবিধার্থে এখন থেকে কর্ণফুলী ট্যা সার্ভিসেস'র সকল সেবা প্রদান করা হবে জ্যামাইকা অফিস থেকে। তিনি বলেন, নিউইয়র্কে ইনকাম ট্যা সার্ভিসের জন্য অন্যতম নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান কর্ণফুলী ট্যা সার্ভিসেস দীর্ঘদিন ধরে নিষ্ঠা এবং দক্ষতার সাথে কমিউনিটিতে সেবা দিয়ে আসছে।

মোহাম্মদ হাসেম ইউএসএনিউজঅনলাইন.কমকে জানান, কাস্টমারদের বিপুল চাহিদার প্রতি লক্ষ রেখে এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রত্যাশা পূরণে কর্ণফুলী ট্যা সার্ভিসেস জ্যামাইকায় শাখা খোলার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। তিনি জানান, অনেক শুভাকাঙ্খী-কাস্টমার তাকে জ্যামাইকায় শাখা খোলার অনুরোধ জানিয়ে আসছিলেন। তাদের প্রত্যাশা পূরণে 'কাস্টমার ফার্স্ট' এ প্রত্যয়ে কমিউনিটির সেবায় জ্যামাইকা শাখাটি কাজ করে যাবে।

মোহাম্মদ হাসেম বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশীদের সেবায় প্রতিষ্ঠানটি গড়তে পেরে মহান আল্লার নিকট অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি। নিজের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে কমিউনিটিকে সাশ্রয়ী মূল্যে সঠিক সেবা দেয়াই তার লক্ষ। তিনি জানান, জ্যামাইকা শাখাটি প্রতিদিন সকাল ১০ টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত গ্রাহকদের সেবায় খোলা থাকবে। শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে গ্রাহকদের জন্য বিশেষ ছাড় থাকবে।

মোহাম্মদ হাসেম সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করে তার জ্যামাইকা শাখার গ্র্যান্ড ওপেনিংয়ে সময় স্বল্পতা এবং নানা ব্যস্ততার কারণে অনেককেই আমন্ত্রণ জানাতে পারেননি বলে গভীর দু:খ প্রকাশ করেন।

এ প্রতিষ্ঠানটির অগ্রযাত্রায় সকলের দোয়া ও সার্বিক সহযোগিতা কামনা করে যে কোন বিষয়ে তাদের সাথে যোগাযোগের অনুরোধ জানিয়েছেন আইআরএস লাইসেন্সড প্রেক্টিশনার, আইআরএস এনরোলমেন্ট এজেন্ট, আইআরএস সার্টিফাইয়িং এসেপ্টেন্স এজেন্ট, এমবিএ ইন একাউন্টিং মোহাম্মদ হাসেম। কর্ণফুলী ট্যা সার্ভিসেস জ্যাকসন হাইটস অফিস : ৩৭-২০, ৭৪ স্ট্রিট (২য় তলা), জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২, ফোন : ৭১৮-২০৫-৬০৪০, ৭১৮-২০৫-৬০১০; জ্যামাইকা অফিস : ১৬৭-১৮ হিলসাইড এভিনিউ (২য় তলা), জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২, ফোন : ৯২৯-৩৯৯-২০০৪, ৯২৯-৩৯৯-২০০৭ এবং বাফেলো অফিস : ১১১৪ ওয়ালডেন এভিনিউ, বাফেলো, নিউইয়র্ক ১৪২১১, ফোন : ৯২৯-২০০৭-৭৭৭৬। যুক্তরাষ্ট্র। ïïï.শধৎহধভঁষষুঃধী.পড়স

নিউইয়র্কে শতকণ্ঠে বর্ষবরণ ১৪-১৬ এপ্রিল

মুক্তিযোদ্ধা ও কণ্ঠশিল্পী তাজুল ইমাম পাপেট শো'র মহড়া করেন। নিউইয়র্কে শতকণ্ঠে বর্ষবরণ উদযাপন পর্ষদের প্রধান সমন্বয়ক শামীম আল আমিন অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন। নিউইয়র্কের সক্রিয় প্রগতিশীল সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের সহযোগিতায় এ আয়োজন করছে এনআরবি ওয়াল্ডওয়াইড।

সবার পক্ষ থেকে ১৪৩০ বঙ্গাব্দবরণের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করে প্রবীণ সাংবাদিক মুহম্মদ ফজলুর রহমান বলেন, নিউইয়র্কের শত আলোকিত মানুষের অংশগ্রহণে বর্ষবরণের প্রথম মহড়া দেখে আমি অভিভূত। মহড়াতে এত মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আমি কখনো দেখিনি। পাপেট শো, যাত্রাপালা, পুঁথিগান, কবির লড়াই, বায়োস্কোপসহ হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতির উপস্থাপনা থাকবে এই বৈশাখী আয়োজনে।

শতকণ্ঠে বর্ষবরণের ঘোষণার সময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন গোলাম ফারুক ভূইয়া, ফাহিম রেজা নূর, দর্পণ কবীর, জলি কর, রাশেদ আহমেদ, শীতেশ ধর, নুরুল বাতেন, আলপনা গুহ, দীমা নেফারতিথি এবং সবিতা দাস।

আয়োজক সংগঠন এনআরবি ওয়াল্ডওয়াইডের সভাপতি বিশ্বজিত সাহা বলেন, ১৪৩০ সালের পহেলা বৈশাখের ভোরের সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রমনার বটমূলের আদলে শতকণ্ঠে বর্ষবরণ করা হবে। থাকবে মঙ্গল শোভাযাত্রার ব্যাপক আয়োজন। দুদিনব্যাপী থাকবে চিরায়ত বাংলার বৈশাখী মেলা।

মহড়া ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পরিচালক মহীতোষ তালুকদার তাপস বলেন, প্রথম মহড়ায় নিউ ইয়র্কের সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রেমী মানুষরা বাংলা বর্ষবরণের জন্য যে ভালোবাসা দেখিয়েছন তাতে আমরা প্রানিত হয়েছি।

আবহমান বাঙালি সংস্কৃতিতে আগ্রহ পাচ্ছে এই প্রজন্মের তরুণরা। তাদের অংশগ্রহণে এই আয়োজনটি অনন্য মাত্রায় পৌঁছাবে বলে আশা করছি।

আয়োজক সংগঠন এনআরবি ওয়াল্ডওয়াইড এর সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জল লিটন বলেন, এবারের বৈশাখ উদযাপনে নিউ ইয়র্কের মানুষের ব্যাপক উপস্থিতি করছি । তিন দিন ব্যাপী এ আয়োজনে অন্তত ৩০ হাজার ডলার খরচ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে । যথাসময়ে বর্ষবরণের এই আয়োজনে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ কামনা করে সার্বজনীন উদযাপন পর্ষদ।

বর্ষবরণের প্রথম মহড়ায় নিউইয়র্কের সক্রিয় প্রগতিশীল সংগঠনের মধ্যে উপস্থিত ছিল প্রকৃতি, বহ্নিশিখ সঙ্গীত নিকেতন, চারুকণ্ঠ, অনুপ দাস ডান্স একাডেমি (আড্ডা), শিল্পকলা একাডেমী ইউএসএ, বাংলাদেশি আমেরিকান কালচারাল একাডেমি অ্যান্ড আর্টিস্ট এসোসিয়েশন এবং প্রজন্ম ৭১। আরও তিনটি মহড়া অনুষ্ঠিত হবে বলে আয়োজকরা জানান। আগামী মহড়ায় চূড়ান্ত শতশিল্পী নির্বাচন করা হবে। বৈশাখী মেলায় থাকবে অন্তত ৫০টি স্টল।

কর্ণফুলী ট্রাভেল্‌সের ওমরা হজ্ব বিষয়ক কর্মশালা

আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ওমরা হজ্ব পালনের পদ্ধতি, হাজীদের সেবা প্রদান, বিধিবিধানসহ ওমরা হজ্ব পালনের যাবতীয় পরামর্শ দেওয়া হয়।

কর্ণফুলী ট্রাভেলস'র কর্ণধার মো. সেলিম হারুন জানান, কর্ণফুলী ট্রাভেল্‌স এর প্রথম ওমরা হজ্ব গ্রুপ গত ৫ আগষ্ট ২০২২ ওমরা পালনে গিয়েছিলো। তারপর থেকে পর্যায়ক্রমে প্রতি মাসে কর্ণফুলী ট্রাভেল্‌স এর তত্ত্বাবধানে ২/৩ টা করে গ্রুপ ওমরা হজ্বে যাচ্ছে।

মো. সেলিম হারুন জানান, প্রতিটা গ্রুপই ৫ তারকা হোটেল থাকে। প্রতি প্যাকেজে সার্ভিসের মধ্যে থাকে এয়ার লাইন্স টিকিট, ৫ তারকা হোটেল, ভিসা, ট্রান্সপোর্টেশন, এয়ারপোর্ট থেকে পিকআপ, এয়ারপোর্টে ড্রপঅফসহ ওমরা হজ্ব গাইড। মো. সেলিম হারুন বলেন, এছাড়াও সৌদিতে যেকোন প্রকার সহযোগিতার জন্য আমাদের নিজস্ব গাইড থাকে। আমাদের প্যাকেজে হোটেল রুম শেয়ার নয়, আমরা ফ্যামিলিওয়াইজ রুম দিয়ে থাকি। শুধুমাত্র প্যাকেজের মূল্য যাতে সাধ্যের মধ্যে থাকে সেক্ষেত্রে সিঙ্গেলদের রুম শেয়ার করা হয়।

তিনি বলেন, আমরা ২০২৩ সালে প্রথম যে গ্রুপ ১৬ জানুয়ারী পাঠিয়েছি, তাদের সবাইকে ৩ জানুয়ারী আমাদের নিজস্ব অফিসে আসার জন্য অনুরোধ করেছিলাম, অনেকে এসেছেন আবার অনেকেই সময়ের অভাবে আসতে পারেননি। ইতিমধ্যে ওই গ্রুপের সব হাজীরা মক্কা-মদিনায় অবস্থান করছেন। কর্ণফুলী ট্রাভেল্‌স দীর্ঘদিন আপনাদের সহযোগিতায় এই ভাবে সেবা দিয়ে যাচ্ছে।

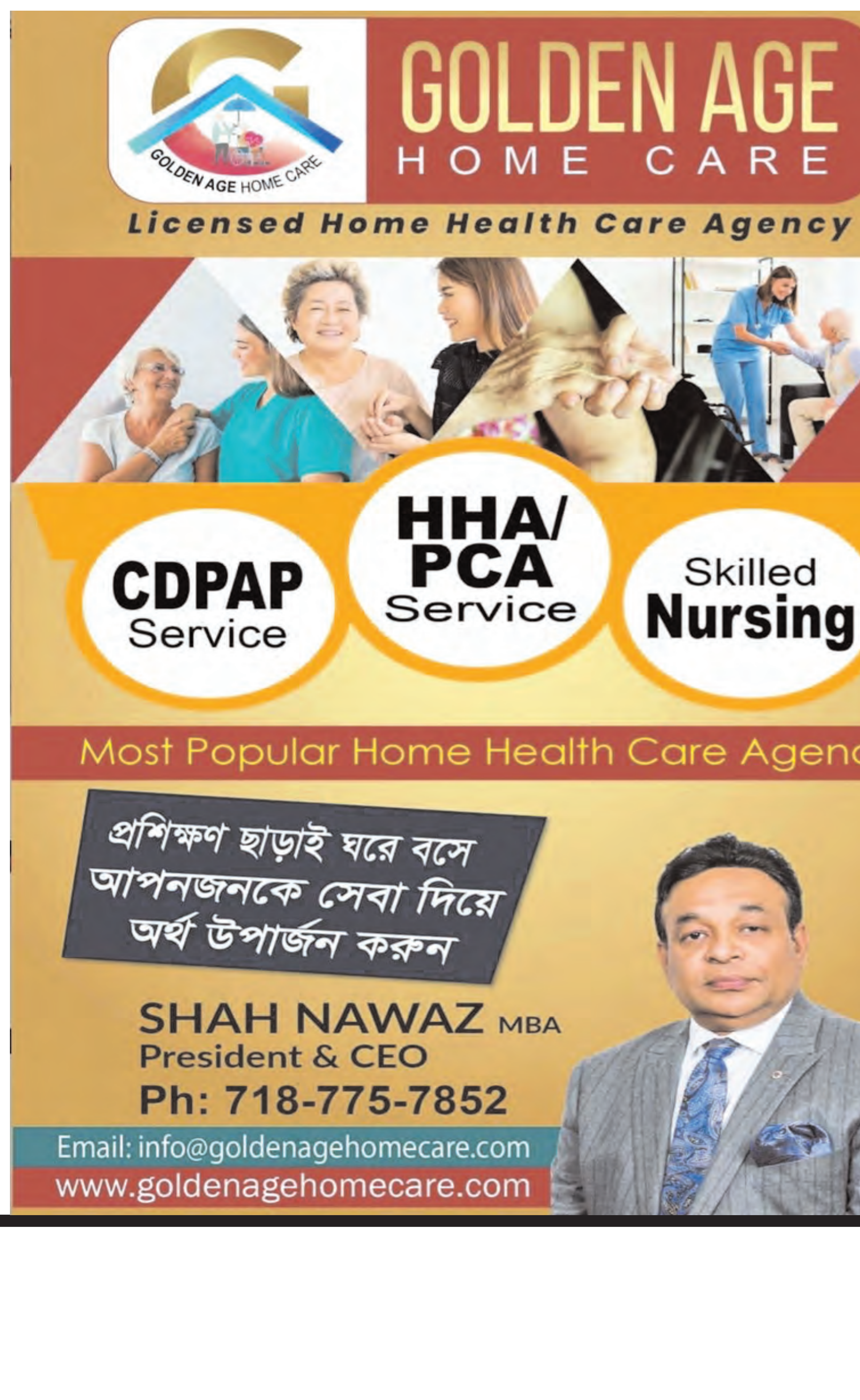

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

হোমিও চিকিৎসা

এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *যৌবনে *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *থ্যারিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেট ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal

72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

R-K Insurance Brokerage Inc

Notary Public done here

Krishna D. Debnath
Cel: 347-935-2479

Black Car, Green Taxi Cab and Private Car, Home, Business, Disability, Workers Comp, Construction, Food/Fruit Vendor.

Md. Abdul Haque

Life Insurance Services

Tel: 718 880 4647, Fax: 718 285 8456, E-mail: rkmyinsurance@gmail.com

37-05 74th Street 3rd Floor, Jackson Heights NY 11372

WINZONE REALTY INC.

Licensed Real Estate Broker

Direct: 347-935-2479
Email: yourrealti@gmail.com
81-15 Queens Blvd. 2fl,
Elmhurst, NY 11373
Tel : 718-899-7000 Fax: 718-899-2000
Tel: 718-886-3200 Fax: 718-886-5195
Website: www.WinzoneRealty.com

Krishna D. Debnath
Licensed Real Estate Sales Person
Notary Public

MLS

EVEREST DRIVING SCHOOL

LICENSED BY THE NYS DMV

DALIA 917.497.9882

- 5 Hours Pre Licensing Course
- 6 Hours Defensive Course (Good for TLC)
- We Have Package Deals (5 Lesson Deal $260, 10 Lesson Deal $420)
- Free Pick up & Drop off (Cond.)
- Road Lesson
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

We are open 7days a week

TEL: 718-255-6269
FAX: 718-255-6389

OUR NEW LOCATION:
37-18 74TH ST. 2ND FL, SUITE # 200
JACKSON HEIGHTS, NY-11372
E-mail: everestdrivingschool@gmail.com
www.everestservicesny.com

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

DEBNATH ACCOUNTING INC.

SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

AUTHORIZED e-file PROVIDER

NOTARY PUBLIC

OUR SERVICES

- Federal & All States Tax
- Payroll Tax
- Sales Tax
- Business Tax :
  - Individual
  - Corporation
  - Partnership
  - Not for Profit
- Business Formation
- Tax Planning & Others
- Affidavit of Support (Sponsor) & Other Immigration Forms
- Travels (Air Ticket)
- Notary Public

TAX FILING

Subal C Debnath

OPEN 7 DAYS A WEEK

37-53, 72nd Street, Ground Fl, Jackson Heights, NY 11372
E-mail: Subalcdebnath@yahoo.com | Ph: (917) 285-5490

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

NEW YORK DIABETES & ENDOCRINE WELLNESS CENTER

ডায়াবেটিস ও এন্ডোক্রাইন (হরমোন)
স্পেশালাইষ্ট চিকিৎসা করা হয়

নিউইয়র্কের প্রবাসী বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের রাজধানী খ্যাত
জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্র থেকে সেবা প্রধান করি।

Dr. Kaushik Mandal , MD

Board Certified Specialist in Endocrinology,
Internal Medicine, Obesity Medicine

affiliated with Mount Sinai, South Nasssau, Jamaica Hospital Medical center
Faculty attending endocrinologist at Nassau University Medical Center

Queens: 70-17 37th avenue, Jackson Heights NY 11372
Long Island: 230 Hilton Avenue Suite 106, Hempstead NY 11550

Ph: 516-666-4112
Fax: 516-666-4115
Web: www.nydewc.com
Office email: contact@nydewc.com

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

J.K. GAIN MULTISERVICES
A company you can trust ....
• Tax Services
• Life Insurance
• Health Insurance
• Auto Insurance
• Home Insurance
• Business Insurance
• TLC Insurance
• DDC. (6 hrs.)
MassMutual
LOW COST GUARANTEE
Authorized IRS e-file Provider
Notary Public
Jaydeb Gain
ছয় ঘন্টার ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স
10% Insurance Cost Deduction
Up to 4 points Removal
Tel: 347-536-5107
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
Email: gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

NYC MASTER ELECTRICIAN
FREE ESTIMATES
FULLY LICENSED & INSURED
GREEN POWER ELECTRIC CORP
NYC LICENSED ELECTRICAL CONTRACTOR
OUR SERVICES
SERVICE UPGRADE
GENERAL WIRING
RESIDENTIAL & COMMERICAL
VIOLATION REMOVAL
TROUBLESHOOTING
PANEL UPGRADE
আমরা সব ধরণের ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ করে থাকি
CONTACT: 718-445-2740
Email: greenpowerelectric15@yahoo.com

সবচেয়ে কমমূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
জননী ট্রাভেল এন্ড ট্যুরস
JANONI TRAVEL &TOURS
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সি, অনলাইন থেকেও কমমূল্যে টিকেট বিক্রি করি
We issue 118+Airlines Tickets with 100% Seat Confirm
Cheapest Domestic & International Airlines Tickets
হজ্জ ও ওমরাহ্ সার্ভিসেস
ওমরাহ্ ভিসা
Emirates Kuwait Airways Turkish Airlines Qatar Etihad Delta
37-15 73rd St, Suite # 210, (Bangladesh Plaza)
2nd Floor, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 347-465-3220
Email: janonitravel@gmail.com

Saha Realty Corp.
You deserve the best! Buy or Sell.
Best value, Best advice!
Real Estate Buy & Sell • Real Estate Investment
New Construction • Violation Removal
Re-Construction • Home Improvement
Bishnu Saha
Lic. Real Estate Broker
Bindusri Ghosh
Lic. Real Estate Salesperson
Bishnu Saha
Kanika Saha
Bindusri Ghosh
Kalyanshree Ghosh
Biru Saha
92-24 Corona Avenue
Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-271-3806
Fax: 718-271-3295
Email: bishnusaha61@gmail.com

HONDA
I ♥ Hillside Honda
139-07 Hillside Avenue
Jamaica, NY-11435
Year end Lease special at Hillside Honda
We sell all kind of new and certified Honda
We take all make and model as trade
We speak Your language
See
MOHAMMED CHOWDHURY (MO)
Sales Manager
347-624-3846
Or call
718-657-7810
to make an appointment with our Bengali representative.

GLOBAL MULTI SERVICES, INC.
THE MOST TRUSTED TAX PREPARER SINCE 2006
OUR SERVICES
TAX
IMMIGRATION
IRS e-file
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
• Corporation • Partnership • Non Profit • Write Up • Payroll, Audit
• Small Business • Consulting • Any kind of Deed, Documents • Translation
• Form Fillup, • Tax Planning • Other Business Related Services
Tareq Hasan Khan
CEO
37-18, 74th Street, Suite - 202
Jackson Heights, NY 11372 Email : globaltax2006@gmail.com
Tel: (718) 205-2360

FAUMA INNOVATIVE
CONSULTANCY GROUP
• ALL CHOICE ENERGY
• WOODSIDE ADULT DAYCARE CENTER
• BALAKA 3 STAR STAFFING
• MERCHANT SERVICES
• NEW YORK STATE ENERGY BROKER
FAHAD R SOLAIMAN
PRESIDENT/CEO
OFFICE: 718.205.5195. CELL: 347.393.8504
EMAIL:FAHAD@FAUMAINC.COM, FAUMA@FAUMAINC.COM
37-18 73RD ST. SUITE 502. JACKSON HEIGHTS, NY 11372

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813

Jamaica Office
87-54 168th Street, 2nd Fl
Jamaica, NY 11432
718-406-5549

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
718-406-5549

Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
718-406-5549

Buffalo Office
859 Fillmore Ave
Buffalo, NY 14212
718-406-5549

সাপ্তাহিক জন্মভূমি
প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ

VOL. 23, No. 45Thursday 26 January 2023 Weekly Jonmobhumi / অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

বীনাপানি সংঘের সরস্বতী পূজায় থাকবে মেয়র এ্যারিক অ্যাডাম

সোনালী ব্যাংকের ই-সেবা ও ই-ওয়ালেট ব্যবহার করা যাবে যুক্তরাষ্ট্রে বসেও

নিউইয়র্কঃ উদ্ভাবনী ব্যাংকিং এ আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের আয়োজনে, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের সাথে সোনালী ই-সেবা এবং ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে সোনালী ব্যাংকে একাউন্ট খোলা ও হিসাব পরিচালনা সংক্রান্ত এক ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভা নিউইয়র্কের কুইন্সের জামাইকার একটি পার্টি হলে গত ২২ জানুয়ারি, ২০২৩ রবিবার অনুষ্ঠিত হয় । এতে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রবাসী ভাই-বোন অংশগ্রহন করেন। ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজার মো: নুরুন নবীর সঞ্চালনায় এই অনাড়াম্বর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সোনালী ব্যাংকের সিইও এবং

বাকি অংশ ২০ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রে সফরে ঢাকা উত্তর সিটি মেয়র আতিক

নিউইয়র্কঃ যুক্তরাষ্ট্রে সফরে এসেছেন শেখার জন্য, ঘোরার জন্য নয় বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) মেয়র আতিকুল ইসলাম। তিনি বলেন, 'আমরা ফ্লোরিডার মিয়ামিতে কয়েক দিন ধরে বেশ কিছু বিষয়ের ওপর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। এখানকার ভালো চর্চা দেশেও বাস্তবায়ন করতে চাই। আমরা এখানে শিখতে এসেছি, ঘুরতে নয়। প্রতিটি বিষয়ের ওপর গুরুত্বসহকারে শেখানো হচ্ছে।' গত সোমবার (২৩ জানুয়ারি) স্থানীয় সময় দুপুর ১২টায়

বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়

মার্কিন নিষেধাজ্ঞা

বাংলাদেশের জলসীমায় অনুমতি নেই ৬৯ জাহাজের

ওয়াশিংটন ডিসিঃ যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা থাকায় সাতটি কোম্পানির ৬৯টি জাহাজ মোংলা বন্দরসহ বাংলাদেশের জলসীমায় প্রবেশের অনুমতি পাচ্ছে না। এ কোম্পানিগুলো রাশিয়ান সরকার ও ব্যক্তিমালিকানাধীন। পণ্য পরিবহণ ও সংরক্ষণ করাও যাবে না ওই কোম্পানির

বাকি অংশ ১৮ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কের এ সপ্তাহে সরস্বতী পূজা শুরু

জন্মভূমি প্রতিবেদকঃ নিউইয়র্কের এ সপ্তাহে সরস্বতী পূজা শুরু হয়েছে প্রবাসী বাংলাদেশী হিন্দুদের বিভিন্ন সংগঠন ও মন্দিরে। ২৬শে জানুয়ারী উডসাইডের কুইন্স প্যালেসের বীনাপানি সংঘের সরস্বতী পূজায় নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এ্যারিক

বাকি অংশ ১৮ পৃষ্ঠায়

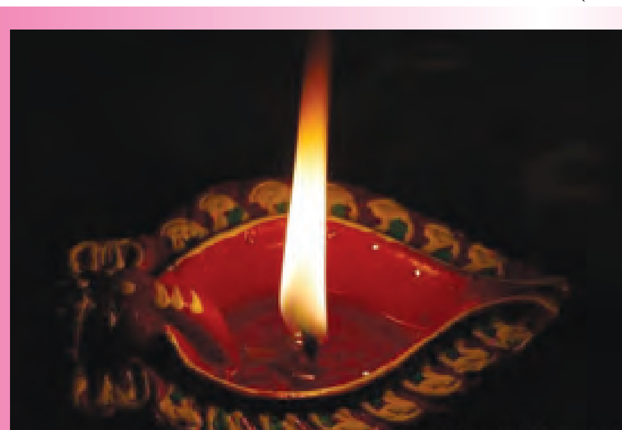

নিউইয়র্ক স্টেট এ্যাসেম্বলীতে দিওয়ালী ছুটির বিল পাস

জন্মভূমি প্রতিবেদন : গত ২৪শে জানুয়ারি নিউইয়র্ক স্টেটের এ্যাস্মেলীতে নিউইয়র্ক সিটির পাবলিক স্কুলে একদিন হিন্দু সম্প্রদায়ের

বাকি অংশ ১৮ পৃষ্ঠায়

গ্রোসারি স্পেন্ডিং কার্ডে ৯০০ ডলার পাওয়ার সুযোগ

নিউইয়র্ক। যুক্তরাষ্ট্রে 'গ্রোসারি স্পেন্ডিং কার্ডটি এখন স্বল্প আয়ের অনেক পরিবারের জন্য ৯০০ ডলার পর্যন্ত পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। এই কার্ডটি পেতে অবশ্যই মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার প্ল্যান (চধৎঃ-অ ই) থাকতে হবে। অতিরিক্ত এই সুবিধাটি মেডিকেয়ার অ্যাডভান্টেজ প্ল্যানের সাথে অন্তর্ভুক্ত।

বাকি অংশ ১৮ পৃষ্ঠায়

এবার মাইক পেন্সের বাড়ি থেকে গোপন নথি উদ্ধার

ওয়াশিংটন ডিসিঃ জো বাইডেনের পর এবার গোপন নথি উদ্ধার হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্সের বাড়ি থেকে। মার্কিন সরকারের শীর্ষ পদে সেবা দেওয়া

বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস'র জ্যামাইকা শাখার উদ্বোধন

নিউইয়র্কঃ নিউইয়র্কে বর্ণাঢ্য আয়োজনে উদ্বোধন হয়েছে বাঙালি মালিকানাধীন অন্যতম আর্থিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস এর জ্যামাইকা শাখা। গত ২০ জানুয়ারী শুক্রবার

বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে শতকণ্ঠে বর্ষবরণ ১৪-১৬ এপ্রিল

নিউইয়র্কঃ নিউইয়র্কে ১৪ থেকে ১৬ এপ্রিল শতকণ্ঠে বর্ষবরণের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। নিউইয়র্কে জ্যাকসন হাইটসের জুইস সেন্টারে ২১ জানুয়ারি শনিবার সন্ধ্যায় শতকণ্ঠে বর্ষবরণ উদযাপন পর্ষদের পক্ষ থেকে এ ঘোষণা দেন প্রবীন সাংবাদিক মুহম্মদ ফজলুর রহমান। বর্ষবরণের ঘোষণার পর তিন ঘণ্টাব্যাপী উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, মঙ্গল শোভাযাত্রা ও শতকণ্ঠে বর্ষবরণের মহড়া হয়। মহড়া পরিচালনা করেন সঙ্গীত আয়োজক মহীতোষ তালুকদার তাপস।

বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশী আমেরিকারন পোষ্টাল এ্যামপ্লয়িস এসোসিয়েশন-এর প্রথম সভা

নিউইয়র্কঃ গত ২২শে জানুয়ারী কার্যকরী কমিটির প্রথম সভা জ্যামাইকা কুইন্স এর ষ্টার কাবাব রেষ্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়। কার্যকরি কমিটির সভাপতি ফারুক হোসেন মজুমদার সভার সভাপতিত্ব করেন এবং কার্যকরি কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুঃ এন

বাকি অংশ ২১ পৃষ্ঠায়

চেয়ারম্যান জিএম কাদেরের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের দাবী

নিউইয়র্কঃ নিউইয়র্কে জ্যাকসন হাইটস্থ ঢাকা গার্ডেন রেষ্টুরেন্ট মিলনায়তনে গত ২২ শে জানুয়ারী রবিবার সন্ধ্যায় জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি.এম কাদেরের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও মিথ্যা

বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়

নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের যৌথ সভায় নির্বাচন কমিশন গঠন

নিউইয়র্কঃ আমেরিকায় বসবাসরত উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলার আমব্রেলা সংগঠন নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের এক যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয় জ্যামাইকা হিলসাইডের নিজস্ব কার্যালয়ে। নতুন

বাকি অংশ ২১ পৃষ্ঠায়

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালন যুক্তরাষ্ট্র মহিলা আওয়ামী লীগের

নিউইয়র্কঃ যুক্তরাষ্ট্র মহিলা আওয়ামী লীগ গত ১৬ জানুয়ারী সোমবার বাংলাদেশের স্থপতি সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়

একুশের বইমেলায় দর্পণ কবীরের দুটি বই

নিউইয়র্কঃ কবি ও কথা সাহিত্যিক দর্পণ কবীরের দুটি বই বের হচ্ছে অমর একুশের বইমেলায়। মিথ্যাগুলোর নন্দন মুখশ্রী নামক কাব্যগ্রন্থ বের

বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়

কর্ণফুলী ট্রাভেল্সের ওমরা হজ্ব বিষয়ক কর্মশালা

নিউইয়র্কঃ নিউইয়র্কে কর্ণফুলী ট্রাভেলস অফিসে গত ৩ জানুয়ারী ওমরা হজ্ব বিষয়ক এক কর্মশালার

বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়

পুরোহিত টিটন আচার্য্য
সকল প্রকার পুজা, পার্বণ , শ্রাদ্ধ ক্রিয়া, অন্নপ্রাশন, বিবাহ , শান্তি স্বস্তায়ন , গ্রহ পুজা, বাস্ত পুজা, গৃহ প্রবেশ সহ যেকোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির জন্য আমেরিকার যেকোন ষ্টেট থেকে যোগাযোগ করুন।
ফোন : ৩৪৭-৩৬৯-২৯৮৯

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business
Now Hiring Sales Persons
Free Training (We will pay course fees)
Earn up to 300K Yearly
Zakir H. Chowdhury
President
zchowdhury646@gmail.com
718-255-1555, 917-400-3880
70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372 www.yorkholdingrealty.com

MERIT KABAB PALACE
We specialized in Indoor & Outdoor Catering
Owner: Abdul Alim
37-67 74th St. Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-396-5827

শৈবাল গ্রোসারী
Halal Meat
81-28 Broadway,Elmhurst.NY-11373
EBT,Credit cards,W/C- কার্ড নেয়া হয়।
বিস্তারিত আরও জানতে ফোন করুন
গ্রোসারী,মাছ-হালাল মাংশ,শাক-সবজী পাওয়া যায়!!!
ph;718-205-8515

বাপ্পি সুইটস্
85-07,Whitney Ave
Elmhurst , NY 11373
PHONE-718-458-0626

Ma Travel Ageny
IATA And ARC Approved
Shahadat Hasan
Call: 917-593-9311
shahadat3@msn.com
We do real estate, sell, buy, rent, tax file, notary.
Ticket Sell NYC TO Dhaka-RT- 599
37-22 73rd Street, 2G
Jackson Heights, NY-11372
Above Nobanno Restaurant

Brilliant Accounting And Tax Services Inc.
Mohammed Nasiruddin Khan
MBA.MAFM.FCGA
37-18 74th Street, 2nd Floor. Suite 203
Jackson Height,NY-11372
phone:929-287-7354 // fax:716-295-6701
929-413-8884
AUTHORIZED e-file PROVIDER
আমাদের সেবা সমূহ
PersonalTax / Business Tax / Bookkeeping / Payroll Tax / Sales Tax

DHAKA DRIVING SCHOOL
37-18 -73rd Street .
jackson heights NY-11372
Tel:718-507-0903
cell :917-254 - 8955
যোগাযোগঃ মোল্লা আবু মাসুদ

বাড়ী ক্রয় বিক্রয়ের বিশ্বস্থ ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর
MURSHEDA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person
171-21 Jamaica Ave. Jamaica NY 11432
844 464 3262
email:murshedazaman@gmail.com
যোগাযোগ করুন
Cell: 917 502 6445

www.jonmobhumi.com

Editor: Ratan Talukder,Published by Jonmobhumi Group Inc . 37-39-74 Street, Jackson Height, NY 11372. Tel: 718.380-6712; Cell: 646-327-7964, e-mail: jonmabhumi@gmail.com